চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 131 Wednesday, 12 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা ❋ ২৮ চৈত্র, ১৪২৯, বুধবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কয়লা পাচার মামলা

অবশেষে বিকাশ মিশ্রকে হেফাজতে নিয়ে জেরা সিবিআইয়ের!

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিলঃ দু’বছর আগে গ্রেফতার। সাত দিনের হেফাজত পেয়েও কয়লা পাচার মামলায় বিকাশ মিশ্রের বয়ান রেকর্ড সম্ভব হয়নি। অসুস্থতার কারণে আড়াই দিনের মাথায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় বিকাশকে। তারপর থেকে দুবছর কেটে গেলেও বিকাশকে নিজেদের হেফাজতে পায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তাই শেষমেশ দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চারদিনের জন্য বিকাশ মিশ্রকে নিজেদের হেফাজতে পেল সিবিআই। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ১৬ তারিখ সিবিআই গ্রেফতার করে বিকাশ মিশ্রকে। সাতদিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেয় আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালত। সেই সময়

হেফাজতে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সিবিআইয়ের তরফে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। পরে সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর হওয়ার কারণে তাকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা সম্ভব হয়নি। সিবিআই সূত্রে দাবি, ২৯ নভেম্বর ২০২০ সালে সিবিআইয়ের তরফে কয়লা পাচার মামলায় এফআইআর রুজু করা হয়। ইসিএল, সিআইএসএফ, রেলের জনা কয়েক আধিকারিক ও কর্মীর যোগসাজসে কয়লা পাচার হচ্ছে। তাতে সহযোগী হিসেবে রয়েছে একাধিক ব্যক্তি। এই মর্মে মামলা রুজু হয়। উঠে আসে একের পর নাম। অনুপ মাজি থেকে তার সহযোগীদের নাম। পাচারে সাহায্য করার বিনিময়ে লাভবান হয়েছেন প্রভাবশালীরাও। এই পরিস্থিতিকে বিকাশের বয়ান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে সিবিআই। তাই হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যে মামলার রায়ে বিকাশ মিশ্রকে চারদিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে জেরার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। প্রসঙ্গত শুধু কয়লা পাচার নয়, গরু পাচার মামলাতেও যোগ রয়েছে বিকাশের। এমন কি তার দাদা বিনয় মিশ্র এখনও ফেরার। তার খোঁজে ইন্টারপোলে রেড কর্নার নোটিস জারি করা হয়েছে। তাঁর সন্ধানেও খোঁজ চলছে। তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে টাকা পাঠিয়েছিলেন অনুপ মাজি ওরফে লালা, এমনই দাবি তদন্তকারী সংস্থার।

প্রয়াত বাবার দিকে আঙুল তুলেছিলেন, অভিষেকের ধমকেই পাল্টি উদয়নের?

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ এপ্রিলঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধমক খেয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিন দুয়েক আগেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী দিনহাটায় ঘোষণা করেছিলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের আসন জেতা তো দূরের কথা, যদি কোনও আসনে বিরোধীরা প্রার্থী দেয় তাহলে দলের নেতারা দায়ী থাকবে। সেই ঘোষণার তিন দিনের মাথায় কোচবিহার জেলা তৃণমুল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বললেন, ‘‘বিরোধীরা যদি প্রার্থী দিতে পারে তাহলে দেবে। তবে এটুকু বলতে পারি বিজেপি সব আসনে প্রার্থী দিতে পারবে না।’’ রাজনৈতিক মহলের ধারণা, গতকাল ভার্চুয়াল বৈঠকে কোচবিহার জেলার দুই নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উদয়ন গুহকে ধমক দিয়েছেন তৃনমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরই মন্ত্রীর এই ভোলবদল। গতকাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা তৃণমুল নেতাদের ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারপরই এ দিন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে বৈঠকে বসেন জেলা তৃনমুল নেতারা। বৈঠক শেষে জেলা তৃণমুল সভাপতি অভিজি দে ভৌমিক বলেন, ‘‘৭০ জনের জেলা কমিটি তৈরি কিরে অনুমোদনের জন্য রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে অনুমোদন এলেই জেলা কমিটির নাম ঘোষণা করা হবে।’’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার বারই দাবি করছেন, এবারের পঞ্চায়েত ভোট হবে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ। বিরোধীরা যাতে প্রার্থী দিতে গিয়ে বাধা না পান, সে বিষয়ে দলের নেতাদের একাধিকবার সতর্ক করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। যদিও উদয়ন গুহের মতো বহু নেতাই সেই পরামর্শে কান না দিয়ে বিরোধীদের শাসানি দিয়ে রেখেছেন। কিছুদিন আগেও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। বাম আমলে চাকরি দুর্নীতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিজের বাবা প্রয়াত কমল গুহর দিকেই আঙুল তুলেছিলেন তিনি। যা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। তার পরেই বিরোধীদের কার্যত হুঁশিয়ারি দেন তিনি। সেই মন্তব্য যে তিনি ভাল ভাবে নেননি, রবিবারের ভার্চুয়াল বৈঠকেই উদয়নকে তা বুঝিয়ে দেন অভিষেক।

লাখ লাখ টাকার প্রতারণা, হাওড়া থেকে গ্রেফতার ভুয়ো সিবিআই অফিসার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ শহরতলিকে ফের ভুয়ো সিবিআই অফিসারের হদিশ। পানশালার লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার নামে রাজারহাট এলাকার অস্থায়ী বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে সাড়ে ১০ লাখ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে রাজারহাট থানার পুলিশ। হাওড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ব্যক্তি। ধৃতের নাম শুভজিৎ বারুই। গ্রেফতার হওয়া ওই ব্যক্তির থেকে ভুয়ো সিবিআই অফিসার হিসেবে এক জাল পরিচয়পত্রও পাওয়া গিয়েছে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। প্রসঙ্গত, রাজ্যে একাধিক ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই তদন্তকারী অফিসাররা। আর এরই সুযোগেই প্রতারকরা নিজেদেরে সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে লোক ঠকানোর কারবারে নেমে পড়েছে। এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রতিক অতীতে ভুয়ো সিবিআই গ্রেফতার হয়েছিল। এবার রাজারহাট থানার পুলিশের হাতে হাওড়া থেকে গ্রেফতার হল আরও এক ভুয়ো সিবিআই অফিসার। পুলিশ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, বিপ্লব অধিকারী নামে রাজারহাট এলাকার ওই অস্থায়ী বাসিন্দা গত ২৫ মার্চ পুলিশের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, গত ফেব্রুয়ারিতে চিনার পার্কে একটি হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শুভজি বারুইয়ের। ওই ব্যক্তি নিজেকে সিবিআই অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। আলাপ জমানোর পর পানশালার লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধাপে ধাপে টাকা নিয়েছিল বিপ্লবের থেকে। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এদিকে টাকা নেওয়ার পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করে দিচ্ছিল না। অবশেষে উপায় না পেয়ে রাজারহাট থানার দ্বারস্থ হন বিপ্লব অধিকারী নামে ওই ব্যক্তি। লিখিত অভিযোগ জানান পুলিশের কাছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ধরে সোমবার হাওড়া থেকে শুভজিৎ বারুইকে গ্রেফতার করে রাজারহাট থানার পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে বারাসাত আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে রাজারহাট থানা পুলিশ।

বৈঠক সফল নয়, নবান্ন থেকে বেরিয়ে বললেন কুড়মি নেতারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক শেষে হতাশ কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষ। দিনকয়েক আগেই অবস্থান বিক্ষোভে ইতি টেনেছেন তাঁরা। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে ছিল কুড়মিদের বৈঠক। সেই বৈঠকে তাঁদের মূল দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা হলেও বৈঠক সফল নয় বলে মন্তব্য করেছেন কুড়মি সমাজের নেতা রাজেশ মাহাতো। বৈঠকের ফলাফল হতাশাজনক বলে উল্লেখ করে তিনি জানান, আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রক সিআরআই রিপোর্টের যে জাস্টিফিকেশন চেয়েছে তা রাজ্য সরকার দেয়নি। আলোচনা করে তাঁরা পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করবে বলেও মন্তব্য করেছেন রাজেশ মাহাতো। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের কাছ থেকে যে সিআরআই রিপোর্ট গিয়েছিল কেন্দ্রে, তার পরের জাস্টিফিকেশন রিপোর্ট পাঠাতে বললেও ২০১৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তা রাজ্য সরকার পাঠায়নি বলে অভিযোগ। ২০২২ সালে আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রক আরও একবার রিমাইন্ডার

দিলেও পুরনো রিপোর্টটাই পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ কুড়মিদের। এই কুড়মি সমাজের দুটি ভাগ রয়েছে। একটি হল, পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজ আর অপরটি হল আদিবাসী কুড়মি সমাজ। এদিন পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজের নেতা রাজেশ মাহাত নবান্নে এসেছিলেন। মূলত এসটি বা তপশিলি উপজাতিভুক্ত করতে হবে-এটাই কুড়মিদের দাবি। আগে তাঁরা প্রিমিটিভ ট্রাইবের অন্তর্গত ছিলেন। এরকম ১৩টি আদিবাসী সম্প্রদায় ছিল। যার মধ্যে ১২টিকে এসটি কোটার অর্ন্তভুক্ত করা হলেও বাদ পড়ে যান কুড়মিরা। বর্তমানে তাঁরা ওবিসি হিসেবে চিহ্নিত হন। এছাড়াও, সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া, কুড়মালি-কে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অর্ন্তভুক্ত করার দাবিও জানানো হয়েছে কুড়মিদের তরফে। সম্প্রতি সড়ক ও রেল অবরোধ একটানা ৫ দিন বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

নববর্ষে রাজভবন অবারিত দ্বার

চালু হতে চলেছে ‘হেরিটেজ ওয়াক’

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিলঃ শহর কলকাতার অন্যতম হাই সিকিউরিটি জোন রাজভবন। বাংলার সাংবিধানিক প্রধানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চারিদিকে নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা বলয়। ভিতরে ঢুকতে গেলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন। বাইরে থেকে পেল্লায় ওই ভবন দেখে, অনেকেরই হয়ত ইচ্ছা হয়েছে ভিতরটা কেমন একবার ঘুরে দেখার। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তা পূরণ হয়নি। তবে নববর্ষের দিন বদলে যাবে সব নিয়ম-কানুন। আগামী শনিবার, নববর্ষের দিন সাধারণ মানুষের জন্য খোলা থাকবে রাজভবন। মানুষজন এসে রাজভবন ঘুরে দেখতে পারবেন। এই বিষয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, ‘‘আমরা জনরাজভবন প্রোগ্রাম চালু করছি। এটির লক্ষ্য হল রাজভবনকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত করা। সেই কারণে আমরা এটি খুলে দিচ্ছি। রাজভবন হয়ে যাবে জনরাজভবন। নববর্ষের দিন থেকে এই হেরিটেজ ওয়াক চালু করছি আমরা। এনসিসি-র তরফে একটি পিস মার্চও করা হবে, যেটি হল জনরাজভবন মার্চ।’’ রাজভবনের

এই হেরিটেজ ওয়াক নিয়ে গুঞ্জন চলছিল অনেকদিন ধরেই। নববর্ষের দিন থেকে এই হেরিটেজ ওয়াক চালু হতে পারে, এমন একটি আভাস পাওয়া যাচ্ছিল বটে, তবে কবে থেকে চালু হবে সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও দিনক্ষণ জানা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত রাজ্যপাল নিজেই এদিন জানিয়ে দিলেন, বাংলা নববর্ষের দিন সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়ে রাজভবন। রাজভবনের ভিতরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখা যাবে। জানা যাচ্ছে, রাজভবনের নীচের ঘর, ঝুলন্ত সেতু, সুইমিং পুল, বাগান, রাজভবনের গ্রন্থাগার ঘুরে দেখতে পারবেন সাধারণ মানুষজন। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণ মাথায় রেখে বেশ কিছু জায়গাকে এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন থেকেই এই ব্যবস্থাপনা শুরু হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে রাজভবনের প্রতীকী চাবি তুলে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি। রাজভবনকে ‘জনরাজভবন’ করে তোলার প্রক্রিয়া সেদিন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবার নববর্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার সূচনা হচ্ছে।

কতটা প্রস্তুত হাসপাতালগুলি? রাজ্যে ফের কোভিডের মহড়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ সারা দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যেও কোভিডের মহড়া হল মঙ্গলবার। রাজ্যের ৩১টি হাসপাতালে এই মহড়ার আয়োজন করেছে স্বাস্থ্য ভবন। কলকাতার মধ্যে এম আর

বাঙ্গুর-শম্ভুনাথ পণ্ডিত-বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে এই মহড়া হয়। রাজ্যের প্রথম কোভিড হাসপাতালের সিসিইউ ইউনিটের যন্ত্রগুলি ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মুক্তিসাধন মাইতি, সুপার শিশির নস্কর। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯। হাসপাতালের সুপার শিশির নস্কর জানান, আপাতত ৪০টি সিসিইউ বেড রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে তা ১০০ বেড পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন এম আর বাঙুরের সুপার। মহড়ার আগে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্বাস্থ্য-সচিব। মহড়ায় কী কী করা হবে, ৩১টি সেন্টারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কোভিড চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে দেশের হাসপাতালগুলি কতটা প্রস্তুত, মূলত তা দেখতেই এই মক ড্রিল। পাশাপাশি কোভিড চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে কিনা তারও হিসেব নেওয়া হয় এই মহড়াতে। গত ২৪ ঘণ্টায় দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ৮৮০। দেশে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৫ হাজার ১৯৯ জন। দেশে এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নতুন ভ্যারিয়েন্ট। তাই আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে রাজ্য। কেন্দ্রের তরফ থেকেও রাজ্যকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত রাখার বিষয়টির ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। উচ্চ-স্তরের বৈঠকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজ্যগুলিকে আরটি-পিসআর পরীক্ষা বাড়াতে বলেছে। করোনার নুমনা জিনোম সিকোয়েন্সিং বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

ফের পিছল ডিএ মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিলঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে সব নজর ছিল সুপ্রিম কোর্টের দিকে। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত মামলার এদিন কোনও নিষ্পত্তি হয় কি না, সেই দিকেই নজর ছিল সব মহলের। কিন্তু এদিন ফের পিছিয়ে গেল ডিএ মামলার শুনানি। আগামী ২৪ এপ্রিল শুনানি হবে ডিএ মামলার, জানাল শীর্ষ আদালত। এর আগেও একাধিকবার এই মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে পঞ্চমবারের জন্য পিছল ডিএ মামলার শুনানি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীনেশ মহেশ্বরী এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ শুনানির জন্য যে সময়ের দরকার, সেই সময় আজ ছিল না। সেই কারণেই মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে। প্রায় মাস চারেক আগে সুপ্রিম কোর্টে একটি স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল

করেছিল সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন। দাবি ছিল কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা। কিন্তু সেই মামলার শুনানি বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে শীর্ষ আদালতে। প্রথম শুনানি হওয়ার কথা ছিল গত বছরের শেষের দিকে। ডিসেম্বরের ৫ তারিখ। কিন্তু সেই সময় শুনানি হয়নি। তারপর জানুয়ারিতেও শুনানি পিছিয়ে গিয়েছিল। মার্চে মাসেও প্রথমে ১৫ তারিখ ও তারপর ২১ তারিখ শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এরপর আজ (মঙ্গলবার) ফের শীর্ষ আদালতে এই ডিএ মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুনানির দিন আবারও পিছিয়ে গেল। ২৪ এপ্রিল মামলার শুনানির দিন স্থির করা হয়েছে। এই নিয়ে মোট পাঁচ বার পিছল ডিএ মামলার শুনানি। এদিকে বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে আন্দোলনের সুর ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আপাতত দুই দিনের ধরনা কর্মসূচির কথা রয়েছে তাঁদের দিল্লিতে। মঙ্গলবারই দিল্লিতে দুই দিনের ধরনার শেষ দিন।

জাতীয় দলের তকমা হারানোর পরদিনই নতুন অস্বস্তি! এবার পদত্যাগ করলেন তৃণমূল সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিলঃ জাতীয় দলের তকমা হারানোর পর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটল না। ফের ধাক্কা তৃণমূলের। রাজ্য সভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফালেইরো। এ দিন উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। এর ফলে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা দাঁড়ালো ১২ জন। গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফালেইরোকে দলে নিয়ে বড় চমক দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ফালেইরোর হাত ধরেই গোয়া কংগ্রেসে বড়সড় ফাটল ধরায় তৃণমূল। ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ত্যাগ করেন তিনি। ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এসে যোগ দেন তৃণমূলে। ওই বছরই নভেম্বর মাসে ফালেইরোকে রাজ্যসভায় পাঠায় তৃণমূল। অর্পিতা ঘোষের জায়গায় তাঁকে রাজ্যসভায় সাংসদ করা হয়। তাঁকে দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতিও করা হয়েছিল। কিন্তু গোয়া বিধানসভা ভোটের মুখেই বিতর্কের সূত্রপাত। ভোটে তাঁকে প্রার্থী করা হলেও লড়তে চাননি

ফালেইরো। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপালেও কার্যত বিপর্যয় ঘটে তৃণমূলের। এর পর থেকেই ফালেইরোর সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের দূরত্ব বাড়ছিল। সম্প্রতি ঘনিষ্ঠ মহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করে নেন, ফালেইরোকে রাজ্যসভায় পাঠানো তাঁদের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। তৃণমূলের অন্দরের খবর, দলের মধ্যে একেবারেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন গোয়ার প্রবীণ এই নেতা। দলীয় কর্মসূচিতেও যোগ দিতেন না তিনি। ফলে দলের ভিতরেও তাঁকে নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল। সূত্রের খবর, পদত্যাগের জন্য দলের পক্ষ থেকেই বার্তা দেওয়া হয়েছিল ফালেইরোকে। পদত্যাগপত্রে অবশ্য নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন গোয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। তবে লুইজিনহো ফেলেইরোর পদত্যাগের পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাঁকে ভবিষ্যৎ জীবনের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে জানানো হয়েছে, ফেলেইরোর পদত্যাগে ফাঁকা হওয়া আসনে নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হলেই দল নতুন প্রার্থীর নাম জানিয়ে দেবে।

‘ঘুঘুর বাসা’ ভাঙতে গিয়েই কি ফ্যাসাদে পড়তে হল ফিরহাদকে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ কলকাতা পুরনিগমে নিয়োগ, মিড ডে মিল-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীদের। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন পার্কিং। গাড়ি পার্কিংয়ের টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে কলকাতা পুরনিগমে। পুরকর্মীদের একাংশের অভিযোগ, টেন্ডার ছাড়াই শহরের ২৭০টি পার্কিং লট চলে বলে অভিযোগ। ৩২টি সমবায় এবং ২০টি এজেন্সি তার দায়িত্বে। সমবায় ও এজেন্সিগুলির অধিকাংশই শাসকদলের অনুগামীদের বলে অভিযোগ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য, সেই ‘ঘুঘুর বাসা’ ভাঙতে গিয়ে ‘ফ্যাসাদে’ পড়তে হয়েছে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। পার্কিং লট বন্টনের শেষ ‘ফিজিকাল টেন্ডার’ হয়েছিল ২০১৪ সালে। এরপর নতুন করে টেন্ডার হয়নি। সূত্রের খবর, যাঁরা টেন্ডার পেয়েছিলেন, তাঁদের বছরের পর বছর এক্সটেনশন দিয়ে রাখা হচ্ছিল। বাড়তি ফি দিয়ে টেন্ডারের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছিল বলেও অভিযোগ। কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, এই ধরনের এক্সটেনশন বা টেন্ডার না হওয়ার প্রক্রিয়ায় মাথা গলিয়েছিলেন মেযর ফিরহাদ হাকিম। কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে তিনবার ফাইল পৌঁছেছিল মেয়রের টেবিলে। তিনি বিষয়টিতে সহমত পোষণ করে ফিজিক্যাল টেন্ডার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় যাবতীয় কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে

কোনও এক ‘অজ্ঞাত কারণে’ তা আর হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে কলকাতা পুর এলাকায় ২৭০টি পার্কিং লট রয়েছে। মোট গাড়ি থাকে ১৪,৮৯৭টি। এই পার্কিং লটগুলির মধ্যে ৩২টি কো-অপারেটিভের হাতে রয়েছে এবং ২০টি এজেন্সির হাতে রয়েছে। এই পার্কিং লটগুলিতে ২০১৪ সালে শেষবার টেন্ডার হয়। এরপর নির্দিষ্ট শতাংশ বাড়তি ফি দিয়ে লটের দায়িত্বে থেকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এই প্রক্রিয়া একেবারেই বেআইনি। এদিকে অভিযোগ, টেন্ডার না করার জন্য একের পর এক অজুহাত গত দেড় বছরে পুর কমিশনার এবং মেযরের টেবিলে ফাইল আকারে পৌঁছেছে। টেন্ডার না করার চাপও ছিল বলে সূত্রের দাবি। তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় কো-অপারেটিভগুলি সহজেই দায়িত্ব পেয়েছে লটগুলির। গত বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তরফে একটি ফাইল এসে পৌঁছয় পুর কমিশনারের কাছে। সূত্রের দাবি, সেখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছিল, বেশ কিছু কো-অপারেটিভের নামেই দায়িত্ব রয়েছে। চালাচ্ছে একাধিক ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন। সেগুলি যে সবক’টি শাসকদলের ছত্রছায়ায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কারণে পার্কিং লটগুলির নতুন করে বণ্টনে টেন্ডার করার জন্য লালবাজারে তরফেও কলকাতা পুরনিগমকে আর্জি জানানো হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে পার্কিং বিভাগের সঙ্গে লালবাজারের ট্রাফিক বিভাগের বারবার বৈঠকও হয়। কিন্তু সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত ফাইল বন্দি অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। পুরনিগমের পার্কিং বিভাগ সূত্রে খবর, ২০০৭-২০১২ সাল পর্যন্ত পার্কিং লট বিলি নিয়ে কোনও ওপেন টেন্ডার হয়নি। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে একই সমবায়গুলি ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে। প্রতি বছরই মেয়াদ শেষে লাইসেন্স ফি নামমাত্র বাড়িয়ে অতিরিক্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে কো-অপারেটিভগুলিকে। ২০১২ সালের পর পার্কিং লট নিয়ে টেন্ডার হলেও, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। এ নিয়ে সিপিএম নেতা চয়ন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘মানুষ যা বোঝার বুঝে ফেলেছে। দুর্নীতির পক্ষে দাঁড়িয়ে একদল লোক রোজ বিবৃতি দেন। এই দুর্নীতি পর পর চলছে।’’ বিজেপি নেতা সজল ঘোষের বক্তব্য, ‘‘সাড়ে ৮-৯ বছর কলকাতার পার্কিং লটের কোনও টেন্ডার হয় না। যাঁকে মেয়রের পছন্দ হয় বা যাঁরা মেয়রকে খুশি করতে পারেন, থাকেন।’’ টেন্ডার নিয়ে যদিও ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ‘‘হ্যাঁ টেন্ডার করেনি। আমি বলেছি পুরনিগমে ই-টেন্ডার সকলকে করতে হবে। একটা দিয়েছিল ফিজিকাল টেন্ডারের জন্য। আমি বলেছি সব ই-টেন্ডারে যেতে হবে। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিনান্সিয়াল রুলস-এর মধ্যে পড়ে। তা মেনে চলতেই হবে।’’

রাজধানীর যন্তর মন্তরে ডিএ-ধর্না

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হারে বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) ছাড়াও অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে সরব হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। যন্তর মন্তরে দু'দিনের ডিএ-ধর্নার দ্বিতীয় দিন ছিল মঙ্গলবার।আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, এত কম সময়ে রাষ্ট্রপতি-সাক্ষাতের সময় পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ই-মেল করে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। আজ উপ রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা রয়েছে আন্দোলনকারীদের। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বাইরে থাকায়, তাঁর মন্ত্রকেও স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কর্ণাটকে রয়েছেন, তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের আজ যন্তর মন্তরের ধর্না-মঞ্চে আসার কথা রয়েছে বলে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ জানিয়েছে। এদিকে ডিএ-জট কাটাতে । ১৭ এপ্রিলের মধ্যে কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যকে আলোচনায় বসার নির্দেশ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশ, কর্মচারী সংগঠনের তরফে তিনজন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

ফের খুনের হুমকি পেলেন সলমন খান, পুলিশি তদন্ত শুরু

মুম্বই, ১১ এপ্রিল ঃ ফের খুনের হুমকি পেলেন অভিনেতা সলমন খান। দীর্ঘদিন ধরেই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের তরফে বারবার খুনের হুমকি পাচ্ছেন অভিনেতা। এবার এক অচেনা ব্যক্তি সলমনকে খুনের হুমকি দিয়েছেন। সোমবার রাতে ফোনে খুনের হুমকি দেন ওই ব্যক্তি। মুম্বই পুলিসের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে ওই ব্যক্তি বলেন, আগামী ৩০ এপ্রিল সলমনকে খুন করবেন তিনি।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম রকি ভাই। তাঁর বাড়ি রাজস্থানের যোধপুরে। নিজেকে 'গো রক্ষাক' দাবি করেছে সে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না সলমন খানের, একের পর এক খুনের হুমকি পাওয়ার পর বুলেট প্রুফ গাড়িও কিনেছেন তিনি। তাও হুমকি তাঁর পিছু ছাড়ছে না।

জমির বিনিময়ে চাকরি দুর্নীতিঃফের ইডি-র মুখোমুখি তেজস্বী যাদব

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃজমির বিনিময়ে রেলে চাকরি মামলায় আবারও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তথা বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। মঙ্গলবার বেলা ১০.৫৩ মিনিট দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে পৌঁছে যান তেজস্বী যাদব। তদন্তকারী মুখোমুখি হয়েছেন তিনি।নতুন করে ইডি-র সমন পাওয়ার পর মঙ্গলবার তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়েছেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। এর আগে এই মামলায় তেজস্বীর দিদি ও রাজ্যসভার সাংসদ মিসা ভারতীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। আবার প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই।

বন্যপ্রাণ ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে সাধারণের উৎসাহে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,১১এপ্রিলঃবন্যপ্রাণ ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মুগ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ সম্পর্কে নাগরিকদের বেশ কয়েকটি ট্যুইট বার্তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মতও ব্যক্ত করেছেন। যেমন, বন্দিপুর টাইগার রিজার্ভ-এ প্রধানমন্ত্রীর গতকালের সফর সম্পর্কে এক ট্যুইট বার্তায় পরশুরাম এমজি মন্তব্য করেছিলেন যে হাতিরা সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে শুঁ। তুলে আশীর্বাদ করেছে। এর উত্তরে শ্রী মোদী তাঁর ট্যুইট বার্তায় বলেছেন ঃহ্যাঁ সত্যিই তো। এ ছিল এক বিশেষ মুহূর্ত।আবার, দিল্লির ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্ক দেখতে যাওয়ায় প্রিয়াঙ্কা গোয়েলের উসাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এক ট্যুইট বার্তায় তিনি বলেছেনঃখুবই ভাল প্রচেষ্টা। ভারতে রয়েছে গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর এক অবিশ্বাস্য সমারোহ। জনসাধারণ তা থেকে আরও অনেক কিছু খুঁজে নেওয়ার সুযোগ পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস।সম্প্রতি সফর

প্রথম বন্দে ভারত পাচ্ছে রাজস্থান, ১২ এপ্রিল ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ আরও একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পাচ্ছে ভারত, একইসঙ্গে রাজস্থান পাচ্ছে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ১২ এপ্রিল, বুধবার রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১২ এপ্রিল বেলা এগারোটা নাগাদ রাজস্থানের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি রাজস্থানের জয়পুর থেকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে। এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে ১৩ এপ্রিল থেকে। নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের জন্য নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে, ৫ ঘন্টা ১৫ মিনিটের মধ্যে আজমের থেকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পৌঁছবে।

জাতীয় দলের তকমা হারানো তৃণমূলকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ ঘাসফুল প্রতীকটাই তুলে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার এনিয়ে শাসকদলকে কটাক্ষ করেছেন তিনি।নিত্যদিনের মতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন বিজেপি নেতা। একাধিক ইস্যুতে সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় তকমা চলে যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেন। বিজেপি নেতা বলেন, কোনও-কোনও রাজ্যে তৃণমূল একবার-দুবার ভোট পেয়েছিল। ওরা ভেবেছিল আর পাঁচটা পার্টির মতো হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যে ধরনের দুর্নীতি হিংসা,মারামারি করছে এর থেকে গোটা ভারতের লোক তৃণমূলের আসল রূপ জেনে গিয়েছে। কোথাও ভোট দিচ্ছে না। গোয়া এবং ত্রিপুরা, মণিপুর ও অসমে প্রচুর টাকা খরচা করেছেন নির্বাচনের জন্য। কিন্তু কোথাও ভোট পাননি। স্বাভাবিকভাবে ভোটের শতাংশ কমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তকমা চলে গেল।সোমবার সন্ধ্যে নাগাদ বড়সড় ধাক্কা আসে ঘাসফুল শিবিরে। ' জাতীয় দলের তকমা হারায় তৃণমূল। মণিপুর ও অরুণাচল প্রদেশের রাজ্য দলের তকমাও হারায় ঘাসফুল শিবির। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় এই কথা। আর তারপরই খোঁচা দিতে শুরু করে বিজেপি। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর আসরে এবার সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। নাম না করে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে দিলীপের পরামর্শ, এবার সর্বভারতীয় পার্টি হওয়ার স্বপ্ন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন, দিল্লি জেতার স্বপ্ন, আপাতত মুলতুবি রাখতে হবে।দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, দুর্নীতির জন্য কেউ আর তৃণমূলকে ভোট দেয় না। সারা দেশে এদের কোনও প্রভাব নেই। এখন জাতীয় দলের তকমা হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই অস্তিত্বের লড়াই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন শেষ। ওই দলের প্রতীকটাও উঠে যাবে। একাধিক রাজ্যে নির্বাচনে হতাশাজনক ফলাফল-সহ বেশ কয়েকটি কারণে সদ্য জাতীয় দলের তকমা হারিয়েছে তৃণমূল। সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন একথা জানিয়েছে। একইভাবে শরদ পওয়ারের এনসিপিও খুইয়েছে জাতীয় দলের তকমা। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে এ রাজ্যের শাসকদলের এই স্বীকৃতি হারানোকে বড়সড় ধাক্কা বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। অন্তত নেতাদের কথায় তা স্পষ্ট।

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে নিরলস প্রচেষ্টা করেছেন মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে ঃউপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেছেন। মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় জানান, মহান সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে, মহিলাদের শিক্ষা ও অধিকার প্রসারের উদ্দেশে সারা জীবন কাজ করে গিয়েছেন।বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের পুরো নাম জ্যোতিরাও গোবিন্দরাজ ফুলে। জন্ম ১৮২৭ সালের ১১ এপ্রিল। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার কাটগাঁওয়ে। সমাজ সংস্কারক হিসাবে এবং দলিত ও মহিলাদের সমান আধিকারের দাবিতে সরব হওয়ার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি বরাবর মহিলাদের শিক্ষা ও সমাজে সকলের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন করে গিয়েছেন। নারী স্বাধীনতার হয়ে জোরাল সওয়াল করেছেন। পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় ভেদাভেদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিখেছেন একাধিক বই। ১৮৯০ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মঙ্গলবার দেশজুড়ে পালিত হয়েছে মহাত্মা ফুলের জন্মবার্ষিকী। ছোট থেকেই ধর্মীয় ভেদাভেদকে ঘৃণা করতেন তিনি। দলিতদের ওপর সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

দেশ-বিরোধী শক্তি আম আদমি পার্টিকে রুখতে চাইছেঃঅরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ আম আদমি পার্টি (আপ) জাতীয় দলের মর্যাদা পেয়েছে, আর তাতে উচ্ছ্বসিত দলের প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। একইসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, দেশ-বিরোধী শক্তি আম আদমি পার্টিকে রুখতে চাইছে। মনীশ সিসোদিয়ার একটাই অপরাধ ছিল, তিনি দরিদ্রদের শিশুদের স্বপ্নকে ডানা দিতে চেয়েছিলেন, সত্যেন্দ্র জৈন সকলের চিকিৎসা বিনামূল্যে করেছিলেন, দেশ-বিরোধী শক্তি দু'জনকে জেলে পুরেছে, দু'জনই ভগত সিংয়ের শিষ্য। প্রসঙ্গত, অরবিন্দ কেজরীওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ) পেয়েছে জাতীয় দলের মর্যাদা।এরপর মঙ্গলবার দলীয় স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি এদিন বলেছেন, ২০১২ সালের ২৬ নভেম্বর আপ তৈরি হয়েছিল। এখন ১০ বছর পর আপ জাতীয় দলে পরিণত হয়েছে। দেশে ১৩০০টি দল রয়েছে, ৬টি জাতীয় দল। আপ ৩টি দলের মধ্যে একটি, যে দলের একটিরও বেশি রাজ্যে সরকার রয়েছে। আমি সমস্ত কর্মী, ভোটার, সমালোচকদের ধন্যবাদ জানাই। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি আমরা, ঈশ্বরও চাইছে আমরা দেশের জন্য কিছু করি।

কোভিডের সংক্রমণ উর্ধ্বমুখীই! ৩৭-হাজারের গণ্ডি পেরোল সক্রিয় রোগী, মৃত্যু ১৫ জনের

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, উদ্বেগ বাড়িয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫,৬৭৬ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১৫ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩৭,০৯৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৮ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ১৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,০০০-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,০০,০৭৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৩ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৩৫৮ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৩,৮৮৫ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০

বাংলাদেশ-ভারত সব ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করলে লাভবান হবে দুই দেশঃমন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম

ঢাকা, ১১ এপ্রিল ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত হবে, সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানও ততটাই উন্নত। এই মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রকের মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তাঁর কথায়, বাংলাদেশ ও ভারত সমস্ত ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করতে পারলে লাভবান হবে দুই দেশই। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাকারে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রকের মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, ভারতের সঙ্গে আমরা শুধুমাত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রক নয়, দেশের স্বার্থে সমস্ত ক্ষেত্রেই এক সঙ্গে কাজ করতে পারলে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশই লাভবান হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের অবদান, ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের অর্থায়নে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিদ্যুতায়ন-সহ দু'দেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। স্থানীয় সরকার মন্ত্রক-সহ কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এক সঙ্গে কাজ করতে পারে ভারত?মন্ত্রী ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বাংলাদেশ-ভারত সব ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করতে পারলে দু'টি দেশই লাভবান হবে। আর প্রতিবেশী ভারতই সেটা করতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব পরিবর্তন করা বা তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রতিবেশী পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে সমগ্র ইউরোপ মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হয়েছে বলেই দেশগুলি এত উন্নত হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যতটা উন্নত হবে, সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান ততটাই উন্নত। যেমন আমি ইউরোপের কথাই বলি, ইউরোপের দেশগুলি আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মাধ্যমে ব্যবসা বণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জ্ঞানবিজ্ঞানের আদান প্রদান, শিক্ষা ব্যবস্থার বিনিময়-সহ সকল ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। যার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির আগে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পরে তা ব্যাপক ভাবে উন্নতি হয়েছে। ভারতে সঙ্গে আমরাও শুধু স্থানীয় সরকার মন্ত্রক নয়, সব ক্ষেত্রেই কাজ করতে পারি। এতে বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশই লাভবান হবে।মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এ দেশের জন মানুষের আকাঙ্খা পূরণের জন্য। আর সেটা পূরণের জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে হচ্ছে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য দায়িত্বশীল ভুমিকা পালন করা। আমরা ভারতের সঙ্গে দায়িত্বশীল প্রতিবেশী হিসেবে সম্পর্ক রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর রহমানের বিদেশ নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক রক্ষার যে নীতি আদর্শ ছিল সে ভাবেই কাজ করে যাচ্ছি।ঃ১৯৭১ সালে ভারতের অবদানের বিষয়টি কোন ভাবে দেখেন?মন্ত্রীঃবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি ঐব্যবদ্ধ ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে শুরু করেছিল। তখন পাকিস্তানিরা আমাদের নিরস্ত্র বাঙালিদের উপরে অত্যধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পা। সাধারণ মানুষদের হত্য শুরু করে, মা-বোনদের সম্ভ্রম লু ঃঠন করে, তখন নিরাপত্তার স্বার্থে এক কোটি বাঙালি ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ভারত ১৯৭১ সালে এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা তামিলনাড়ুর স্ট্যালিন সরকারের, আরএসএস-এর পথ সঞ্চালনে সবুজ সংকেত

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ তামিলনাড়ুতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পথ সঞ্চালনে সবুজ সংকেত দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মাদ্রাজ হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা রাজ্যের এমকে স্টালিন সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত।গত ২৭ মার্চ সব পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে রায় সংরক্ষণ করেন আদালত। তামিলনাড়ু সরকার সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দায়ের করে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল মুকুল রোহাতগি বলেন, আমরা রুট মার্চের বিরুদ্ধে নই তবে এটি সব জায়গায় একযোগে হওয়া উচিত নয়। তাদের জন্য একটি জায়গা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এটি আয়োজন করা যেতে পারে।রোহাতগি প্রস্তাবিত পথ সঞ্চালনের বিরোধিতা করে বলেন, প্রতিটি রাস্তায় মিছিল করে কী লাভ। যেখানে পরিস্থিতি ভালো না, সেখানে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে বলে মিছিল বের করা উচিত নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। সেজন্য এটা না করলেই ঠিক হবে। আমাদের কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট রয়েছে যে সীমান্ত সংলগ্ন কিছু স্পর্শকাতর এলাকা রয়েছে, সেখানে মিছিল না করার কথা বলা হয়েছে।রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষে, অ্যাডভোকেট মহেশ জেঠমালানি বলেন, এর আগেও আমরা সরকার কর্তৃক উল্লেখিত এলাকায় মিছিল করেছি। এরপর আদালত বলেন, গণতন্ত্রের ভাষা এক এবং ক্ষমতারও এক ভাষা। আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন তা নির্ভর করে আপনি কোথায় আছেন তার উপর।তামিলনাড়ু সরকারের আবেদনে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চাওয়া হয়েছে । তামিলনাড়ু সরকার পিটিশনে বলেছে, সংঘের এই পথ সঞ্চালনের কারণে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। আসলে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট সংঘকে পথ সঞ্চালনের অনুমতি দেওয়ার সময় তার আদেশে বলেছিল যে গণতন্ত্রের উন্নতির জন্য প্রতিবাদও প্রয়োজন।স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, সঙ্ঘ তামিলনাড়ু রাজ্য জুড়ে পথ সঞ্চালন করতে চেয়েছিল। এটি ৪ নভেম্বর, ২০২২-এ হাইকোর্টের একক বেঞ্চ স্থগিত করেছিল। একক বেঞ্চের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয় ডিভিশন বেঞ্চে। সিঙ্গল বেঞ্চের আদেশ উল্টে ডিভিশন বেঞ্চ সংঘকে পথ সঞ্চালনের অনুমতি দেয়। ডিভিশন বেঞ্চের এই আদেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিল তামিলনাড়ু সরকার।

মহাত্মা ফুলের চিন্তাধারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশা ও শক্তি প্রদান করেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃবিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সমাজ সংস্কারক মহাত্মা ফুলে-কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে অন্তরের অন্ত ঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে নিজের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, মহাত্মা ফুলের চিন্তাধারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশা ও শক্তি প্রদান করে।১১ এপ্রিল দিনটি মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সমাজ সংস্কারক মহাত্মা ফুলের জন্মবার্ষিকী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, জন্মবার্ষিকীতে মহাত্মা ফুলে-কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দরিদ্রদের ক্ষমতায়নে তাঁর অভূতপূর্ব অবদানকে স্মরণ করছি। তাঁর চিন্তাভাবনা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আশা ও শক্তি প্রদান করে।

ভারত চায় ডব্লিউটিও আরও প্রগতিশীল হোক, অন্য দেশের কথা শুনুকঃনির্মলা সীতারমন

ওয়াশিংটন, ১১ এপ্রিল ঃ ভারত চায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) আরও প্রগতিশীল হোক এবং অন্যান্য দেশের কথা শুনুক। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-কে এমন দেশগুলিকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে যাদের বলার মতো আলাদা কিছু আছে। নির্মলা বলেছেন, আমি চাই ডব্লিউটিও অনেক বেশি প্রগতিশীল হোক, অনেক বেশি করে সমস্ত দেশের কথা শুনুক, সমস্ত সদস্যের প্রতি ন্যায্য হোক।সোমবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি-তে পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সে বক্তৃতা সভায় ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন, আমি, সৌভাগ্যবশত, দুর্ভাগ্যবশত, ২০১৪ এবং ২০১৭-র মধ্যে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে ডব্লিউটিও-র সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছি। ডব্লিউটিও-কে এমন দেশগুলির কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আরও স্থান দিতে হবে যাদের বলার মতো কিছু আলাদা আছে, কারণ ডব্লিউটিও-এর জন্য বর্তমান বার্তা আরও বেশি খোলামেলা হওয়া উচিত।

এবার কি বছরে দু'বার আইপিএল, বোর্ড কর্তার তেমনই ইঙ্গিত

মুম্বাই, ১১ এপ্রিল ঃএবার আইপিএলে হাজার হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে সম্প্রচার স্বত্ব। আর তার দেখে আইপিএল নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।দাবি উঠছে, বছরে দু'বার আইপিএল করার। আদৌ কি সেটা সম্ভব? আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল বলেছেন, এ নিয়ে চিন্তাভাবনা আছে। তবে এখনই বছরে দু'বার আইপিএল করা যাবে না। আগামী দিনে পরিস্থিতি বুঝে চিন্তা ভাবনা করবেন তাঁরা।সেইসঙ্গে ধুমল বলেছেন, এই মুহূর্তে আইপিএলের যে ফরম্যাট তাতে এক বছরের মধ্যে দুটো প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। কারণ আগামী চার বছরের দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সূচি আমরা সবাই জানি। তাই এটা করা সম্ভব নয়। তবে কোন দিন অন্য কোন ছোট প্রতিযোগিতা আয়োজন করার সুযোগ এলে এ নিয়ে বোর্ড ভাবনাচিন্তা করবে।

সাভারকারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য শিন্ডের, ২৮ মে দিনটি পালিত হবে স্বতন্ত্রবীর গৌরব দিন হিসেবে

মুম্বই, ১১ এপ্রিল ঃ বিনায়ক দামোদর সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জানিয়েছেন, ২৮ মে, বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জন্মদিনটি স্বতন্ত্রবীর গৌরব দিন হিসেবে পালিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে জানান, ২৮ মে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের জন্মদিনটি স্বতন্ত্রবীর গৌরব দিন হিসাবে পালন করবে মহারাষ্ট্র সরকার।মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জানান, বিনায়ক দামোদর সাভারকারের চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসারের জন্য বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করবে মহারাষ্ট্র সরকার। একের পর এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে জানান, স্বতন্ত্র বীর সাভারকর দেশের স্বাধীনতা ও দেশের উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছেন। শিল্পমন্ত্রী উদয় সামন্ত তাঁর দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে অভিবাদন জানাতে ' স্বতন্ত্রবীর গৌরব দিন' উদযাপনের দাবি জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, সেই দাবিই মান্যতা পেল।

নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামীণ মেলা

তাপস পাল,নামখানাঃদক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো গ্রামীণ মেলা। তিন দিন ধরে এই গ্রামীণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ধীরেন কুমার দাস, উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা, উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অতনু দাস, হরিপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রধান নিরুপমা সিট, শিক্ষক রবীঃদ্রনাথ বেরা সহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই গ্রামীণ মেলা অনুষ্ঠানে গ্রামীণ সংস্কৃতি অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ছদ্মবেশ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয।এছাড়া নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর ও পাথরপ্রতিমা এলাকার ৩২ টি টীম নিয়ে সারা রাত্রি ব্যাপি ধাপাস বল প্রতিযোগিতা হয়। যেটি বর্তমানে গ্রাম বাংলায় খুবই জনপ্রিয়। এদিন সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী দাদাগিরি খ্যাত ডঃ অনিমেষ সিকদার ও ওনার টিম বাপি পিকলু এবং নৃত্য পরিবেশন করেন নটরাজ ডান্স একাডেমী। উপস্থিত ছিলেন সিরিয়াল অভিনেত্রী রুকমা রায় ও অন্যান্য শিল্পী বৃন্দ। এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সমাজসেবী ধীরেন দাশ বলেন, এই সংগঠন সবসময় মানুষের পাশে থাকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরবনের মানুষ যখন ক্ষতিগ্রস্ত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করে। দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য সাহায্য এবং বিভিন্ন রকম জীবন জীবিকা মুখী প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত। প্রশাসনিকভাবে আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করব এই সংগঠনকে। অন্যদিকে সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা বলেন, আমাদের সংগঠন ক্ষুদ্র কিন্তু সীমিত সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করি মানুষের পাশে থাকার। মানুষের শিক্ষা দীক্ষা, জীবন জীবিকা ও বিভিন্ন জনমুখী কাজের চেষ্টা সারা বছর ধরে সংগঠনের মাধ্যমে করা হয়। গ্রামীণ মেলা উদযাপন ছাড়াও বর্তমানে ৬ জন দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার খরচ, সরকারি কিছু ট্রেনিং প্রোগ্রাম করানো হয। শান্তনু বাবুধন্যবাদ জানায় স্থানীয় প্রশাসনকে। তার কারণ একটি কমিউনিটি টয়লেট ও সঙ্গে জলের কানেকশন করে দেয়ার জন্য। আগামী বছরে একটি ট্রেনিং হল করার প্ল্যান রয়েছে বলে জানান। ডঃ বেরা মহিলাদের নিয়ে কিছু প্রোগ্রামের কথাও বলেন। ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি সংক্রান্ত বিষয়, মহিলাদের সেলফ ডিফেন্স ইত্যাদির কথাও বলেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১২এপ্রিলঃমঙ্গলবার, ২৮ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১২এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৮ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৮ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৮ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৭.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৬শতকরা এবং ২৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ১০টা ২০ মিনিট এবং রাত-১০টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১০টা ২০মিনিট। রাত-১০টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৪৮মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ২২মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। পরিশ্রমের বিকল্প নেই আজ

বৃষভ রাশিঃ জীবনের প্রতি গম্ভীর মনোভাব বর্জন করুন। ফাটকায় লাভ আনবে। বিবাহের যোগ হবে

মিথুন রাশিঃআপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।

কর্কট রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।শুভ

সিংহ রাশিঃকোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার

কন্যা রাশিঃকোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। ।

তুলা রাশিঃস্বাস্থ্যের দিকটিতে আরেকটু বেশি যত্নের প্রয়োজন। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে

বৃশ্চিক রাশিঃশ্রেষ্ঠতর জীবনের জন্য আপনার স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব উন্নত করার চেষ্টা করুন বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ

ধনু রাশিঃআপনার প্রবল সহনশীলতা এবং নির্ভীকতা ভীষণভাবে মানসিক ক্ষমতার উন্নতি করবে। সংসারে শান্তি হবে

মকর রাশিঃতেল এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। ফাটকায় লাভ আনবে। ঘরে উসবের বাতাবরণ আপনার উত্তেজনা কম

কুম্ভ রাশিঃবিদেশ যাত্রা শুভ। আর্থিক সংকট কাটবে আজকে। বিবাহের যোগ। শুভ রং লাল।

মীন রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক

প্রাথমিকে চলতি নিয়োগ নিয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ ডিভিশন বেঞ্চে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ২০২২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, মঙ্গলবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দিয়েছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগের কথা জানিয়েছিল পর্ষদ। তাতে জানিয়েছিল, প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষা (টেট)-য় উত্তীর্ণ যে সব প্রার্থী ২০২০-২২ সালে ডিএলএড প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। পর্ষদের ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা করেন সৌমেন পাল-সহ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। মামলাকারীদের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য, ২০১৬ সালের নিয়ম অনুযায়ী ডিএলএড প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন যাঁরা, তাঁরাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ২০২০-২২ সালের প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে তাঁরা কী ভাবে চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন? বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদের সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছিলেন। মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয়।

ভোট ঘোষণার আগেই পঞ্চায়েতে প্রচার শুরু কাকদ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ১১ এপ্রিল ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এখনও সেই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে নি। ফলে কোন রাজনৈতিক দল এখনও সেভাবে তাঁদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণাই করেনি। কিন্তু প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হলেও কাকদ্বীপ ১৪২ নম্বর বুথে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় দেওয়াল লিখন এবং ফ্লেক্স দিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন অনামিকা বাগ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার ঋষি বঙ্কিম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪২ নম্বর বুথের প্রার্থী হিসেবে নিজের নাম প্রচার শুরু করে দিয়েছেন অনামিকা। দলের তরফে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না হওয়ায় এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে দলের অন্দরেই। তবে ১৪২ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রচার করা অনামিকা বাগ দাবি করেন ব্লক নেতৃত্বের পক্ষ থেকেই তার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেই কারণেই নিজের এলাকায় ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে এলাকায় এলাকায় তিনি নিজে না উপস্থিত হলেও কর্মী সমর্থকরা প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এই ঘটনায় কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার সাথে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। অন্যদিকে এই বিষয় নিয়ে সুন্দরবন জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত হালদার কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান এই বিষয়ে তার বিশেষ কিছু জানা নেই এমনকি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও এখনো কোনো প্রার্থী তালিকার ঘোষণা করা হয়নি।

মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড বিতরন অনুষ্ঠিত উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১১ এপ্রিল ঃ মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড বিতরন অনুষ্ঠিত হলো উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে উলুবেড়িয়া পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে

উলুবেড়িয়া পৌরসভার মোট ৩২ টি ওয়ার্ডের ১৬৮০ জনকে মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড বিতরন করা হয়, যা জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তরের পক্ষ হতে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের নিবন্ধীকরণ করা হয়। দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে উলুবেড়িয়া পৌরসভার মোট ১৭৩৯ জন আবেদনকারী মৎস্যজীবী কার্ডের জন্য আবেদন করেন। তার মধ্যে ১৬৮০ জনের আবেদন গৃহীত হয়। মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়ার পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, হাওড়া জেলা পরিষদের মৎস্যদপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি, হাওড়া জেলা সহকারী মৎস্য আধিকারিক ড. নারায়ন চন্দ্র বাগ সহ উলুবেড়িয়া পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান ঘুরে এসে তৃপ্তি লাভ

বিনয় সিংহ রায়, ১১ এপ্রিল ঃ একথা বারবার বলতে দ্বিধা নেই এই বাংলার মাটিতে এমন সব ধন্য মানুষ জন্মেছেন যারা আপন গতি ও নিজ নিজ কর্মধারায় সমৃদ্ধিলাভ করে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছিলেন নিজেদের নাম। । সেই ইতিহাস কখনো আমাদের অন্তর থেকে মুছে যাবে না। তার মধ্যে অন্যতম মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও রাজা রামমোহন রায়। নতুন করে বলার অবকাশ নেই অন্তর্যামী মতো হয়ে বাংলার মানবের অন্যতম নবজাগরনের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়। বাংলার মানুষকে উগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের কঠোর প্রথা সতীদাহ প্রথা বিলোপ করার কান্ডারী রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হুগলির রাধানগরে, যেখানে সম্প্রতি ঘুরে এসে মনের তৃপ্তি লাভ এই লেখার উদ্দেশ্য ।

গাছগাছালি ঘেরা প্রত্যন্ত গ্রাম খানাকুলের রাধানগর। রাজা রামমোহন রাযকে নতুন জানার আগ্রহ আরো অবাক করে যেখানে প্রত্যন্ত নির্জন পল্লীতে জন্মে কি জাদু মন্ত্র তৎকালীন কঠোর অনুশাসনের মধ্যে উগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। মানবিকতার মুর্ত প্রতীক রাজা রামমোহন রায় চির পরিচিত মূর্তিতে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে নিজ মনকে হালকা করি। মনের বাসনা তৃপ্তি লাভ করলাম নিজের স্বার্থ পরিমাণ বিসর্জন দিয়ে আপন কর্ম ধারা বাস্তবে রূপ দিয়ে মানুষের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ওই সমাজে ভাবতে অবাক লাগে । এজন্য তাকে প্রবল বেগ পেতে হয়েছিল তবু তিনি পিছন ফিরে চলে যাবার অবকাশ পাননি । সবচেয়ে ভালো লাগলো সে গ্রামের তাকে এক মুহূর্তের মধ্যে ভোলেনি কারণ আজকের দিনে সৃষ্টি হওয়া নানা রকম প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সবই রামমোহন রায়ের নামে ,স্কুল কলেজ কাপ ক্লাব মেলা ও গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান সেই মহান মানব দরদী নামকরণ থেকে বাদ যায়নি। সেই পবিত্র বাটি ত্যাগের সময় সংকল্প নিয়ে যে কট্টর ব্রাহ্মণ সমাজ কঠোর অনুশাসনের বিরুদ্ধে সফল হয়েছিলেন ততটাই অভাবনীয়। পরে রাজা উপাধি এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া বঞ্চিত হয়নি। জ্ঞান-বিদ্যা প্রতিপদের ভাষা নিঃস্বার্থ ত্যাগ আজকের সর্বশ্রেণীর না ভোলারই কথা। ওখানকার একজন ব্যক্তি বংশধর নারায়ণ বাবু তার প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য দেবতা নিত্য পূজারী এই সাংবাদিককে বলেন এটাকে সম্প্রতি হেরিটেজের আওতায় আনা হয়েছে তবে এই প্রতিবেদকের মনে হযেছে এই স্মৃতি বিজড়িত স্থানে রাজা রামমোহন রায়ের ছোটবেলা থেকে বড় চলার পথ সমাজের তথ্যচিত্র ও মডেল, নৃত্য প্রদর্শিত হলে দর্শনার্থীদের বোঝার যেমন সুবিধা হবে তেমনি তা দেখে ছোট থেকে বড়রাও উৎসাহিত হবে । আর একথা এই মুহূর্তে মনে তার জীবন লক্ষ্য সমাজে কোন বই চোখে পড়ে না। তবে ব্রাহ্মণ রায়ের বাড়ি ও বাগানের শান্তির একটা পরিবেশ সারাদিন যেখানে পবিত্র স্পর্শ করে ধন্য করেছে জীবনকে।

পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের উদ্যোগে হাওড়ায় তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মীসভা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১১ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের উদ্যোগে হাওড়ায় তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মীসভা। বিজেপির ফেকু আন্দোলন ফেকু প্রতিবাদ নিয়ে সরব মন্ত্রী শশী পাঁজা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ সোনামুখী থানার আইসি'কে প্রকাশ্য হুমকি দেওয়ার সমালোচনা করলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা। মঙ্গলবার হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে তিনি এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, উনি এক সময় মাথা কামিয়ে বলেছিলেন যতদিন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরাতে পারেন ততদিন চুল রাখবেন না। অথচ এখন মাথায় চুল নিয়ে ঘুরছেন। ওদের আন্দোলন ফেকু আন্দোলন। ফেকু প্রতিবাদ। নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা ওরা খোঁজে। এতে মানুষের কোনও ফায়দা হয়না। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ লুইজিনহো ফেলেইরোর পদত্যাগ নিয়ে শশী পাঁজা এদিন বলেন, উনি ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। গোয়ার মানুষের জন্য কাজ করুন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যসভায় নতুন প্রার্থীকে পাঠানো হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মর্যাদা হারিয়ে আঞ্চলিক দল হিসাবে ঘোষণা প্রসঙ্গে শশী পাঁজা এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দলের পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা পরামর্শ নেওয়া হবে। দলের নেতৃত্ব এই ব্যাপারটা দেখছে। আগামী দিনে আপনারাও দেখবেন। এদিন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা হত্যাকাণ্ডে এখনো কেউ গ্রেফতার নেই। এই প্রসঙ্গে শশী পাঁজা বলেন, পুলিশ এবং সিআইডি'র পক্ষ থেকে গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেল, হাওড়া জেলা সদর শাখার আহবানে মঙ্গলবার বিকেলে হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সামনে এক রাজনৈতিক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই রাজনৈতিক কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা, অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি তথা ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার। এছাড়াও ওই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সকল নেতৃবৃন্দ। ওই রাজনৈতিক কর্মীসভার প্রধান আয়োজক হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সেন জানান, এদিন প্রথমে কামারডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড থেকে হাওড়া সদর তৃণমূল কার্যালয় পর্যন্ত এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এরপর হয় রাজনৈতিক কর্মীসভা এবং সবশেষে সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণপুর ঘাটে গঙ্গা মায়ের সন্ধ্যা আরতি।

হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে কাঁসারি পাড়ায় দখল কৃত বাড়ির উচ্ছেদ অভিযান হয়ে গেল বিডিও ও পুলিশের উপস্থিতিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১১ এপ্রিল ঃ জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে একটি বাড়ির দখলদারির উচ্ছেদ অভিযান হয়ে গেল মঙ্গলবার কড়া পুলিশ পাহারার মধ্যে দিয়ে। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস ও জয়নগর থানার এস আই পিনাকি দাসের নেতৃত্বে পুলিশের বিশাল টিমের উপস্থিতিতে বৃহস্পতি হালদার নামে জনৈক এক বয়স্কা মহিলার বাড়ির দখলদারি উচ্ছেদ করে মথুরাপুর নিবাসী মায়ারানী মিস্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হল। আর এদিন এই উচ্ছেদ অভিযানে গন্ডগোল এড়াতে প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল এলাকায়। এদিন বেলা বাড়ার সাথে সাথে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাঁসারি পাড়া এলাকা পুরোপুরি পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে যায়। তখন ও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না একসাথে এত পুলিশ কেন তাদের পাড়ায়। বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে কারন জানতে জটলা শুরু হয়। উৎসাহী কিছু মানুষ ভিড় করে দখলদারী বাড়ি উচ্ছেদের কিছু আগে। এরপর জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস ও জয়নগর থানার এস আই পিনাকি দাস ঘটনাস্থলে আসার পরে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। যাতে এই অভিযানে কোনো গন্ডগোল না হয় সেকারনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এদিন দখলকারী জনৈকা বৃহস্পতি হালদার নামে এক বয়স্কা মহিলা বলেন, দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে আমি এখানে আছি। বটু মিস্ত্রী নামে এক ব্যাক্তি মাত্র ১৫ টাকা মাসিক ভাড়ার বিনিময়ে আমাকে এই বাড়িতে জায়গা দেয়। তার পরে উনি মারা যাবার কয়েক বছর পর থেকে ওনার পরিবারের তরফ থেকে আমাকে তুলে দিতে ক্রমাগত চাপ দেয়। আমি লোকের বাড়িতে ঠিকা কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালাই। আমার তিন ছেলে অন্যত্র থাকে। আমি এখানে একা থাকি। বার বার অনুরোধ করার পরেও আইনের মধ্যে দিয়ে আমাকে বাড়ি ছাড়া করলো। আমি এখন কোথায় থাকবো। আমাকে রাস্তায় কাটাতে হবে। আমার মতন গরীব মানুষের পাশে কেউ নেই। আমাকে সাহায্য করতে কেউ এলো না। কোনো রাজনৈতিক দলের কারুর দেখা পেলাম না। আমি কি করবো এখন। আর দখলমুক্ত করে মথুরাপুর নিবাসী মায়রানী মিস্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে আইনী লড়াই করে শেষ পর্যন্ত আমি আমার স্বামীর ভিটে উদ্ধার করতে পারলাম। স্বামী তখন ভালো ভেবে অল্প টাকার বিনিময়ে থাকার জায়গা করে দিয়েছিলো। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর থেকে ওই মহিলা ভাড়া দেওয়া তো দূরে থাক ঘরের দখল নিয়ে নিয়েছিল। তাই আইনী পথে আমি দখল মুক্ত করলাম। এরজন্য পুলিশ প্রশাসন ও আদালতকে ধন্যবাদ জানাই।

বালুরঘাটের দণ্ডিকাণ্ড নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ এপ্রিল ঃ বালুরঘাটের দণ্ডিকাণ্ড নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। তার মধ্যেই এই নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। অপরূপার দাবি, দলের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে তৃণমূলে ফিরতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তৃণমূল সাংসদের এই মন্তব্যের পর নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভিডিয়ো বার্তায় তৃণমূল সাংসদ বলেন, দলের একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। কেউ যদি কোনও ভুল করে থাকে তবে তাঁকে দলে ফিরতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ২০২১ সালের পর ভুল বুঝিয়ে যাঁদের বিজেপিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁরা দলে ফিরেছে। বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। স্বইচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁরা দলে ফিরে এসেছেন। খানাকুলে অনেকেই মাথান্যাড়া করে দলে ফিরে এসেছিলেন। দক্ষিণ দিনাজপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, সেখানে তাঁরা নিজের ইচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করেছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে চার মহিলাকর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ফিরে এসেছিলেন। পুরনো দলে ফিরে আসার আগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওই মহিলাদের দণ্ডি কাটতে দেখা যায়। এই ঘটনার পর তৃণমূলকে 'আদিবাসী বিরোধী' তকমা দিয়ে আক্রমণে নেমেছে বিজেপি। সেই নিয়েও এদিন মুখ খোলেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ। অপরূপা বলেন, বিজেপিতে তফসিলিদের শোষণ করা হয়, কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটা বুঝতে পেরেই অনেকে তৃণমূলে ফিরে আসছেন। লালগড়ে যেসব মানুষরা পিঁপড়ের ডিম খেয়ে বেঁচে থাকতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের বেঃদাবস্ত করে দিয়েছে। ভোটের রাজনীতি করার জন্য বিজেপি আদিবাসীদের ব্যবহার করে। তৃণমূল সাংসদ আরও বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের অঙ্গ। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে অনেক সম্মান দিয়েছেন। কেন কোনও একটা সম্প্রদায়কে নিয়ে বিজেপি এমন করছে? আমার মনে হয় যদি কোনও দল আদিবাসীদের সম্মান দিয়ে থাকে, তাঁর নাম তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে দক্ষিণ দিনাজপুরের এই ঘটনার পর কড়া পদক্ষেপ করেছে তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তৃণমূল মহিলা সভাপতি প্রদীপ্ত চক্রবর্তীর হাত ধরে ওই চার মহিলা দলে ফিরেছিলেন। এই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতেই তাঁকে সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শাসক দল। স্নেহলতা হেমব্রমকে মহিলা জেলা সভানেত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বসে নেই বিজেপিও। ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আগামী দিনে এই ঘটনা কোনদিকে যায়, সেটাই দেখার।

পর্যটন কেন্দ্রে আসা পর্যটকদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ একটি সুসংহত তথ্য ভান্ডার তৈরির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে আসা পর্যটকদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে একটি পেশাদারি সংস্থা নিয়োগ করা হবে বলে পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে পর্যটনের সঙ্গে জড়িত তেইশটি জেলাকে পাহাড়, জঙ্গল ও সমুদ্র হিসাবে ভাগ করে চলতি মাসের শেষ থেকে কাজ শুরুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দুই দফায় সমীক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ রাজ্যপালের তলবে সারা দিয়ে মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এদিন রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু না জানানো হলেও রাজ্যের সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনা এবং এই ব্যাপারে রাজ্যে আসা তথ্য অনুসন্ধানকারী দলের প্রতিনিধিদের গতকাল রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণভাবে মনে করা হচ্ছে।

নিখোঁজ নাবালিকা

বনস্পতি দে, হুগলি, ১১ এপ্রিল ঃ ঠাকুমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ফুচকা খেতে গিয়েছিল। তারপর থেকে পেরিয়ে গিয়েছে ৯ দিন। খোঁজ মেলেনি নাবালিকার। ওই নাবালিকার নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির চুঁচুড়ায়। ৯ দিন ধরে নিখোঁজ নাবালিকা। পাচারচক্রের হাতে পড়ল কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার। চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছে পরিবার। হুগলির চুঁচুড়া স্টেশন সংলগ্ন বিনয় পল্লীতে থাকেন বৃদ্ধা। চুঁচুড়া স্টেশনে শাকপাতা, ডিম বিক্রি করে সংসার চলে। তাঁর ছেলে মুম্বইয়ের থানেতে পরিবার নিয়ে থাকেন। সেখানে সেন্টারিং এর কাজ করেন। ওই ব্যক্তির বছর বারোর মেয়ে সেখানেই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। মাস খানেক আগে কালনায় মামার বাড়িতে বেড়াতে আসে বাবার সঙ্গে। চুঁচুড়ায় দোলের আগের দিন ঠাকুমার কাছে আসার আগে রিষড়ায় পিসির বাড়িতেও ঘুরে আসে। গত সোমবার সন্ধ্যায় চুঁচুড়া স্টেশনে ঠাকুমার কাছে গিয়ে চা খেতে চায় নাবালিকা। প্লাটফর্মে ঘুরে এসে ফুচকা খাবে বলে টাকা নিয়ে যায় ঠাকুমার থেকে। এরপর আর তার খোঁজ মেলেনি। নাবালিকার পরিবার খোঁজাখুঁজি করে জানতে পারে হরিদ্রাডাঙার আর এক নাবালিকার সঙ্গে পরিচয় ছিল তার। জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা প্রতি সন্ধ্যায় চুঁচুড়া স্টেশনে সন্ধ্যায় ট্রেন দেখতে আসে। স্টেশনে সেসময় দুই যুবক তাদের সঙ্গে কথা বলে। বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। নাবালিকাকে সেই দুই যুবকই নিয়ে গেছে বলে জানায় হরিদ্রাডাঙার ওই নাবালিকা। ওই দুই যুবকের বাড়িও চুঁচুড়ায়। পরিবারের অনুমান পাচার চক্রের হাতে পরেছে মেয়ে। নয় দিন হয়ে গেলেও তার কোনও খোঁজ মেলেনি। দুশ্চিন্তায় পরিবার। মেয়ে নিখোঁজের খবর পেয়ে মুম্বই থেকে চুঁচুড়ায় চলে আসে মেয়েটির বাবা। হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছেন মেয়েকে। চুঁচুড়া থানা ব্যান্ডেল জিআরপি থানায় মেয়ের ছবি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে পুলিশের সাহায্য চাইছেন। মঙ্গলবার চুঁচুড়া অভিযোগ জানায় নাবালিকার পরিবার।

শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে দিনভর তুকতাক ওঝার, মহিলার প্রাণ বাঁচল হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১১ এপ্রিল ঃ সাপের কামড় ভেবে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এক মহিলাকে। সেখানেই দীর্ঘ প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে চলে ওঝার তুকতাক। শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে সেখানে জড়িবুটি বেঁধে দেওয়া হয়। তীক্ষ্ণ আলো দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ক্ষতস্থানে চলে ঝাড়ফুঁক। শেষে বেগতিক বুঝে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় শন্তনা নস্কর নামে বছর চল্লিশের ওই মহিলাকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবার মন্মথনগর গ্রামে। অবশেষে হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়েছে ওই মহিলার। পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রের খবর, সোমবার সকালে বাগানে কাজ করার সময় পায়ে কিছু একটা বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ায় শান্তনার। সোমবার সকালে সেই ঘটনার পর থেকেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা প্রাথমিক ভাবে মনে করেন বিষাক্ত সাপে কামড়েছে তাঁকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের এক ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানেই সকাল ছটা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত চলে তুকতাক। মাথা, থুতনি সহ শরীরের একাধিক জায়গা কেটে সেখানে গাছগাছড়া বেঁধে দীর্ঘক্ষণ চলে তুকতাক। পাশাপাশি হ্যালজিনের তীব্র আলো দিয়ে শরীরের ক্ষতস্থানগুলিতে চলে ঝাড়ফুঁক। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনভাবেই যন্ত্রণা কমেনা শান্তনার। উল্টে ধীরে ধীরে আরও খারাপ হতে থাকে তাঁর শারীরিক অবস্থা। অবস্থা বেগতিক বুঝে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারেন সাপ নয়, কাঁকড়াবিছে কামড়েছে ওই মহিলাকে। তার বিষ ও গুণিনের তুকতাকের জন্য শরীরের একাধিক জায়গা ক্ষত করার কারণেই আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ওই মহিলা। বর্তমানে তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তবে চিকিৎসকরা আতঙ্কিত যদি সত্যিই কোন বিষধর সাপে কামড়াতো ওই মহিলাকে এবং এতো দেরি করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হতো, তাহলে প্রাণ সংশয় হতে পারতো তাঁর। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক তথা সাপে কাটা রোগীর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, এতো সচেতনতামূলক প্রচার করেও লাভ হচ্ছে না দেখছি। মানুষ কিছুতেই সচেতন হচ্ছেন না। এটা যদি সাপের কামড় হতো এবং এতো দেরি করে রোগীকে হাসপাতালে আনা হতো তাহলে তো চিকিৎসারই সুযোগ মিলত না। ফলে প্রাণহানির আশঙ্কা ঘটতো। মানুষ নিজেরা সচেতন না হলে সাপের কামড়ে মৃত্যু কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না। যদিও শান্তনা ও তাঁর পরিবারের দাবি, সাপেই কামড়েছিল। ওঝার কাছে যাওয়ায় উনি অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সাপের বিষের খুব তেজ ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে আসতে হয়েছে। না হলে ওঝার ওষুধেই সেরে যেতো।

রাজ্য ও নেদারল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি বিস্তারিত প্রকল্প তৈরি করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনের নদীভাঙন সমস্যা নিরসনে সেচ দফতর নেদারল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি বিস্তারিত প্রকল্প তৈরি করছে। যৌথ সমীক্ষায় সুন্দরবনের ৫৪ টি দ্বীপের মধ্যে ৩৩ টি দ্বীপকে বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রত্যেকটি দ্বীপের জন্য বাঁধ রক্ষা ও বন্যা নিযন্ত্রণের উদ্দ্যেশ্যে পৃথক মাইক্রো প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনের বিভিন্ন জেলায় মিষ্টি জলের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য ও নেদারল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে একটি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে বলে সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া নদী, খালের সংস্কার, জলের লবণ নিয়ন্ত্রণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য চাষ ও কৃষির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করা, বায়ো ডাইভারসিটি রক্ষায় তাঁরা প্রয়জনীয় সাহায্য করবেন। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারে নয়া প্রযুক্তি দেবে নেদারল্যান্ডস সরকার।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোট কর্মীদের সংখ্যা নির্ধারণে সফটওয়্যার তৈরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোট কর্মীদের সংখ্যা নির্ধারণে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছে। ইলেক্টোরাল ম্যানপাওয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামের এই সফটওয়্যারে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলা থেকে ৯০ এর বেশি ভোট কর্মীদের নাম ঠিকানা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভোট কর্মীরা যে ব্লকের বাসিন্দা বা যেখানে কর্মরত সেই নির্দিষ্ট ব্লকে তাকে ভোট পরিচালনার দাযিত্বে রাখা হবে না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বহাল থাকবে। এদিকে কমিশন পঞ্চায়েত এলাকায় কত বুথ আছে ইতিমধ্যেই তার খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে। এই ব্যাপারে কারো কোন অভিযোগ আপত্তি থাকলে আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে তা কমিশনের গোচরে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে পঁচিশে এপ্রিলের মধ্যে তার নিস্পত্তি করবে কমিশন। এরপরই রাজ্য নির্বাচন কমিশন গোটা রাজ্যের সম্পূর্ণ বুথ ও অক্সিলিয়ারি বুথ বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে। নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের ন্যূনতম বারো দিন আগে এই তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের ব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, পাথর খাদান, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য কী ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার? এবার এ প্রশ্নেরই জবাব চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। পাথর ভাঙতে গিয়ে গুঁড়ো নাকে ঢুকে শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে শ্রমিকদের। শুকিয়ে যেতে শুরু করছে শরীর। ফুসফুসে বাসা বাঁধছে মারণ রোগ সিলিকোসিস। সিলিকোসিস আক্রান্ত এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ বেশ কিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই আইন কার্যকরী করা হয়েছে। মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে কতদূর এগোলো? সেই উত্তরই এবার চাইল হাই কোর্ট। এই সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ২০২১ সালে রাজ্য যে রূপরেখা তৈরি করেছিল, তা বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে? আগামী ৯ মে'র মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট রাজ্যকে পেশ করতে বলল কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সিলিকোসিসে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। পশ্চিমবঙ্গেও যাতে হরিয়ানা মডেলে সিলিকোসিস আক্রান্ত ও মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করে, আদালতকে সেই নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। সেই মামলার শুনানিতেই মঙ্গলবার হাই কোর্ট রাজ্যকে সমস্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিল। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু শ্রমিক। পশ্চিমবঙ্গে বৈধ তথা নথিভুক্ত পাথর খাদানের বাইরেও অবৈধ ভাবে কাজ করছে বহু যন্ত্র। আর তাতেই বাড়ছে ঝুঁকি। অন্তত সাড়ে ছ'লক্ষ শ্রমিক সিলিকোসিসের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে।

বরাত আসার পরেই কাজে নেমেছেন সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা

আগামী মাস দেড়েকের মধ্যেই হাওড়ার প্রত্যেক স্কুলে পৌঁছাবে পড়ুয়াদের পোশাক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ এপ্রিল ঃ আগামী মাস দেড়েকের মধ্যেই হাওড়ার প্রত্যেক স্কুলে পৌঁছাবে পড়ুয়াদের দু সেট করে নতুন পোশাক। রাজ্য সরকারের বরাত আসার পরেই কাজে নেমে পড়েছেন সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা। মঙ্গলবারই প্রোডাকশন সেন্টারে ভিজিট করেন পুরকর্তারা। এবার মোট ১ লক্ষ ৭০ হাজার স্কুল পোশাকের বরাত এসেছে হাওড়ায়। এই পোশাক তৈরি করবেন হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। আগামী মাস দেড়েকের মধ্যেই দু সেট করে পোশাক পড়ুয়াদের কাছে স্কুলের মারফত পৌঁছে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার এই নিয়ে হাওড়া পুরনিগমের ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার পরিদর্শন করেন পুর প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি দল। এই বিষয়ে এদিন সৈকত চৌধুরী বলেন, উত্তর হাওড়ার সালকিয়াতে পুরনিগমের যে ট্রেনিং কাম প্রোডাকশন সেন্টার রয়েছে মঙ্গলবার আমরা হাওড়া পুরনিগমের এনইউএলএম দপ্তরের তরফ থেকে সেখানে পরিদর্শন করেছি। আমাদের সকলের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার প্রতিটা স্কুলে যে পোশাক সরবরাহ করেন হাওড়া পুরনিগমের অন্তর্গত প্রতিটা স্কুলে পোশাক ডেলিভারি দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের ওপর এসেছে। গত বছরেও এসেছিল। এই বছরেও এসেছে। সর্বমোট আমরা এই বছর এক লক্ষ সত্তর হাজার পোশাক বানিয়ে যত স্কুল এখানে আছে আর তাদেরকে দুটো করে সেট দেওয়া হবে। প্রত্যেক ছাত্রদের দুটো করে সেট দেওয়া হবে। সেই হিসেবে আজকে আমরা ওই সেন্টারে ভিজিট করলাম। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদেরই এই অর্ডার দেওয়া হয়। হাওড়া পৌরনিগমের অন্তর্গত যেসব স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে পোশাক তৈরির ৭০ শতাংশ কাজের বরাত তারা পেয়েছেন। বাকি পোশাক তৈরির অর্ডার শহরতলির গ্রুপগুলোকে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে আমরা এই পোশাকগুলো বানানোর চেষ্টা করছি। উলুবেড়িয়া অঞ্চলে যারা রয়েছেন মালগুলো কাটিং করে মাল মেটেরিয়ালগুলো তারা নিয়ে যাবেন এবং ড্রেসগুলো তৈরি করে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে মে মাস নাগাদ আমরা সেই পোশাক স্কুলগুলোতে সরবরাহ করতে পারব। এটা মাননীয়া মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রজেক্ট। হাওড়া পৌরনিগম গত বছর সাকসেসফুলি এই প্রজেক্টটা করতে পেরেছিল। এই বছরও আশা করি আমরা করতে পারব।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩১ সংখ্যা, বুধবার, ২৮ চৈত্র, ১৪২৯

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় সুস্থতা ফেরাতে উদ্যোগী রাজ্যপাল এবং আদালত

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলা শিক্ষা কেন্দ্র থেকে দুর্নীতি দূর করতে এবারে রাজ্যপাল আনন্দ বোস এবং কলকাতা উচ্চ আদালত এক সঙ্গে ময়দানে নেমে পড়েছেন। তার ফলে সবই এখন তথস্ত বলা যেতে পারে। কেউ আর সাহস করে কোনও কিছু বলতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্যাবিনেট পর্যাযের একজন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অধপতন নিয়ে এসেছিলেন তাকে রুখতে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তো বলে দিয়েছেন এর শেষ দেখে ছাড়বেন। এদিকে সিবিআই এবং ইডি জানিয়েছে অতি শীঘ্রই প্রধান অপরাধীকে গ্রেফতার করা হবে। যার নির্দেশে বাংলার শিক্ষা জগতে দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। তিনি খুবই প্রভাপশালী। তিনি যাতে আইনের ফাঁক দিয়ে বের না হতে পারেন তার জন্য সিবিআই এবং ইডি সব দিক খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। সিবিআই এখনই তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু আদালতে কোনও প্রমাণ দিতে না পারলে তিনি জামিন পেয়ে যেতে পারেন। গ্রেফতার হওয়ার পর তিনি যাতে জামিন না পান এবং সিবিআই অধীনে কারাগারে থাকেন তার ব্যবস্থা পাকা করতে সব দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা আন্তর্জাতিক মহলে ছড়িয়ে গিয়েছে। সারা বিশ্বের এটি একটি অন্যতম খবর হিসাবে পগিণতি হয়েছে। সব রাজ্যে ছ্যাঁ ছ্যাঁ পড়ে গিয়েছে। শাসক দল থেকে বলা হচ্ছে বিরোধী দলের শাসন কালেও শিক্ষা জগতে দুর্নীতি হয়েছে। এদিকে রাজনৈতিক দলের নেতারা শাসক দলের দিকে তাক করে বলতে শুরু করেছে যে যেহেতু বিরোধী দলগুলি দর্নীতি করেছে তাই তাদেরকেও দুর্নীতি করতে হবে। নাহলে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা চলবে না। শাদক দল দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবে না বলে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই সব প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল। এখন শাসক দলের নেতারা নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে বিরোধী দলের দুর্নীতি তল্লাশি করতে শুরু করেছে। বিরোধী দলের দুর্নীতির সঙ্গে নিজেদেরকে দুর্নীতিবাজ বলে মনে করছে এটা বলা যেতে পারে। বিরোধী দল যদি চোর হয় তাহলে শাসক দলও চোর সাজতে

হবে। তাহলে শাসক দলের সঙ্গে বিরোধী দলের কী পার্থক্য থাকলো। এদিকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন ঘরে যে টাকার পাহাড় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা কিন্তু তার টাকা নয়। তিনি দুর্নীতি করেছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে তার কোনও প্রমাণ নেই। তাঁকে সিবিআই এবং ইডি অযথা বিরক্ত করতে শুরু করেছে। শিক্ষা জগতে যখন দুর্নীতি শুরু হয়েছিল টাকা দিয়ে চাকরি কেনাবেচা শুরু হয়েছিল তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সেই সব দুর্নীতি দায়কে এড়িয়ে যেতে পারেন না। তিনি সব কিছু জানতেন বলে সিবিআই আদালতে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে। উচ্চ শিক্ষা জগত থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা জগতে শিক্ষক এবং কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চাকরি বেচা হয়েছে তার সঙ্গে গোটা শিক্ষা দফতরের কর্মীরা কম বেশি করে যুক্ত রয়েছে। এমনকী দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু স্কুলের শিক্ষকেরা এই দুর্নীতি থেকে ফায়দা গ্রহণ করেছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন বাংলার শিক্ষা জগতকে সুস্থ এবং স্বাভাকি করতে তিনি সব সময়ে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কলকাতা হাইকোর্টের পাশাপাশি এবারে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও উপস্থিত হয়েছেন। তিনি হঠাৎ করে কলিকতা বিশ্বরিদ্যালয় সফর করেছেন। তাঁর আগমনের কেউ আগাম খবর পায়নি। তিনি কাউকে না জানিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ছাত্ররা রাজ্যপালের সফর নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছে। তবে বহু কর্মীরা কিন্তু রাজ্যপাল যে কাউকে না বলে এসে উপস্থিত হবেন তা বুঝতে পারেনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন এসে উপস্থিত হননি। সম্প্রতি রাজ্যপাল উপাচার্য নিয়োগের প্রশ্নে তিন দফা নির্দেশ পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। তার আইনী বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যপাল একবার নয় দুইবার সফর করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সাকলে এবং বিকালে। সকালে আচমকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করে সবাইকে বলে এসেছিলেন বিকালে তিনি আবার আসবেন। বিকালে উপস্থিত হয়ে তিনি ছাত্র, শিক্ষক কর্মী, উপাচার্য এবং বিভিন্ন কলেজর অধ্যক্ষদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে তিনি তাঁর লেখা একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটির নাম হচ্ছে 'সাইলেন্স সাইন্ডস গুড'। সকাল বেলায় রেড রোড থেকে তিনি চালকে বলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গাড়িকে নিয়ে যেতে। সেখানে তখন উপাচার্য আশিষ চট্টোপাধ্যায় এবং রেজিস্ট্রার দেবাশিস দাস উপস্থিত হননি। কিছু পরে উপাচার্য এসে উপস্থিত হলে তাঁর সঙ্গে মিনিট পাঁচেক কথা বলে বের হয়ে আসেন এবং বলে যান তিনি সবার সঙ্গে মিলিত হতে বিকালে এসে উপস্থিত হবেন।

'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার'-এর মতো সাহসী হয়ে শিক্ষা জগতের অগ্রগতি চাই

পশিচমবঙ্গে নতুন শিক্ষানীতি চালু হওয়ার কথা। 'ক্যারিকুলাম অ্যাণ্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়াক' নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তারপরে বিকেলের দিতে প্রায় তিনটের সময়ে রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনাা করেন। তিনি বলেছেন রয়্যাল বেঙ্গল চাইগারের মতো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতীয় শিক্ষা নীতিকে কার্যকর করতে হবে। বিরোধী দলের নেতারা বলেছেন জাতীয় শিক্ষা নীতিকে কার্যকর করতেই রাজ্যপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তবে তিনি সবার সঙ্গে কথাও বলেছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক থেকে শুরু করে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বহু বিষয়ে খোঁজ খবর গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি কোথা ত্রুটি থাকে তাহলে তাঁকে সরাসরি জানালে তিনি তা সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। বাংলার শিক্ষা জগত স্বাভবিক অবস্থায় ফিরে আসুক এবং ছাত্ররা আরও উন্নত মানের শিক্ষা গ্রহণ করুক এটা তিনি চান। কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টার আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বরখাস্ত করেছে। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে তাঁর নিয়োগ একেবারে বেআইনী ভাবে হয়েছে। এই প্রথম একজন কলিকাতা বিশ্ববিদালয়ের উপাচার্য আদালতে নির্দের্শে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এটা কলিকাতা বিস্ববিদালয়ের ইতিহাসে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনাা বলা যেতে পারে। এর আগে আর কোনও উপাচার্য আদালতের নির্দেশে পদত্যাগ করেননি। প্রাথামিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি করে নিয়োগ কীভাবে বিস্তার লাভ করেছিল তা কিন্তু আদালত সবার সমানে একেবারে খুলে দিয়েছে। রাজ্যপাল সরাসরি তাঁর নিজের ফোন নম্বর দিয়েছেন ছত্রদের। তিনি বলেছেন তাঁর সঙ্গে ছাত্ররা যোগাযোগ করতে পারে। এদিন রাজ্যপাল ছাত্রদের দার্জিলিংয়ে রাজভবনেও আমন্ত্রণ করেছেন। রাজ্যপাল উপস্থিত সবাইকে বলেছেন যে উপাচার্যরা রাজ্যপালের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। কোনও বাধা হবেন না রাজ্যপাল। বাংলার শিক্ষার পরিবেশকে সুস্থ করার ব্যাপারে তাঁর একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। সেই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। অতীতে শিক্ষা জগতে যে অন্ধকার যুগ গিয়েছে তা আর ফিরছে না। শিক্ষা জগতের চাকরি কেনা বেচা আর হবে না। প্রকৃত মেধারা এখন থেকে শিক্ষা জগতে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারবে। পরীক্ষার এবং নম্বরের ভিত্তিতে প্রকৃত মেধাদের শিক্ষা জগতে চাকরি দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে। তার জন্য সবাইকে মানসিক দিক

দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষা জগতে যে অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছিল তা আর ফিরবে না। কলকাতা উচ্চ আদালত সেই অন্ধকার জগতের রাস্তাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এবারে রাজ্যপাল সিভি আনন্দা বোস রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে স্বাভাবিক এবং সুস্থ করে গড়ে তোলার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। তার চিত্র দেখতে পাওয়া গেল এদিন দুইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সফর করে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাজ্যপাল শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় হওয়ার ফলে রাজ্যের শিক্ষা দফতরের কর্মীদের কোনও গুরু দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে না। রাজভবন থেকে । নির্দেশ আসবে তাই শিক্ষা দফতরকে পালন করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীকেও রাজ্যপালের নির্দেশ পালন করে চলতে হবে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী চেষ্টা করছিলেন রাজ্যপালের ছত্রছাড়া থেকে বের করে নিয়ে আসা শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে। কিন্তু সেটা বলতে গেলে আর হল না বলা চলে। শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসুও বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী। তা নিয়ে একটি বিলও পাশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপাল ধনকর সেই বিলকে একেবারে আটকে রেখে দিয়েছিলেন। প্রাক্তন রাজ্যপাল ধনকরকে রাজ্যপাল পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দিল্লিতে দিয়ে শাসক দলের সাংসদেরা উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিলেন যে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাক্তন রাজ্যপাল ধনকরকে উপরাষ্ট্রপতি করে সব বিরোধী দলকে একেবারে চমকে দিয়েছিল। তার ফলে আজকে বিরোধী দলগুলিকে উপরাষ্ট্রপতি কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হচ্ছে। পশ্চিমবহেগর রাজ্যপাল থাকার সময়ে আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ সংক্রান্ত বিলটিকে একেবারে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল আনন্দ বোস। তিনি বলেছেন এটা একেবারে সংবিধান বিরোধী। বারতের লিখিত সংবিধানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যরা রাজ্যপাল ছাড়া আর কাউকে নিয়োগ করা চলে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আচার্য পদে নিয়োগ করতে গেলে সংবিধানের আইনকে পরিবর্তন করতে হবে। তা অতি জটিল প্রক্রিয়া। কোনও রজ্যের বিধানসভায় একটি বিল পাশ করে রাজ্যপালকে আচার্য পদ থকে সরিয়ে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করা চলে না। পশ্চিমবঙ্গেরমন্ত্রী সভা কী করে এটাকে গ্রহণ করলো বা বিল হিসাবে বিধানসভায় পাশ করলো তা অবাক হওয়ার বিষয়। শাসক দলের বহু নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে রাজ্যপাল পদটাকে একেবারে তুলে দেওয়া উচিত। রাজ্যপাল কেন্দ্র এবং রাজ্যে সরকারের সেতু হিসাবে কাজ করে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্যের প্রশাসনিক যোগসূত্র হচেছ রাজ্যপাল। মনে করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার একটি দায়িত্ব রয়েছে। সেটাকে অস্বীকার করা চলে না। রাজ্য সরকার যদিও রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই রাজ্য পরিচালনা সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার অধিকার অর্জন করে থাকে। ভারতের সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে। তাকে রাজ্য সরকার অস্বীকার করতে পারে না। বা অবহেলা করতে পারে না।

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আগে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব বঙ্গ। তার পরে পাকিস্তান সৃষ্টি হতে পূর্ব বঙ্গের নাম হয়ে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। এবারে আবার পূর্ব পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমী পাকিস্তান রাষ্ট্র নায়কদের দিকে তাক করে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমী পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হোক উর্দু। কিন্তু বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হোক পূর্ব পাকিস্তানে বা জাতীয় ভাষা হোক বাংলা তা চাননি পাকিস্তানের রাষ্ট্র নায়কেরা। তার ফলে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল পশ্চিমী পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছিল। বাদ ছিল না পশ্চিমবহগ। তারাও পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। পাকিস্তান সেনা নামিয়ে পূর্ব বাংলাকে তাদের কব্জায় নিয়ে আসতে পারেনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির রাজনৈতিক কৌশলের াদ্ধকছে পরাস্ত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র নায়কেরা। তারা ইন্দিরা গান্ধির শক্তিকে বুঝতে পারেননি। তারা মনে করেছিলেন একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের শক্তিকে নষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি বহু আগে থেকে পাকিস্তান সীমান্তে সাদা পোশাকের সেনা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান বাধ্য হবে ভারতকে আক্রমণ করতে। কিন্তু ভারত আক্রমণ করার ডাক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ঠাণ্ডা করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাসিন্দারা তখন ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল এবং ভারতের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভারত যদি সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের সাহায্য না করতো তাহলে কিন্তু বাংলা ভাষা পরাস্ত হতো এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। বাংলাভাষাকে রক্ষা করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। এটা একেবারে ভুলে গেলে চলবে না। আজকে বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষার তালিকা স্থান লাভ করেছে একমাত্র বাংলাদেশের জন্য। নাহলে বাংলা ভাষাকে কেউ চিনতে পারতো না বা জানতে পারতো না। বাংলা ভাষা এখন পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে আত্মহত্যার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বাসিন্দারা বাংলা ভাষাকে ভুলে যেতে থাকবে। কিন্তু যতদিন বাংলাদেশ রয়েছে ততদিন কিন্তু বাংলার ভাষা রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাষা তালিকায় স্থান লাভ করবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়ে বাংলা ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন। সেখানে কিন্তু ভারতের কোনও রাষ্ট্র নেতারা বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেননি। বাংলার ভাষাকে রক্ষা করে চলেছে বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথের দেশ বলে বাংলাদেশকে সবাই চিনতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা রচিত। আবার বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ দ্বারা রচিত। তার ফলে দুটি স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই রকম কবি আজও জগতে বিরল। একই কবির রচিত দুটি গান দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত এটা এখন দেখতে পাওয়া যায় না। এমনকী শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতে সুর দেওয়ার অবদান রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের।

বাংলা ভাষার অপমৃত্য

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আট হজার স্কুল উঠে যাচ্ছে। মাতভাষা মাতৃদুগ্ধ বলে যে স্লোগান দেওয়া শুরু হয়েছিল তা এখন আর শুনতে পাওয়া যায় না। বাংলা মাধ্যম স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার ফলে সব অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের ইংরেজি শেখানোর জন্য ইংরজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকলো। তার ফলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে এখন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা ডোনেশন দিয়ে ছাত্রদের ভর্তি করতে কোনও পরোয়া করে না। তার কারণ হচ্ছে সেখান থেকে পাশ করে বের হলে একটি চাকরি পাওয়া প্রায় নিশ্চিত। বাংলা ভাষা শিখে কোনও লাভ নেইষ বাংলাদেশে বাংলা ভাষা জাতীয় ভাষা হওয়ার ফলে সেখানে বাংলা ভাষা শিখলে চাকরি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা শিখলে কোনও চাকরি পাওযা যায় না। তার চেয়ে হিন্দু বা ইংরেজি ভাষা শিখতে পারলে লাভ আছে। আর্থিক লাভ আছে। সেই কারণে বাঙলির পরিবাররা এখন তাদের সন্তানদের আগেই হিন্দি এবং ইংরেজি শেখার কথা বলে। বাংলা ভাষা শেখার কোনও কথা বলে না। রাজা রামমোহন রায় আগে উর্দু, ফারসি, পালি, বাংলা, আরবি এবং সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। সবার শেষে তিনি ইংরজি ভাষা শিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরও তাই। তিনি আগে বাংলা তারপরে সংস্কৃত এবং সবার শেষে ইরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাতে কিন্তু তারা সুপণ্ডিত হতে পেরেছিলেন। আজকে যাার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হচ্ছেন তারা কি সত্যি রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগরের মতো সুশিক্ষিত হতে পারছেন। হতে পারছেন না। তার একটি মাত্র কারণ তাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে ভালো কাজ পাওয়া সম্ভব। ভালো ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাংলা ভাষায় পাশ করলে উচ্চ শিক্ষার রাস্তা একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাজ পাওয়ার মতো করে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পণ্ডিত হওয়ার মতো করে শিক্ষা গ্রহণ না করলেও চলবে। তার ফলে বাংলা থেকে প্রায় বলতে গেলে উচ্চ শিক্ষাটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলা চর্চার সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি এখন বেশ কয়েকটি বেঁচেবর্তে রয়েছে। তার মধ্যে বলতে গেলে সরকারি স্কুলগুলি। এছাড়া বাংলা স্কুলগুলিতে আর ছাত্র নেই বলতে গেলে চলে। সরকারি স্কুলগুলির মধ্যে রয়েছে হেয়ার, হিন্দু বেথুন, বাগবাজার ইত্যাদি স্কুলগুলি। বেসরকারি বাংলা স্কুলগুলি বলতে গেলে প্রায় উঠে যাওয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দম্ভে সৎলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কাল। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না......

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন।

হেরিটেজ

এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৪ সালে জানুয়ারি মাসে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার. লক্ষ্য নিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে তিনি কয়েকজন ব্রিটিশ বাসিন্দাদের কাছে বার্তা পাঠান। তাঁর আমন্ত্রণে ১৭৮৪ সালে ১৫ জানুয়ারি ৩০ জন ব্রিটিশ বাসিন্দা সুপ্রিম কোর্টের গ্রান্ড রুমে (কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম) মিলিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্যার রবার্ট চেম্বার্স। সেই সভায় জোন্স প্রতিষ্ঠানের স্থাপন এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। চার্লস উইলকিন্স এবং আলেকজান্ডার হ্যামিলটন প্রাথমিক সদস্য ছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৭৯৬ সালে সোসাইটি নিজস্ব ভবন তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জে এইচ হ্যারিংটন তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট সোসাইটির জন্য পার্ক স্ট্রিটে স্থান নির্বাচন করেন। ১৮০৫ সালে ১৫ মে সোসাইটির নতুন ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৮০৮ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি সোসাইটির প্রথম ত্রৈমাসিক সভা এই নতুন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৮৪ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত এই সোসাইটিতে ইউরোপীয়রা এর সদস্য ছিলেন। ১৮২৯ সালে এইচ এইচ উইলসনের উদ্যোগে প্রিন্স দ্বরাকনাথ ঠাকুর, শিবচন্দ্র দাস, মহারাজ বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজ বুনওয়ারি গোবিন্দ রায়, রাজা কৃষ্ণকালী বাহাদুর, রাজচন্দ্র দাস, রামকমল সেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর এর মতো কয়েকজন ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৩২ সালে রামকমল সেন এই সংস্থার নেটিভ সেক্রেটারি হয়েছিলেন। পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি হন। প্রাচ্যবিদ ব্রজেন্দ্রনাথ দে এবং তাঁর নাতি ইতিহাসবিদ বরুণ দে উভয়েই এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেবী বিশ্বের অন্যতম সেরা গ্রন্থাগার বলা যেতে পারে। এশিয়টিক সোসাইটির জাদুঘরটি ১৮১৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপরে এর বেশির ভাগ মূল্যবান সংগ্রহ ভারতীয় জাদুঘরে স্থান লাভ করে। ১৮৩২ সালে এশিয়টিক জার্নালের সম্পাদক ছিলেন জেমস প্রিন্সেপ। প্রাচ্য চর্চার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি হলেন অধ্যাপক স্বপন প্রামানিক এবং সম্পাদক হলেন ডক্টর সত্যব্রত চক্রবর্তী।

বেথুন কলেজিয়েট স্কুল -১৭৫

(পূর্ব প্রকাশের পর) সঙ্গে রক্ষণশীলপন্থীরা তীব্র আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা নারী শিক্ষা বিরোধী ছিল। বাংলার নারীরা যাতে শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই স্কুলকে কেন্দ্র করে একটি ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করেছিলেন-''যতো ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতি বোল কবেই কবে; আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে, আপন হাতে হাঁকিয়ে বগি গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।'' এই স্কুলের বিখ্যাত ছাত্রীরা হলেন কাদম্বিনী দেবী, (প্রথম মহিলা ডাক্তার), চন্দ্রমুখী বসু (বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা), কবি কমিনী রায়, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মহিলা নায়ক), ফজিলতুন্নেসা (উডেন কলেজের অধ্যক্ষা)। এই স্কুলের ছাত্রীদের জন্য শিশু শিক্ষা বই রচনা করেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁর লেখা ''পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল' আজও বাংলার ঘরে ঘরে সবার মুখে ফেরে। তারপরে বিদ্যাসাগরের 'সহজ পাঠ' প্রকাশ হতেই বাংলার স্কুল শিশু শিক্ষা পাঠ্য হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের 'সহজ পাঠ' একশো বছরে পদার্পণ করলো।

কনভোকেশন ঃ ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট

কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট এর ১০ম বার্ষিক কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হল গত ৮ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানের আরপি গোয়েঙ্কা প্রেক্ষাগৃহে। কনভোকেশনে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন হরজিৎ কোহলি (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ভারতী ইন্টারপ্রাইজ)। সভায় ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা সংস্থার চেয়ারম্যান সুনীল মিত্র কনভোকেশন-বক্তব্য রাখেন। এ বছর প্রায় চারশোর বেশি ছাত্ররা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিন ডক্টর রচনা চট্টোপাধ্যায় এবং ডিরেক্টর মহুয়া ব্যানার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন করবী ভট্টাচার্য।

অভিনেত্রী জয়া ভাদুড়ী

আজ আনন্দের ৭৫ বছর! আজ জীবনের জয়গান! আজ সাফল্যের ৭৪ পেরিয়ে পঁচাত্তরে জয়া। এক সময়ের নামকরা অভিনেত্রী, আজকের রাজনীতিবিদ জয়া ভাদুড়ী- যিনি বর্তমানে জয়া বচ্চন নামে পরিচিত, তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালের ৯ এপ্রিল জব্বলপুরে। বাবা তরুণ কুমার ভাদুড়ী ছিলেন লেখক , সাংবাদিক। মা ইন্দিরা ভাদুড়ী। ভোপালের সেন্ট যোসেফ কনভেন্ট স্কুলে শিক্ষালাভ। ১৯৬৬ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে BEST ALL INDIA N.C.C CADET AWARD পান। পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে গোল্ড মেডেল নিয়ে পাশ করেন মাত্র ১৫ বছর বয়সে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' সিনেমায় অভিনয় শুরু করেন। ১৯৭১ সালে 'ধন্যিমেয়ে' সিনেমায় উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেন। হৃষীকেশ মুখার্জীর 'গুড্ডি' তাঁকে সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা এনে দেয়। ১৯৭৩ সালে সঞ্জীবকুমারের সাথে 'কোশিশ' সিনেমায় এক বোবা মেয়ের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেন। এরপর একে একে- উপহার, পিয়া কি ঘর, বাবুর্চি, জওয়ানি দিওয়ানি, অনামিকা, জঞ্জির, অভিমান, চুপকে চুপকে, শোলে, সিলসিলা তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। ৩ জুন ১৯৭৩ বিয়ে হয় অমিতাভ বচ্চনের সাথে। ২০০৪ সালে রাজ্যসভার সদস্য হয়ে রাজনীতিতে যোগদান করেন। আটবার ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে তিনবার সেরা অভিনেত্রীর। ১৯৯২ সালে পেয়েছেন 'পদ্মশ্রী' সম্মান। এছাড়াও বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১১ সালে 'মেহেরজান' সিনেমায় ভিক্টর ব্যানার্জীর সঙ্গে শেষ অভিনয় করেন। বর্তমানে তিনি একজন সাংসদ।

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বিরূপ মন্তব্যের রিপোর্ট তলব করল প্রধানমন্ত্রীর দফতর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১১ এপ্রিল ঃ ঐতিহ্যবাহী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা গৃহে বসে দুর্গাপুজো প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে রিপোর্ট তলব করল প্রধানমন্ত্রীর দফতর। উপাসনা গৃহে আচার্যের আসনে বসে উপাচার্যের লাগাতার বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিল শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহে বসে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেছিলেন, দুর্গাপুজো ইংরেজদের পদলেহন করার জন্য শুরু হয়েছিল। ১৮৯৪ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন উপাসনা গৃহ। যদিও, উপাসনা গৃহের সম্পূর্ণ নির্মাণ তিনি দেখে যেতে পারেননি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও সর্বধর্মকে সম্মান, আলোচনার জন্য কাঁচ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। এই উপাসনা গৃহ মহর্ষির তৈরি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের অন্তর্গত। ঐতিহ্য মেনে প্রতি বুধবার সকালে এখানে উপাসনা হয়। এছাড়া, পরোগত আশ্রম বন্ধুর স্মৃতিতে বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ উপাসনাও হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবছর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বসন্তোৎসব না করে বসন্ত আবাহন অনুষ্ঠান করে। সেই অনুষ্ঠানে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বসন্ত উৎসব না করার জন্য ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচিত হয় বিশ্বভারতী। সমালোচনার মুখে পড়ে গত ২২ ফেব্রুয়ারি এই উপাসনা মন্দিরে বসে বসন্তোৎসব বন্ধ করার ব্যাখ্যা দেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনারা জানেন আজ দুর্গাপুজো বিশ্বের একটা অন্যতম পুজো হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, দুর্গাপুজোর ইতিহাস যদি দেখেন, এই দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের পদলেহন করার জন্য। তৎকালীন রাজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত কে ইংরেজ সাহেবদের দুর্গাপুজোর মঞ্চে নিয়ে আসবেন। সেই দুর্গা মঞ্চে অনেক ধরনের অনুষ্ঠান হত ও অনেক ধরনের পানীয় পান করারও সুযোগ থাকত। পরবর্তীতে দুর্গাপুজো একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু, শুরু হয়েছিল ইংরেজদের পদলেহন করার জন্য। দুর্গা পুজো প্রসঙ্গে নিরাকার ব্রহ্ম মন্দির তথা ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহে বসে উপাচার্যের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। ট্রাস্টের যুক্তি শুধু এই মন্তব্যই নয়, উপাসনা গৃহে বসে রাজনৈতিক কথাবার্তা, শান্তিনিকেতন আশ্রমিকদের প্রতি লাগাতার কুটুক্তির ভিডিও নথি আচার্য দপ্তরে পাঠানো হয়। ১০ মার্চ ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বিশ্বভারতীর আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেন ও প্রতিকার চান। পাশাপাশি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, উপাসনা মন্দিরে বসে বিশ্বভারতীর উপাচার্য আশ্রমিক, পড়ুয়া, প্রাক্তনীদের বারবার অপমান করছেন। মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতর কাছে রিপোর্ট তলব করল। অর্থাৎ, উপাচার্যের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জবাবদিহি চাইলেন আচার্য প্রধানমন্ত্রী। এই বিষয়ে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, ১৮৯৪ সালে মহর্ষি উপাসনা গৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পৌত্তলিকতার স্থান নেই। বা অন্য কোন রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা হয় নি। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নেবার পর লাগাতার ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছেন। তাই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এখন প্রধানমন্ত্রী দফতর কারন জানতে চেয়েছে। যদিও এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি বিশ্বভারতীর জনসংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেকের সভা ঘিরে কড়া নিরাপত্তা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১১ এপ্রিল ঃ বুধবার বাঁকুড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। আর তাই কার্যত ওন্দার স্টেডিয়াম ছেড়ে সমগ্র ওন্দাজুড়ে যেনো সাজো সাজো রব। গতকাল রাতভর হেলিপ্যাডে থেকে সভামঞ্চে কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অভিষেকের এই সভা বাঁকুড়ায় তাদের শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চও। আর তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে অভিষেকের সভায় বিপুল জমায়েতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে অভিষেকের ওই সভার ডাক দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। সভায় প্রায় এক লক্ষ মানুষের জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর এই দুই সাংগঠনিক জেলা মিলিয়ে অভিষেকের সভায় আসবেন ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষ। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের আয়োজনে এই সভায় দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিকেই তাকিয়ে আছে রাজনৈতিক মহল। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বাঁকুড়ায় তৃণমূলের পর্যবেক্ষক ছিলেন অভিষেক। ওই নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ-সহ সব ক'টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং অধিকাংশ পঞ্চায়েতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তৃণমূল। পরবর্তী কালে বাঁকুড়ায় পর্যবেক্ষক বদল করে তৃণমূল। আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে এ রাজ্য। আগামীতে সাংগঠনিক কাজে জঙ্গলমহলের কোন কোন দিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে, সেই বিষয়েই নজর দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসে শীর্ষ নেতৃত্ব। এরই মধ্যেই আবার অভিষেকের জঙ্গলমহলের সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। যা বাঁকুড়া জেলা দিয়ে আগামীকাল শুরু হতে চলেছে। রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দিব্যেন্দু সিংহ মহাপাত্র বলেন, বুধবারের সভায় অন্তত ৭০ হাজার মানুষের ভিড় হবে। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সভায় নিয়ে আসার জন্য ৮০০টি বাসের ব্যবস্থা থাকছে। এ ছাড়াও অসংখ্য ছোট গাড়ি, লরিসহ অন্যান্য গাড়িতে করে দলের নেতা-কর্মীরা সভায় আসবেন। এদিকে অভিষেকের সভাকে কটাক্ষ করেছেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবাংলার আলিবাবা চল্লিশ চোরকে নিয়ে ওন্দাতে আসছেন। তিনি যেখানেই যাচ্ছেন আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে চুরির পরিকল্পনা করছেন। এখানকার গরিব মানুষদের ৩০০ টাকার বালি ৩০০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে, বাংলাজুড়ে চাকরির প্রতারণা হচ্ছে। কুন্তল-শান্তনুর সঙ্গে কি সম্পর্ক সেই নিয়ে অভিষেককে কথা বলতে হবে। অভিষেকের সভার পর পালটা সভার কথাও জানিয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ। তিনি বলেন, আগামী ১৭ এপ্রিল ওন্দাতে মাননীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সভা করবেন। ১ লক্ষ মানুষকে নিয়ে মিছিল করা হবে। আমরা দেখিয়ে দেব যে বাঁকুড়া জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও জায়গা নেই। এদিনের সভা ঘিরে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে হেলিকপ্টারে চড়ে কলকাতা থেকে ওন্দায় আসবেন অভিষেক। ওন্দা স্টেডিয়ামের অদূরে ওন্দা বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠে কপ্টার নামার জন্য তৈরি হয়েছে হেলিপ্যাড। সেখান থেকে সড়ক পথে তিনি যাবেন সভাস্থলে। সূত্রের খবর, সভা সেরে অভিষেক আবার হেলিকপ্টারে চড়ে ফিরে যাবেন কলকাতায়। অভিষেকের এই রাজনৈতিক সফরকে কেন্দ্র করে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকছে। সভায় আসা মানুষদের জন্য ওন্দা স্টেডিয়ামে তৈরি করা হয়েছে বিশাল প্যান্ডেল। প্যান্ডেলের ভিতরে থাকছে ফ্যানের ব্যবস্থাও। আজকের সভা সেরে আবার কপ্টারে করে ফিরবেন কলকাতা। নিরাপত্তা করা হয়েছে জোরদার।

নাগরিক সভা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করা নয়া শিক্ষানীতি মেনেই রাজ্যের সরকার পোষিত সারা রাজ্যজুড়ে ৮ হাজার ২০৭ টি স্কুল বন্ধ হতে চলেছে। সরকারি তথ্য পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকেই এই ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। সম্প্রতি রাজ্যের যেসব স্কুলে ৩০ জন বা তার নীচে পড়ুয়া রয়েছে, সেইসব স্কুলের তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয় শিক্ষা দপ্তর থেকে। সেই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ৩০ জনের কম পড়ুয়া স্কুলের সংখ্যা আমাদের রাজ্যে মোট ৮ হাজার ২০৭ টি। এরমধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ৮৮৬ টি। বাঁকুড়া ১ নং ব্লকের মধ্যে ২৪টি স্কুল এরকম আছে। আর জগদাল্লা ২ নং পঞ্চায়েতের মধ্যে মোট ৫টি স্কুল সেগুলি হলো দুবরাজ, রাজকুমার ডাঙ্গা, শিবরামপুর, নন্দীগ্রাম ও মাঞ্জুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। খুবই উদ্বেগজনক এই সরকারি সিদ্ধান্তে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গেলে গ্রামের একেবারে গরিব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা যাবে কোথায়? মিড ডে মিল-এর মধ্য দিয়ে অনেক গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের খাবার মিলতো। ফলে স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে খাবার, পড়াশোনা দুটোই বন্ধ হবে। এমতাবস্থায় গ্রামের স্কুল বন্ধ করে দেওয়র চক্রান্তকে পরাস্ত করতে এলাকার সমস্ত মানুষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরী হয়ে উঠেছে। গ্রামের মানুষের সেই লড়াইকে সংঘঠিত, সঙ্ঘবদ্ধ করে গড়ে তুলতে মঙ্গলবার বিকেলে পুয়াবাগান কমিউনিটি হলে শিক্ষার অধিকার রক্ষা করো স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হলো নাগরিক কনভেনশন। বাঁকুড়া ১নং ব্লকের বিশিষ্ট শিক্ষক ফটিক গোস্বামীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সুনীল ঘোষ, বাবলু ব্যানার্জী, শ্যামাপদ ডাঙ্গর, সুজয় পাল ও অধ্যাপক প্রতীপ মুখার্জী। কমিউনিটি হলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় হলের বাইরেও বহু মানুষ দাঁড়িয়ে বক্তাদের বক্তব্য শোনেন। কনভেনশন থেকে এই আত্মপ্রত্যয়ই ঘোষিত হলো যে আমাদের এলাকা থেকে কোনভাবেই বিদ্যালয় তুলে নিতে দেব না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী ছিলেন মহিলা।

তৃণমূলের সভায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ এপ্রিল ঃ বিজেপির পাল্টা সভা করতে গিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে নিয়ে এল তৃণমূল। স্থানীয় বাসিন্দা দলের জেলা কমিটির সসদস্যকে বাদ দিয়েই বীরভূমের মুরারইয়ে করা হল বিজেপির পাল্টা সভা। কিন্তু আমন্ত্রণ না মেলায় গরহাজির ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য আলি খান। তার অনুপস্থিতি নিয়েই দলের অন্দরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৯ এপ্রিল বীরভূমের মুরারইয়ের কেস্তারা গ্রামের মাঠে সৌজন্য ও সম্প্রীতি সভা করেছিল বিজেপি। ওই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিজেপির পাল্টা সভার আয়োজন করেছিল তৃণমূল। মুরারইয়ের বেগুনহাট মোড়ে ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন কোর কমিটির সদস্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, সাংসদ অসিত মাল, শতাব্দী রায়, কাজল শেখ, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ অনেকে। ওই সভায় ডাক পাননি স্থানীয় তৃণমূল নেতা, জেলা কমিটির সদস্য আলি খান। এনিয়ে তৃণমূলের মুরারই ১ নম্বর ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষ বলেন, আলি খান এখন আর তৃণমূলের সঙ্গে নেই। তাই তাঁকে ডাকা হয়নি। যদিও দিন কয়েক আগে বোলপুরের পাঁড়ুইয়ে একটি সভায় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আলি খান জেলা কমিটির সদস্য বলে সম্বোধন করেছিলেন। দিন কয়েক আগে মুরারইয়ের রাজগ্রামে আলি খানের ইফতার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। এদিন অনুষ্ঠানে না গেলেও আলি খান বলেন, আমি তৃণমূলে ছিলাম, আছি, থাকব। ব্লক সভাপতি সংখ্যালঘু নেতাদের গুরুত্ব দেন না। তাই আমাকে আমন্ত্রণ জানানি। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, ওনাকে কেন আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বুঝতে পারছি না। তবে উনি তৃণমূলেই আছেন। বাকিটা ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষ বলতে পারবেন। অনেকটা একই বক্তব্য কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখের। তিনি বলেন, জেলার মুখপাত্র করা হয়েছে বিকাশ রায়চৌধুরীকে। তিনিই বিষয়টা বলবেন। তবে আলি খান আমাকে ইফতারে ডেকেছিলেন, সেখানে আমি গিয়েছিলাম। বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, আলি খান আমাদের দলেই রয়েছেন। কেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি বলতে পারব না। হয়তো তার অন্য কোন কাজ ছিল। আলি খানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি প্রশ্ন করতেই বিকাশবাবু বলেন, বিষয়টি দেখতে হবে।

গুলিবিদ্ধ যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ ডাউন কামাখ্যা এক্সপ্রেস থেকে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করা হল। যাত্রীদের দাবি, সোমবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ঢোকার মুখে গুলি চালানোর আওয়াজ পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। তবে শরীরের একাধিক জায়গায় গুলির ক্ষত দেখা গিয়েছে। তাই খুনের তত্ত্বও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যাত্রীদের নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বিষয়টি নিয়ে আপাতত রেল পুলিশ বা পুলিশের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। যাত্রীদের দাবি, সোমবার রাত ৮ টা ১৫ মিনিট নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ঢুকছিল ডাউন কামাখ্যা এক্সপ্রেস। স্টেশনে ঢোকার সময় গুলির শব্দ শোনা যায়। তারপর দেখা যায় যে ট্রেনের একটি জেনারেল বগিতে এক ব্যক্তি আসনের মাথা ঝুঁকে পড়ে আছেন। তাঁর পাশেই একটি রিভলভার পড়ে থাকতে দেখা যায় বলে দাবি করেন যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে রেল পুলিশ। উদ্ধার করা হয় ওই ব্যক্তির মৃতদেহ। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ পাঠানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আপাতত রেল পুলিশ বা পুলিশের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে কীভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্তের পর পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে সূত্রের খবর। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছিল যে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর শরীরের একাধিক জায়গায় গুলির ক্ষত থাকায় খুনের তত্ত্বও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও জেনারেল বগিতে কে তাঁকে খুন করে পালিয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। জেনারেল কামরায় এমনিতেই ভিড় থাকে। সেই পরিস্থিতিতে পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

শ্যালিকাকে খুনে যাবজ্জীবন সাজা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ এপ্রিল ঃ শ্যালিকাকে যৌন অত্যাচার করে খুনের অভিযোগে মৃতার জামাইবাবু ও তার বন্ধুকে যাবজ্জীবনের আদেশ দিল রামপুরহাট আদালত। উল্লেখ্য, গত ২০১৭ সালের ২০ জুন ময়ুরেশ্বরের বাগানপাড়া আমিনপুরে লজ্জাবতী টুডু নামে এক নাবালিকার অর্ধ গলিত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সরকারি আইনজীবী উৎপল মুখোপাধ্যায় জানান, মৃতার দিদি ঘানি মুর্মুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মৃতা দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে থাকতো। অভিযোগ, জামাইবাবু বন্ধু রাবণ মুর্মুর সঙ্গে বিয়ের জন্য জোর জবস্তি করে। কিন্তু নাবালিকা রাজি হয় নি। তারপরই যৌন সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এডিজে বিচারক গুরুদাস বিশ্বাস মৃতার জামাইবাবু রবি মুর্মু ও তার বন্ধু রাবণ মুর্মুকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনান। পাশাপাশি, পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাবাসের সাজা ঘোষণা করা হয়।

মজুরির পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে হেনস্থার শিকার

তনুজ জৈন, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ দিনমজুর পরিবার। স্বামী নিরুদ্দেশ। অন্যের জমিতে কাজ করে চলে সংসার। ছেলে ভিন রাজ্যের ঠিকাদারের অধীনে কাজ করছিল নর্দমা পরিষ্কারের। সেই কাজ বাবদ এখনও বকেয়া রয়েছে টাকা। অর্থের প্রয়োজনে টাকা চাইতে গিয়ে হেনস্থার অভিযোগ। অভিযোগ অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে পোশাক ছিঁড়ে দিয়ে মহিলাকে মারধর করা হয়েছে। কোনক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন ওই মহিলা। এমনকি ওই মহিলার দাবি, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও কোন প্রতিবাদ করেন নি। যদিও ঠিকাদার এবং পঞ্চায়েত সদস্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খেজুরবাড়ি গ্রামের ঘটনা। মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর গ্রামের বাসিন্দা কল্পনা মন্ডল। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। কল্পনা দেবী লোকের জমিতে দিনমজুরি করেন। ছেলে বরুন মন্ডল দিল্লিতে গিয়ে ঠিকাদারের অধীনে নালা পরিষ্কারের কাজ করেছিল। সেই কাজ বাবদ বকেয়া ছিল টাকা। স্বাভাবিক ভাবেই অভাবের সংসারে অর্থের প্রয়োজন। তাই টাকা চাইতে খেজুর বাড়িতে ঠিকাদার বিমল দাসের কাছে যান তিনি। অভিযোগ, টাকা না দিয়ে আশেপাশের ঠিকাদারের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবে ঝগড়া শুরু করে। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। কল্পনা দেবী প্রতিবাদ করতে গেলে শুরু হয় মারধর। কিল, চড়, ঘুষি মেরে পরণের বস্ত্র পর্যন্ত ছিড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তায় সেখান থেকে পালিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করেন তিনি। তারপর হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযুক্তদের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও ঠিকাদার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বকেয়া টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে ওনার কোনো বিবাদ হয়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়েছেন তার মধ্যস্থতাতেই টাকা দেওয়া হয়েছে। কোন রকম বিবাদ বা মারধরের ঘটনা ঘটেনি। অভিযোগকারী কল্পনা মন্ডল বলেন, ছেলে দিল্লিতে গিয়ে নালার কাজ করেছিল। ওর প্রাপ্য টাকা চাইতে গিয়ে আমাকে মারধর করা হলো। পঞ্চায়েত সদস্য সেই সময় সুবিচার করলো না। আমার স্বামী নেই, আমরা অসহায়। এর সুবিচার চাই। ঠিকাদার বিমল দাস বলেন, আমার সঙ্গে তার কোনো রকম বিবাদ হয়নি। আমার কাছে টাকা পেত, চাইতে এসেছিল। রাস্তায় কোথাও কিছু হয়ে থাকলে সেটা জানি না। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মধুসূদন দাস বলেন, ওই ঠিকাদারের সঙ্গে তার কিছু হয়নি। ঠিকাদার আমার সামনে থেকে ৯ হাজার টাকা দিয়েছে। এখন আমি উপস্থিত থেকে তাকে টাকা পাইয়ে দিলাম এটাই কি আমার অপরাধ হয়ে গেল। ওই মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। প্রচন্ড অভাবের সংসার। ছেলে ভিন রাজ্যে নালা পরিষ্কারের কাজ করেছে। মানে তাদের অর্থের প্রচন্ড দরকার। তাই তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য টাকা তারা চাইবে। এক্ষেত্রে টাকা চাইতে গিয়ে যদি তাকে মারধর করা হয় তা অত্যন্ত অন্যায়। তার অভিযোগ যদি সত্যি হয় সে ক্ষেত্রে তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এমনটা দাবি এলাকাবাসীর।

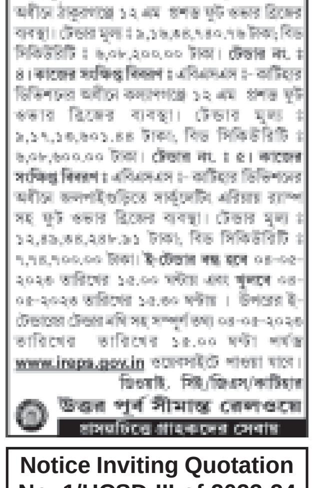

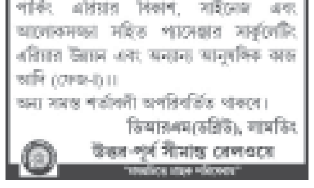

Tender ID

1)2023_ZPHD_508206_1
2)2023_ZPHD_508278_1
3)2023_ZPHD_508341_1
4)2023_ZPHD_508436_1
5)2023_ZPHD_508474_1
6)2023_ZPHD_508541_1
7)2023_ZPHD_508602_1
8)2023_ZPHD_508674_1

Sd/- Prodhan
Simulpur. GP

Notice Inviting Quotation No. 1/HCSD-III of 2023-24

Sealed quotation are invited from bonafied and resourceful agency having capacity to "Preparation for Assessment of Replacement cost of structure of mouza-Balarambati Plot No 2340 J.L.:-85, under Singur PS. Last date of Application is **17.04.2023 up to 12.00 noon** and dropping opening date-**20.04.2023.** Others details may be seen from the office notice board and also in website **www.wbpwd.gov.in**

Sd/-Assistant Engineer P.W.D, Hooghly Construction Sub-Division No-III, Baliguri, Tarakeswar, Hooghly

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

EE, PWD, Barasat Division invites offline Quotation for the work "Consultancy services for NDT test at Basirhat Administrative Building in the district of North 24 Parganas under Barasat Division (PWD) during the year 2023-24". NIQ No. 01 of 2023-2024. Last date & time limit of submission of tender **20.04.2023 upto 2.00 PM.** Corrigendum if any will be published in website only Details of NIT and Tender documents may be downloaded from: **http://www.wbpwd.gov.in**

Sd/- EE, PWD, Barasat Division

E-Tender Notice
NIT No-225/SUSU/2023 dt-06/04/2023

Online Bids are invited for the year 2022-23 from the bonafide contractors for Listed Works under 15th FC (Untied). Last Date of Paper Submission **13/04/2023.** For details information contact.

Sd/- Pradhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-01/Sub/II of 2023-24** for 01(One)No work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application - **18.04.2023.** Last date of receiving tender paper – **20.04.2023.**

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

লেটার নং. ডিআরএম/ সি/ আগ্রা/ পার্সেল/ ই-নিলাম — তাং ঃ ১০.০৪.২০২৩

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনি. ডিভিশনাল কর্মাশিয়াল ম্যানেজার-উত্তর মধ্য রেলওয়ে-আগ্রা আহ্বান করছেন ই-নিলাম ক্যাটাগরি অনুসারে যা নিম্নে উল্লেখিত ঃ-

ক্যাটাগরি	ক্যাটালগ নং. নিলাম	সামগ্রীর বিস্তারিত	ই-নিলাম শুরুর তারিখ	ই-নিলাম শেষের তারিখ
পার্সেল	আগ্রা-লিজিং-২৪	১. ০১ (এফ১) এসএলআর ইউনিট ট্রেন নং. ১২১৬২	তারিখ ঃ ২৬.০৪.২০২৩ সময় ঃ ১১.৩০	তারিখ ঃ ২৬.০৪.২০২৩ সময় ঃ ১২.১০
		২. ০১ (এফ১) এসএলআর ইউনিট ট্রেন নং. ১২৩২০		

দ্রষ্টব্য ঃ- আগ্রহী ঠিকাদারদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**)। লট অনুসারে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া রয়েছে উপরি উল্লিখিত ক্যাটালগ নাম্বারে।

530/23 (ADM)

NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-01 & 02/E.O/J.P.S/2023-24

E-tenders are invited by the undersigned from the bonafied contractors for 11 nos. various construction work, under Joypur Panchayat Samity. For **NIeT-01(10 nos work)** Period for downloading of bid documents **10/04/2023 to 18/04/2023 up to 12.00 PM.** Period for submission of bid documents **up to 12.00 PM of 18/04/2023** & the time & date of opening of Technical bid on **20/04/2023 at 12.00 P.M.** The Financial bid to be notified. For **NIeT-02(1 no work)** Period for downloading of bid documents **10/04/2023 to 25/04/2023 up to 12.00 PM.** Period for submission of bid documents **up to 12.00 PM of 25/04/2023** & the time & date of opening of Technical bid on **27/04/2023 at 12.00 P.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Officer

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **22/EO dt. 06.04.23, 23/EO dt.08.04.23 & 29/EO, dt. 10.04.23, 38/EO dt. 11.04.23,** for Construction of 21 nos. Civil works within Singur Panchayat Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **15.04.23 & 17.04.23 & 19.04.23.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:- 2023_ZPHD_505332_1,2,3, 2023_ZPHD_506135_1 to 9, 2023_ZPHD_506938_1,2, 2023_ZPHD_508285_1 to 7).**

Sd/- Executive Officer

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT.NO.160 Memo No.279 Dated 11/04/2023

The B.D.O & Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders one no concrete road Sinking of Submersible Pump, 2 no Construction of Guard wall, construction of boundary Wall, Construction of Drain, Construction of Community Toilet. under B.D.O & Haldia Panchayat Samity from the fund of 15Th cfc tied & Untied. details may be accessed and dully responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from 12 April, 2023 (Tuesday) at 9.00 Hours to 20-04-2023 (Thursday) 9.00 Hours.

Sd/- B.D.O & Executive Officer
Haldia Panchayat Samity

Balarampur Panchayat Samiti
Vill+ P.O. Rangadih, P.S.:- Balarampur, Dist.- Purulia Pin-723143

NOTICE INVITING E-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below:
Website: **wbtenders.gov.in**

Sl. No.	NIT No.	Last date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-01/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-02/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-03/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
4	WB/EO/BLR/PS/NIeT-04/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
5	WB/EO/BLR/PS/NIeT-05/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
6	WB/EO/BLR/PS/NIeT-06/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
7	WB/EO/BLR/PS/NIeT-07/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
8	WB/EO/BLR/PS/NIeT-08/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm
9	WB/EO/BLR/PS/NIeT-09/2023-24	18.04.2023 up to 6.55 pm

Sd/--Executive officer
Balarampur Panchayat Samiti

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
01/GPW/WBFDC/2023-24	Creation of Landscape and Beautification Work at New Office Building & Residence of The Divisional Commissioner, Paschim Medinipur) during the year 2023-24	12.04.2023 (10.00 AM)	20.04.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

গনবিজ্ঞপ্তি

সুয়াশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড
১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং-জি-২,
কলকাতা-৭০০০৬৯, যোগাযোগ নং.-৯০৭৩৯৮০৮৩২

এতদ্বারা সূচিত করা যায়, কোম্পানির সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশান (সিওআর নং-বি-০৫-০৩৬৮০) একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসি) অধীন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) হারিয়ে গেছে এবং পাওয়া যাচ্ছে না, তা কোম্পানির কাছে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে রেজিস্টার ঠিকানায় ১ ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং-জি-২, কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায়, যদি পেয়ে থাকেন। কোম্পানি জনগনকে সতর্ক করছে সার্টিফিকেটটির অপব্যবহার না করতে নীতিহীন উপায়ে।

গনবিজ্ঞপ্তি

এস.কে. ফিনটেক্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩২/৭, সাহাপুর কলোনি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
যোগাযোগ নং.-৯০৭৩৯৮০৮৩৫

এতদ্বারা সূচিত করা যায়, কোম্পানির সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশান (সিওআর নং-বি-০৫-০৩৬৫৩) একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসি) অধীন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) হারিয়ে গেছে এবং পাওয়া যাচ্ছে না, তা কোম্পানির কাছে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে রেজিস্টার ঠিকানায় ৩২/৭ সাহাপুর কলোনি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায়, যদি পেয়ে থাকেন। কোম্পানি জনগনকে সতর্ক করছে সার্টিফিকেটটির অপব্যবহার না করতে নীতিহীন উপায়ে।

ANDHARTHOLE GRAM PANCHAYAT
VILL + P.O.- SUNUKPAHARI :: DIST.- BANKURA :: PIN-722136
e-mail: andharthole.gp2011@gmail.com
NOTICE INVITING TENDER: 03/AGP/15CFC(BG)/2023-24
NOTICE INVITING TENDER: 04/AGP/15CFC(BG)/2023-24
NOTICE INVITING TENDER: 05/AGP/15CFC(BG)/2023-24

Sealed Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 10 (Ten) Nos. different works. Source of Fund: 15th FC. Tender Paper Issue date & Time On any working day from **10/04/2023 to 19/04/2023 from 11 AM to 2 PM** at GP office. Last date of dropping of Sealed Tender Form On or before **19/04/2023 up-to 3 PM.** Date of Opening of Tender **19/04/2023 at 3 P.M.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

Office of the
Andharthole Gram Panchayat
Sunukpahari :: Bankura

Notice Inviting e-Tender No-01/AGP/2022-23, Dated- 10/04/2023
Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for 9(Nine)nos. works. Period of Completion 30 Days.

Notice Inviting e-Tender No-02/AGP/2022-23, Dated- 10/04/2023
Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for the work of Supply of Tubewell Spare Parts. Period of Completion 30 Days. Bid Submission Date: **10.04.2023 at 11:00 Hrs. up to 17.04.2023 at 17:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **19.04.2023 at 5:00 Hrs.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 01/2023-2024, Memo No. 360/CH/15 th FC-Tied/2023
Notice Inviting E-Tender No.: 02/2023-2024, Memo No. 361/CH/15 th FC-Tied/2023

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from **06/04/2023 from 6.30 pm up to 13/04/2023 at 6.30 pm.** Last date of submission of Bid(online) **13/04/2023 up to 6.30 pm.** Date of opening of Tender on **17/04/2023 from 11.00 am.**

Notice Inviting Tender No. 01/15 th FC/(BG)TIED FUND/2023-2024
Sealed Tender in printed form is invited by the undersigned from reliable contractors/suppliers having sufficient equipment and experience in executing such work. Date & Time of receiving application on any working day from **06.04.2023 to 13.04.2023 (11.00 am to 2.00 pm).** Date of money receive: **06.04.2023 to 13.04.2023 (11.00 a.m. to 2.00 p.m.).** Last date of dropping of Tender paper on or before: **17.04.2023(11 am to 1.00 PM).** Date & Time of Opening Tender Papers: **17.04.2023 at 2.30 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in**.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম
কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ ৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, দেখুন-www.myhmc.in
সাফাই বিভাগ

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

এ.ই., এইচ.এম.সি. টেন্ডার আহ্বান করছেন নিম্নে উল্লেখিত অনুসারে, আগ্রহী ঠিকাদারদের জমা করতে হবে দরপত্রের সঙ্গে প্যান কার্ড, আপ টু ডেট জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।

ক্র. নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. তারিখ
১	রাস্তায় উদ্যান নির্মান ৩৫৪, জি.টি. রোড (দক্ষিণ), অধীন ওয়ার্ড নং.-৪০, এইচ.এম.সি. (২য় কল)।	নং. ৩৮/কনস. /২৩-২৪ তারিখ -১০.০৪.২০২৩

দরপত্র জমা বন্ধ (অনলাইন) ঃ ২০.০৪.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
দয়াকরে দেখুন ঃ https://www.wbtenders.gov.in।

৬(১) / ২২-২৩ ১১.০৪.২০২৩

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-tender
Ref. 1. DHLYN/D_GRNT/03/2023-2024.
2. DHLYN/D_GRNT/04/2023-2024.
3. DHLYN/Electric furnace GRNT/05/2023-2024.

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid Submission: **27.04.2023 up to 18.00 PM.** For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org.**

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

গরমকালেও ঠোঁট ফাটছে? জেনে নিন উপায়

ঠোঁট ফাটার সমস্যা সাধারণত শীতকালে হয়। শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় ঠোঁট শুকিয়ে ছাল ওঠা, ঠোঁট ফাটা এবং কখনও কখনও রক্তও বের হয়। তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শীতকালের মতো গরমকালেও নানা কারণে ঠোঁট ফাটার সমস্যা দেখা দিতে পারে। গরমকালে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি লাগার কারণে ঠোঁটের ত্বক শুকনো হয়ে যায়। আর তার ফলেই ঠোঁট ফাটার সমস্যা দেখা দেয়। শরীরে জলের অভাব হয়ে গেলেও ঠোঁট ফাটে। জেনে নিন, গরমে কী ভাবে নেবেন ঠোঁটের যত্ন।

লিপ বাম ব্যবহার করুন- গরমকালে এসপিএফ যুক্ত ময়েশ্চারাইজিং লিপ বাম লাগান। বিসওয়্যাক্স, শিয়া বাটার, নারকেল তেলের মতো উপাদান রয়েছে এমন লিপ বাম কিনুন। এই সব উপাদান ঠোঁটকে হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করে। হাইড্রেট থাকুন গরমের সময় ঘাম হয়ে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়। যার কারণে শরীরে জলের অভাব দেখা দেয়। তাই অল্পেই ডিহাইড্রেশনের শিকার হতে হয় গ্রীষ্মে। আর ডিহাইড্রেশনের কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে, যার ফলে ঠোঁট ফাটতে থাকে। শরীর এবং ঠোঁট হাইড্রেট রাখতে সারা দিনে প্রচুর জল পান করুন। ঠোঁট চাটবেন না- কথায় কথায় জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটবেন না। ঠোঁট চাটলে আরও বেশি রুক্ষশুষ্ক হয় ও ফেটে যায়। শুষ্ক, খসখসে ভাব অনুভব করলে লিপ বাম বা পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করুন। নুন খাওয়া কমালেই কঠিন রোগ থেকে মুক্তি? দিনে কতটা পরিমাণ নুন খাবেন? জেনে নিন টুপি পরে বেরোন বাইরে বেরোনোর সময় টুপি পরে নিন। সূর্যের আলো থেকে মুখ এবং ঠোঁটকে ছায়া দেওয়ার জন্য টুপি বা ভিসার পরুন। অতিরিক্ত মশলাদার বা অম্লিক খাবার খাওয়া ঠোঁটের অবস্থা আরও খারাপ করে তুলতে পারে। যার ফলে ঠোঁট ফাটতে পারে। তাই যতটা সম্ভব এই সব খাবার এড়িয়ে চলুন। হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন গ্রীষ্মকালে অনেকেই দিনের বেশিরভাগ সময় এসির ঠান্ডা ঘরে কাটান। এসির ঠান্ডা বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ একেবারেই থাকে না। এসি ঘরের শুকনো বাতাস আমাদের ত্বক থেকেও স্বাভাবিক আর্দ্রতা শুষে নিতে শুরু করে। একটানা এসির ঠান্ডা হাওয়ায় থাকতে থাকতে হাত, পা, মুখ অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে যায়। যার ফলে ঠোঁট ফাটতে শুরু করে। তাই বাতাসে আর্দ্রতা ফেরাতে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করুন। এটি শুষ্কতা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।

ভালো চুল পেতে অনিয়ন অলেয়ের জুড়ি মেলা ভার

চুল পড়ার সমস্যা সকলেরই রয়েছে। বেশিরভাগ মহিলাই দাবি করেন চুল পড়ে যাচ্ছে। সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কি করবেন তারা ভেবে পান না। কত কিছুই না ব্যবহার করেন তাঁরা। তা সত্ত্বেও দিনের শেষে মুখভার সকলের। কারণ, মাথায় চিরুনি ঠেকালেই হাতে উঠে আসছে চুল। এই সমস্যা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে অনিয়ন অয়েল বা পিঁয়াজের তেল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, এর কোনও বিকল্প নেই। তাই আপনিও ব্যবহার করে দেখতে পারেন অনিয়ন অয়েল। তবে তার আগে জেনে নিন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। অনিয়ন অলেয়ের ইতিহাস-প্রাচীন ভারত, উত্তর পূর্ব ভারতে অনিয়ন অয়েল যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সেই সময় মধ্যবয়সিরা এই তেল ব্যবহার করতেন। মাথা যন্ত্রণা কিংবা শ্লেষ্মাজনিত অসুখ থেকে রেহাই পেতে অনিয়ন অয়েল ব্যবহার হত। বর্তমানে চুল পড়ার সমস্যার পাশাপাশি ত্বকের নানা রোগের ক্ষেত্রে পিঁযাজ বা অনিযন অযে ব্যবহারের চল রয়েছে। উপকারিতা- অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরা পিঁয়াজের রস মূলত চুল পড়ার সমস্যা দূর করে। নতুন চুল জন্মাতেও সাহায্য করে পিঁয়াজের তেল বা অনিয়ন অয়েল। অনিয়ন অয়েলে রয়েছে সালফার। যা চুলের ডগা ফাটার সমস্যাও দূর করে। চুলকে আরও ঘন, লম্বা, উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে অনিয়ন অয়েল। প্রতিদিন অনিয়ন অয়েল ব্যবহারে দূর হতে পারে খুশকির সমস্যাও। শ্যাম্পুর আগে অনিয়ন অয়েল ব্যবহার করলে তা কন্ডিশনারের মতো কাজ করে। তার ফলে দূর হতে পারে চুলের শুষ্কতা। তবে যেকোনও পদ্ধতি অনিয়ন অয়েল ব্যবহার করলে চলবে না। চুল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। সঠিক পদ্ধতি কি তা জানা দরকার। হাতের তালুতে সামান্য কয়েক ফোঁটা অনিয়ন অয়েল নিন। ভাল করে স্ক্যাল্পে মাসাজ করুন। কমপক্ষে ১৫ মিনিট রেখে দিন। কয়েক ঘণ্টা রাখতে পারলে ফল মিলবে সবচেয়ে ভাল। আর তারপর অবশ্যই অর্গ্যানিক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। চটজলদি ফল পেতে চাইলে দু'দিন অন্তর অনিয়ন অয়েল ব্যবহার করুন। অনিয়ন অয়েলের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। বাজারে এখন বিভিন্ন সংস্থার তরফে অনিয়ন অয়েল বিক্রি হয়। তাতে কোনও রাসায়নিক মেশানো হয় না বলেই সংস্থার তরফে দাবি করা হয়। তবে অনিয়ন বা পিঁয়াজের তেল ব্যবহার করে সুফল পেতে চাইলে তা বাড়িতে তৈরি করে নেওয়াই ভাল। এবার জেনে নেওয়া যাক অনিয়ন অয়েল তৈরির পদ্ধতি।

উপকরণ- পিঁয়াজের রস, অলিভ অয়েল- ১২ কাপ, আমন্ড অয়েল -১৪ কাপ, জোজোবা অয়েল -২ চামচ, ক্যাস্টর অয়েল-১০ ফোঁটা, ল্যাভেন্ডার এসেন্সিয়েল অয়েল -১০ ফোঁটা, রোসমেরি এসেন্সিয়ল অয়েল-১০ ফোঁটা, লেমন এসেন্সিয়েল অয়েল-১০ ফোঁটা।

পদ্ধতি- একটি বড় পিঁয়াজ ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। এবার তার মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত তেল মিশিয়ে নিন। ভাল করে তা ফুটিয়ে নিন। তারপর ছাকনিতে ছেঁকে একটি বোতলে ঢেলে রাখুন। ঠান্ডা হলে তা মাথায় ম্যাসাজ করে নিন। চুল পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।

১০ তম ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা-কাম-প্রদর্শনী প্রধান ইঞ্জিনিয়ার রিক্রিয়েশন ক্লাব, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতর গার্ডেন রিচ-এ আয়োজিত।

তপন সিনহা মেমোরিযাল হাসপাতাল পরিদর্শনে মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১১ এপ্রিল ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে ৮ এপ্রিল, ২০২৩-এ তপন সিনহা মেমোয়িাল হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। তিনি রোগী বিভাগের ব্লক, বিশেষ ক্লিনিক, ফিজিওথেরাপি ইউনিট, প্যাথলজি ইউনিট, ফার্মেসি, স্টোর ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে মহাব্যবস্থাপক তপন সিনহা মেমোরিযাল হাসপাতালের মেডিকেল স্টাফ ও অন্যান্য চিকিৎসকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং হাসপাতালের কাজকর্ম এবং সেখানে প্রতিদিন কত রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেন। এই পরিদর্শনের সময় প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ অমিতাভ দত্ত এবং অন্যান্য চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। মহাব্যবস্থাপক এই হাসপাতালের সকল চিকিৎসা সুবিধার আরও উন্নতির জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেন। এর ফলে রেলওয়ে সকল সুবিধাভোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা এবং পরিষেবার আরও ভালো ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

পণ্য লোডিংয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিকাশ অর্জন

মালিগাঁও, ১১ এপ্রিল ঃ ভারতীয় রেলওয়ের সবগুলি জোনের মধ্যে পণ্য লোডিং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২য় স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১১.৯৮ মিলিয়ন টন (এমটি) পণ্য লোড করেছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের ১০.৪০ এমটির তুলনায় এটি ১৫.১৯ শতাংশ অধিক। ২০২৩-এর মার্চ মাসে এই

জোনটি ১.১৭২ এমটি পণ্য লোড করেছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের তুলনায় বিগত ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে কয়লা লোডিংয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে ১৮১.২ শতাংশ, যেখানে ডোলোমাইট লোডিংয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে ৯.১ শতাংশ। বিগত বর্ষে সার লোডিংয়ে বৃদ্ধি ঘটেছে ১২.২ শতাংশ, পিওএল লোডিংয়ে ৮.১ শতাংশ, কনটেনার লোডিংয়ে ১৪.৭ শতাংশ এবং অন্যান্য সামগ্রী লোডিংয়ে ১৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। মার্চ, ২০২৩-এ কিছু পণ্য সামগ্রীর লোডিং পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কিছু পণ্য সামগ্রীর লোডিংয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করা হয়েছে। কয়লা লোডিংয়ে ৮.৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে, যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৩২৪ শতাংশ অধিক। সার লোডিংয়ে ৮.৭ শতাংশ, কনটেনার লোডিংয়ে ৩০ শতাংশ এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী লোডিঙে ১৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্যবাহী সেগমেন্টে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের ১০৪৪.০৫ কোটি টাকা আয়ের বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৩৭৩.৫৯ কোটি টাকা আয় করেছে। এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ৩১.৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। পণ্য লোডিংয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্ভাব্য সমস্ত উপায় অনুসন্ধান করছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে পরিচালনা হওয়ার ফলে পণ্যবাহী লোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য সামগ্রীর পরিবহনো বৃদ্ধি লাভ করেছে।

এ বছর বর্ষা হবে স্বাভাবিক, এল নিনোর প্রভাব দেখা যাবে ঋতুর দ্বিতীয়ার্ধে ঃ আইএমডি

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ এ বছর ভারতে বর্ষা হবে স্বাভাবিক। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষার ব্যাপারে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ডিরেক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। তিনি বলেছেন, এ বছর বর্ষা হবে স্বাভাবিক। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, বর্ষার মরশুমে এল নিনোর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে এবং এল নিনোর প্রভাব ঋতুর দ্বিতীযার্ধে দেখা যেতে পারে। **এল নিনো কিঃ** আক্ষরিক অর্থে এলনিনো মানে ছোট্ট ছেলে। স্প্যানিশ ভাষায় বলা হয় ছোট্ট যীশু। ১৬০০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার মৎস্যজীবীরা প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরে এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের বিষয়টি নজরে আনেন। এদিকে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে প্রতি তিন ও সাত বছর অন্তর এই আবহাওয়ার ধরণের বদল ঘটে। বায়ু, সমুদ্র স্রোত, সমুদ্রের ও আবহাওয়ার তাপমাত্রার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া ও বায়োস্ফিয়ারের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জেরে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। **এল নিনো হলে আবহাওয়ার কী পরিবর্তন হয় ঃ** এল নিনোর জেরে ঠান্ডা জল কোনওভাবেই ভৌম তলে আসতে পারে না। এর জেরে জল অস্বাভাবিকভাবে গরম হয়ে যায়। **এল নিনোর প্রভাবে ঠিক কী হতে পারেঃ** উষ্ণ জল মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে মারাত্মক খারাপ প্রভাব ফেলে। গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হতে শুরু করে। আবার তার বিপরীত ঘটনাটিও রয়েছে। এল নিনোর প্রভাবে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ এশিয়ার একাংশে প্রচন্ড খরা পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে সাইক্লোন ও টাইফুনের প্রবনতাও বাড়িয়ে দেয় এই এল নিনো। কার্যত আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে গোটা বিশ্বকে ভুগতে হচ্ছে। এবার ফের এল নিনো ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে ফের আবহাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বদলের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

নগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় হত ৩ বাইক আরোহী, আহত পুলিশ অফিসার

নগাঁও, ১১ এপ্রিল ঃ গতকাল সোমবার রাতে নগাঁও জেলার চাকরিগাঁও এলাকায় সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিস্থিতি ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। উত্তেজিত জনতার হামলায় রবীন ফুকন নামের ট্রাফিক পুলিশের এক অফিসার আহত হয়েছেন। উত্তেজিত জনতা এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর চালাচ্ছেন। এদিকে দুর্ঘটনার পর অকুস্থলে নগাঁও জেলার সাধারণ ও ট্রাফিক পুলিশ সহ নিরাপত্তা বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে একাংশ স্থানীয় মানুষ পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলে এক সময় পুলিশের গাড়িতেও হামলা চালান। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে আহত হয়েছেন পুলিশ অফিসার রবীন ফুকন। জানা গেছে, গতকাল রাতে চাকরিগাঁও এলাকায় দণ্ডায়মান একটি ট্রাকের পিছন দিকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে তিন আরোহীবাহী বাইক। সংঘর্ষ এত তীব্র ছিল যে ঘটনাস্থলে তিন বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়।

ক্ষমতা বাড়াচ্ছে উত্তর কোরিয়া, আরও 'আক্রমণাত্মক' যুদ্ধ প্রস্তুতির আহ্বান কিমের

উত্তর কোরিয়া, ১১ এপ্রিল ঃ উত্তর কোরিযার নেতা কিম জং উন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আগ্রাসনের পদক্ষেপকে মোকাবিলা করার জন্য 'আরও বাস্তব এবং 'আক্রমণাত্মক' পদ্ধতিতে দেশের যুদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় মিডিয়া কেসিএনএ এই খবর জানিয়েছে। কেসিএনএ জানিয়েছে কিম সোমবার অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনের একটি বর্ধিত সভায় 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পুতুল

বিশ্বাসঘাতকদের আগ্রাসি যুদ্ধ শুরু করার ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য নিজের দেশের যুদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জোরদার করার চলমান প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করার সময় এই মন্তব্য করেন'। মিত্র শক্তির যৌথ সামরিক মহড়ার সাম্প্রতিক সিরিজের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে উত্তর কোরিয়া। এই মহড়াকে কেসিএনএ বলেছে যে 'একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের' প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যা পিয়ংইয়ংকে সামরিক বিকল্প সহ 'শক্তিশালী ব্যবহারিক পদক্ষেপ' অন্বেষণ করতে বাধ্য করেছে। KCNA বলেছে, কিম 'দ্রুতগতিতে' এবং 'আরও ব্যবহারিক এবং আক্রমণাত্মক' পদ্ধতিতে দেশের যুদ্ধ প্রতিরোধকে শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা আরও জানিয়েছে যে বৈঠকে কিম বলেন, 'এমনভাবে বিভিন্ন সামরিক অ্যাকশন প্রস্তাবনা প্রস্তুত করার জন্য যন্ত্রপাতির জন্য ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যাতে শত্রুর কাছে প্রতিরোধের কোনও উপায়না থাকে'। দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন বাহিনী মার্চ মাস থেকে বার্ষিক বসন্তকালীন মহড়া শুরু করেছে। এর মধ্যে একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী, B-1B এবং B-52 বোমারু বিমান এবং পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের প্রথম বৃহৎ আকারের উভচর অবতরণ ড্রিলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তর কোরিয়া সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বিভিন্ন সামরিক কার্যকলাপও চালিয়েছে। তারা নতুন ছোট পারমাণবিক ওয়ারহেড উন্মোচন করেছে। এছাড়াও তাঁরা একটি পারমাণবিকভাবে সক্ষম আন্ডারওয়াটার অ্যাটাক ড্রোন পরীক্ষা করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনও জায়গায় আঘাত করতে সক্ষম একটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।

দেশের সশস্ত্র বাহিনী যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম ঃ রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ সীমান্তের দাযিত্ব ছাড়াও যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথেষ্ট সক্ষম ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। এই মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, নিজেদের প্রতিশ্রুতি এবং শৃঙ্খলার জন্য বিশ্বের মধ্যে সেরা ও অনন্য উদাহরণ ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের সভায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। কোভিড মহামারী চলাকালীন সমাজের সেবা করার জন্য প্রাক্তন সেনাদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন তিনি। রাজনাথ সিং বলেন, এই সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকরা দেশের যে কোনও দুর্যোগ মোকাবিলায় অবদান রাখতে সদা প্রস্তুত। মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, প্রাক্তন সেনারা জাতীয় সম্পদ এবং দেশ তাঁদের জন্য গর্বিত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, কিছু রাজ্য প্রাক্তন সেনাদের জন্য নতুন চাকরি তৈরির জন্য নতুন উদ্যোগ নিয়েছে, যদিও এর জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার। তিনি আরও বলেছেন, সৈনিক কল্যাণ এবং কল্যাণ প্রকল্পগুলি রাজ্য এবং জেলা স্তরের সৈনিক কল্যাণ বোর্ডগুলি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে, দেশে ৩৪টি রাজ্য সৈনিক এবং ৪০৯ টি জেলা সৈনিক অফিস রয়েছে।

রেস্তোরাঁয় নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি তালিবান সরকারের

কাবুল, ১১ এপ্রিল ঃ একে-একে নিবিছে দেউটির মতো আফগানিস্তানে মেয়েদের মুখের উপর একে-একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দরজা। এবার বন্ধ হল রেস্তোরাঁর দরজা। আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে বাগান ও খোলা সবুজ জায়গায় অবস্থিত রেস্তোরাঁয় মেয়েদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল তালিবান। ধর্মীয় নেতারা এই ধরনের জায়গায় নারীপুরুষের খোলামেলা মেলামেশা নিয়ে অভিযোগ তোলার পরে এই সিদ্ধান্তে আসে তালিবান। কেন এই বিধিনিষেধ? জানা গিয়েছে, মহিলাদের হিজাব না-পরে আসা ও ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার কারণেই এ বিধিনিষেধ। তবে এই নিষেধাজ্ঞা শুধু হেরাত প্রদেশের খোলা সবুজ জায়গা-সহ রেস্তোরাঁগুলির ক্ষেত্রেই আপাতত প্রযোজ্য। রাষ্ট্রসংঘ বলেছে, মহিলাদের চাকরিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকে ৩৩০০ নারী ও পুরুষ কর্মহীন হয়ে প।ছেন সেখানে। তালিবান ক্ষমতা দখলের পর থেকে আফগানিস্তানে নারীদের পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে কাজকর্ম করা ও ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এ বছরের ২৩ মার্চ সব স্কুল খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তালিবান। বদলে সেদিনই

মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ করে দেয় তারা। এই সব স্কুল আবার কবে খুলবে বা নিষেধাজ্ঞা কত দিন ধরে চলবে, তা নিয়ে ধন্দ বিপুল। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পার্ক, ব্যায়ামাগারের মতো জনসমাগমস্থলে মেয়েদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। আর ঠিক এই প্রেক্ষিতে রেস্তোরাঁতেও মেয়েদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এল। ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতা দখলের পর থেকে এখনও পর্যন্ত তালিবানের এটিই সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা। তবে হেরাতে নিযুক্ত আফগানিস্তানের নৈতিকতা-বিষয়ক বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা বাজ মোহাম্মদ নাজির বলেছেন, হেরাতের যেসব রেস্তোরাঁয় এই ধরনের খোলা প্রাঙ্গণ রয়েছে এবং পুরুষের প্রবেশাধিকার রয়েছে, শুধু সেই সব রেস্তোরাঁতেই নারী ও পরিবারের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই বিধিনিষেধ শুধু খোলা জায়গার, যেমন পার্কের রেস্তোরাঁগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের বারবার অভিযোগের পর রেস্তোরাঁগুলিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। হেরাতে নৈতিকতা-বিষয়ক বিভাগের প্রধান আজিজুররহমান আল মুহাজির বলেন-- এসব জায়গা আসলে পার্কের মতো, এগুলোয় রেস্তোরাঁ নাম দেওয়া হয়েছে। সেখানে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে কাজ করছেন। এখন এগুলির নাম সংশোধন করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ একসঙ্গে যান-- এমন পার্কগুলিকেই পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

গেহলট সরকারের বিরুদ্ধেই অনশনে শচীন পাইলট, মুখ পুড়ছে কংগ্রেসের

জয়পুর, ১১ এপ্রিল ঃ রাজস্থানের প্রাক্তন উপ- মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট নিজ দলের সরকারের বিরুদ্ধেই অনশন করলেন। মঙ্গলবার জয়পুরের শহিদ স্মারক স্থলে দিনব্যাপী অনশন করেছেন শচীন পাইলট। তিনি পূর্ববর্তী বসুন্ধরা রাজে সরকারের আমলে রাজ্যে কথিত কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবি করছেন। শচীন অভিযোগ করেন, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়ার দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেনি বর্তমান সরকার। শচীনের কথায়, তিনি যখন রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, তখন থেকেই বসুন্ধরা রাজে সরকারের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তবে তাঁর দল সরকারে আসার পরও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। অনশন শুরু করার আগে, মহাত্মা গান্ধী এবং মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের প্রতিকৃতিতে ফুল নিবেদন করেন পাইলট। অনশনস্থলে পাইলটের বিপুল সংখ্যক সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, রাজ্য পার্টির ইনচার্জ সুখজিন্দর সিং রনধাওয়া একটি বিবৃতি জারি করে পাইলটের অনশনকে দলের স্বার্থের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন এবং এটিকে 'দলবিরোধী কার্যকলাপ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সরকারের সঙ্গে শচীনের কোনও সমস্যা থাকলে তিনি দলের প্ল্যাটফর্মে আলোচনা করতে পারেন। স্বাভাবিকের শচীনের অনশনে মুখ পুড়ছে কংগ্রেসের।

ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মোদী সরকার ঃ অমিত শাহ

ইটানগর, ১১ এপ্রিল ঃ ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের জন্য নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চিন সীমান্তঘেঁষা আনজাও জেলার কিবিথু গ্রামে এদিন মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী চাওনা মেইন, পরিষদীয় মন্ত্রী বামাং ফেলিক্স, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বিয়ুরাম বহগে, সাংসদ তাপির গাও বিধায়ক দাচাংলু পুল এবং রাজ্য পুলিশ, আইটিবিপি ও সাধারণ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক সহ স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে আয়োজিত প্রাতঃরাশ অনুষ্ঠানে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুদিনের সফরসূচি নিয়ে অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত কাল তিনি অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চিন সীমান্তঘেঁষা আনজাও জেলার কিবিথু গ্রামে 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম', 'গোল্ডেন জুবিলি বর্ডার ইলুমিনেশন প্রোগ্রাম'-এর অধীনে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের নির্মিত নয়টি মাইক্রো হাইডেল প্রকল্প সহ লিকাবালি (অরুণাচল প্রদেশ), চাপরা (বিহার), নুরানাদ (কেরালা) এবং বিশাখাপত্তনমে (অন্ধ্রপ্রদেশ) পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর বহু প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন। আজকের বৈঠকে গতকালের মতো ফের চিনের দিকে আঙুল তুলে অমিত শাহ বলেন, ভারতে যতদিন মোদী সরকার রয়েছে, এক ইঞ্চি দূরের কথা, কেউ আমাদের সুচাগ্র জমিও দখল করতে পারবে না। আমাদের দেশের দিকে কুনজর দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না কেউ। সে দিন অতীত, যেদিন ভারতের মাটিতে আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করত প্রতিবেশী রাষ্ট্র। আজ আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নাগরিদকদের ক্ষমতায়ন ও দৈনন্দিন জীবনশৈলী উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করছে মোদী সরকার। কিবিথু গ্রাম থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে অসমের ডিব্রুগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

চিনা সেনাবাহিনীর নির্মাণ কাজ ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়েছে

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল ঃ কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ডোকলাম মালভূমির কাছে পিএলএ-এর যোগাযোগ টাওয়ার এবং সৈন্যদের জন্য প্রায় ১০০০ টি অস্থায়ী শেড নির্মাণ করে ভারতের জন্য উদ্বেগ বাড়িয়েছে চিন। ভারত-চিন-ভুটান ডোকলাম ট্রাই- জাংশন থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে, যেখানে ভারত ও চিন ২০১৭ সালে রাস্তা নির্মাণ নিয়ে তীব্র সামরিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল দুই দেশের মধ্যে। সে সময় দুই দেশের সেনাবাহিনী টানা ৭৩ দিন মুখোমুখী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এটি ভুটানের আমো চু নদী উপত্যকায় নির্মিত হয়েছে, যেখান থেকে ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর সরাসরি লাইনে রয়েছে। এই চিনা নির্মাণ কাজের ছবি এখন সামনে এসেছে, যেখানে আমো চু নদী উপত্যকায় পিএলএ সৈন্যদের জন্য যোগাযোগ টাওয়ারের পাশাপাশি অস্থায়ী ঘাঁটি দেখানো হয়েছে। এখানে হাজার হাজার পিএলএ সৈন্যদের থাকার জন্য সাম্প্রতিক মাসগুলিতে প্রায় ১,০০০ টি স্থায়ী সামরিক কুঁড়েঘর এবং বেশ কয়েকটি অস্থায়ী শেড তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ২০০৭ সালে ডোকলামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কঠোর প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের মুখোমুখি হওয়ার পর, পিএলএ একটি বিকল্প পথ দিয়ে একই পাহাড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, যাতে এটি ডোকলামের পশ্চিমে ভারতীয় প্রতিরক্ষাকে বাইপাস করতে পারে। ডোকলাম একটি বিচ্ছিন্ন মালভূমি যা ২০১৭ সালের আগে চিন বা ভুটানের নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা খুব কমই টহল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে গতিরোধের পরে, এলাকাটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চিন সরকার ১৯৬০-এর দশকে ভুটান, সিকিম এবং লাদাখকে 'একীভূত' তিব্বতের অংশ হিসেবে দাবি করেছিল। বিপরীতে, ভারতীয় সামরিক বাহিনী বিশ্বাস করে যে ডোকলামের পশ্চিমে চিন-নিয়ন্ত্রিত ভুটানি ভূখণ্ডে যেকোনও কার্যকলাপ ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলবে। ভারতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডোকলাম মালভূমিরনিয়ন্ত্রণ চিনকে কৌশলগত সুবিধা দেবে। সিকিমের নাথু লা এবং চো লা পর্বত গিরিপথ নিয়ে ১৯৬৭ সালে ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের পর, চিনা সামরিক বাহিনী সিকিমের ডংক্যা পর্বতশ্রেণীতে ভারতীয় সীমানাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা সিকিম এবং ভুটানের মধ্যে অবস্থিত।

Name Change

I, RAJ KR BALMIK (old name) S/o RAM K BALMIKI (Old Name) resident of 1, KYD ST KOLKATA (M CORP.), KOLKATA 700016 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) RAJKUMAR BALMIKI S/o RAM KHILADI BALMIKI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st class Judicial Magistrate at Kolkata on 11/04/2023. RAJ KR BALMIKI S/o RAM K BALMIKI and RAJKUMAR BALMIKI S/o RAM KHILADI BALMIKI all are same and one identical person.

Name Change

I, ISHA MONDAL (old name) D/o ESTER ALEXANDER resident of 4/3. PODDER NAGAR COLONY JODHPUR PARK KOL 68 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ISHA ALEXANDER, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 11/04/2023. ISHA MONDAL and ISHA ALEXANDER all are same and one identical person.

Name Change

I, RAMAN KR MONDAL (old name) S/o R B MONDAL (Old Name) resident of 128 PRINCE ANWAR SHAH RD KOLKATA 700045 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) RAMAN KUMAR MANDAL S/o KAILU MANDAL, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st class Judicial Magistrate at Kolkata on 11/04/2023. RAMAN KR MONDAL S/o R B MONDAL and RAMAN KUMAR MANDAL S/o KAILU MANDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, RAJKUMAR MAJHI (old name) S/o A S MAJHI (Old Name) resident of 6/1A DEBENDRA LAL KHAN ROAD BHOWANIPORE KOLKATA- 700025 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) RAJ KUMAR MANJHI S/o KESHAR MANJHI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st class Judicial Magistrate at Kolkata on 11/04/2023. RAJKUMAR MAJHI S/o A S MAJHI and RAJ KUMAR MANJHI S/o KESHAR MANJHI all are same and one identical person.

Name Change

I, PALLAVI DAS (old name) W/o PRAHLAD DAS resident of Dafarpur Bakultala, Domjur, Howrah - 711405 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PALLABI DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11/04/2023. PALLAVI DAS and PALLABI DAS all are same and one identical person.

Name Change

I, JOY BARUI (old name) S/o JATIN BARUI resident of MONDAL PARA, JOYPUL, PS- Duttapukur, NORTH 24 PARGANAS- 743234 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JAY BARUI, vide an affidavit sworn before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 11/04/2023. JOY BARUI and JAY BARUI all are same and one identical person.

Name Change

I, MD AHMED ALI GAZI (old name) S/o LATE MOHAMMED YUSUF ALI resident of Nandagarh, PO- Kazipara, PS- Barasat, North 24 Parganas, Pin- 700124 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD AHMED ALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/03/2023. MD AHMED ALI GAZI and MD AHMED ALI both are same and one identical person.

Name Change

I FEROZAHON NISA KHATUN D/O MD MUNSUR ALI BISWAS R/O SAHID NITYANANDA NAGAR, RANAGHAT, NADIA- 741201 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FEROZAHON NISA BISWAS MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2023.

Name Change

I, JAHANUR KHATUN BIBI W/O MD MUNSUR ALI BISWAS R/O SAHID NITYANANDA NAGAR, RANAGHAT, NADIA-741201 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHANUR BIBI BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/03/2023.

Name Change

I , Sakh Anisur Rahaman S/O- Sekh Atiyar Rahaman @ SK Ataur Rahaman @ Ataur Rahaman resident of Dakshin Radhakantapur, P.O.- Memari, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, W.B.- 713146, shall henceforth be known as 'SEKH ANISUR RAHAMAN' vide an affidavit before the Judicial Magistrate first class at Burdwan on 10/04/2023.

Name Change

I NEELAM DEVI BAID W/O NARESH KUMAR BAID R/O A-804, AAKASH AVENUE, BHIMRAD ALTHAN ROAD, ALTHAN, SURAT, GUJARAT - 395017 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NILAM DEVI BAID VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/04/2023.

ফের শক্তিগড়ে যুবককে কুপিয়ে খুন

কালনা থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার খুনি

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১১ এপ্রিল ঃ কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা খুনের ঠিক ১০ দিনের মধ্যেই ফের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী শক্তিগড়। সোমবার রাতে তন্ময় মালিক নামে এক যুবকের যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে এলাকার মাঠ থেকে। ওই যুবকের সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সোমবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের হীরাগাছি এলাকায়। দেহ উদ্ধার করে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনা খুন। তবে গোটা বিষয়টি নিশ্চিত হতে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা গ্রামে। ওই যুবক চন্দননগরে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু রাতে মাঠের মাঝখানে তাঁর ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কে বা কারা খুন করল তা বুঝতে পারছে না মৃত যুবকের পরিবার। ওই যুবকের বাড়ি হীরাগাছির ঘোষপাড়ায়। ওই যুবক চন্দননগরে তাঁর মায়ের কাছে থাকতেন। সোমবার চন্দননগর যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। মোটরবাইকে করে হীরাগাছি রেল গেটের কাছে তাঁকে নামিয়ে দেন তাঁর বাবা তাপস মালিক। সেখান থেকে ছেলের চন্দননগর যাওয়ার কথা ছিল বলে জানান তাপসবাবু। পরিবার সূত্রে খবর, ওই যুবককে ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসেন বাবা তাপস মালিক। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর কাছে ফোন আসে। তখন তাপসবাবু ছুটে গিয়ে দেখেন মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে ছেলের নিথর দেহ। স্থানীয় বাসিন্দারা এই মাঠের মধ্যে তাঁর ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে ফোন করে খবর দেন। মৃত যুবকের বাবা তাপস মালিক জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে আইটিআই পাশ করেছিলেন সম্প্রতি। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতের নাম তন্ময় মালিক (১৯)। তন্ময়ের মৃতদেহের পাশে তাঁরই এক বন্ধুর ব্যাগ মিলেছে। পিন্টু মুর্মুকে কালনার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা দেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ খুনের ঘটনার কারন জানতে চাইছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার আঘাত করা হয়েছে তন্ময়ের শরীরে। তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে গোটা বিষয়টি পরিস্কার হবে। তন্ময় আইটিআই পাশ করে একটি সংস্থায় তন্ময় কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ঠাকুমা তারা মালিক। তন্ময় নিয়মিত হিরাগাছিতে তাঁর বাবা তাপস মালিক-সহ অন্যদের কাছেও আসতেন। এখানে এক বন্ধুর বাড়িতেও মাঝেমাঝে থাকতেন। তারা মালিক জানান, এদিন ভোরে তন্ময় হিরাগছির বাড়িতে এসেছিল। প্রতিষেধকের শংসাপত্র প্রয়োজন বাইরে চাকরিতে যাওয়ার জন্য। সেটা করাতেই এখানে এসেছিল বলে তারাদেবী জানান। তন্ময়ের বাবা তাপস মালিক বলেন, এদিন বিকেলে ট্রেন ধরে চন্দননগর যাওয়ার কথা ছিল ছেলের। বিকেলে বাবার বাইকে চেপে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ধরবে বলে আমার বাইক থেকে নেমে যায়। আমিও চলে যাই। তারপর এমন ঘটনা ঘটতে পারে বুঝতে পারিনি। ঘটনাস্থল থেকে আততায়ীর সাইকেল উদ্ধার হয়েছে।

চৈত্রের শেষ লগ্নে তীব্র দাবদাহে দক্ষিণ দিনাজপুরে অতিষ্ঠ জীবন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১১ এপ্রিল ঃ সপ্তাহজুড়ে চলা তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ জনজীবন। হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঘরে বাইরে কোথাও মিলছে না স্বস্তি। দেশের ওপর দিয়ে তাপ প্রভাবের কারণে এই তীব্র গরম অনুভূত হচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এক সপ্তাহের মধ্যে তাপমাত্রা কমার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে। দিন আর রাত নেই, তীব্র গরমের অসহনীয় কষ্ট এখন রাজ্যবাসীর নিত্য সঙ্গী। পঞ্জিকার হিসেবে চলছে চৈত্রের শেষ সপ্তাহ এরপর বৈশাখ মাস বাংলা পঞ্জিকার ১৪৩০ নববর্ষ বরন হবে আর কয়েকদিন পরে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকে বিদায় জানাতে এখনও প্রায় ২ মাস বাকি। গ্রীষ্মের গরম ঠিকই রয়েছে কিন্তু বৈশাখী ঝড় বা বৃষ্টির দেখা নেই। দিনে মাথার উপর তপ্ত সূর্য আর রাতে ঘরের মধ্যে গরম বাতাসের ভ্যাপসা অনুভূতি। স্বস্তি নেই কোথাও। প্রত্যাশা শুধু একটু বৃষ্টির। গত এক সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় যেখানে ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ২৮-২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। অর্থাৎ রাত আর দিনের তাপমাত্রার পার্থক্য মাত্র ৭ থেকে ৮ ডিগ্রী। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রাজ্যবাসীকে এই পরিস্থিতি সহ্য করতে হতে পারে আরও কিছুদিন। তবে বৃষ্টির অপেক্ষায় অপেক্ষারত রাজ্যবাসী সহ জেলাবাসীরা, হাওয়া অফিস আরো জানায় এই সময়ের মধ্যে বৃষ্টির দেখা মেলার সম্ভাবনাও কম। আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে, গত বছরে একই সময়ে গড় যে তাপমাত্রা ছিল, এ বছর তা গড়ে ৫ থেকে ৬ ডিগ্রী বেশি। এদিকে, শুধু রাজ্য নয়, সারাদেশে দাবদাহের চিত্র একইরকম। কাঠফাটা রোদে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সব শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা। দাবদাহ থেকে পরিত্রাণ পেতে বৃষ্টির জন্য ভগবানকে কাতর ও করুন ভাবে ডাকছেন অনেকে। গত কয়েকদিনের চলমান তাপ প্রবাহে দক্ষিন দিনাজপুর জেলার মানুষদের পাশাপাশি পশু-পাখিদের প্রাণও হয়ে উঠেছে ওষ্ঠাগত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট, মহকুমা গঙ্গারামপুর, তপন, কুমারগঞ্জ, হিলি, হরিরামপুর, কুশমন্ডি ও বুনিয়াদপুরে প্রচণ্ড রোদ ও ভ্যাপসা গরমে একরকম স্থবির হয়ে পড়েছে মানুষের কর্মজীবন। চলতি বছর জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪০ দশমিক ১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এ অবস্থায় গরম জনিত নানা রোগ-বালাই থেকে রক্ষা পেতে শিশুদের তরল খাবার এবং ঠাণ্ডা জায়গায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। প্রখর রৌদ্র ও তাপদাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছেন সকলেই। দুর্বিসহ দাবদাহের গরমে বিপাকে পড়েছে পথচারী ও খেটে খাওয়া মানুষেরা। জরুরী কাজ না থাকলে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না কেউই। অনেকেই রাস্তার পাশের শরবত ও আখের রস, নামিদামি কোম্পানির ঠান্ডা পানীয় অথবা বরফ খেয়ে মেটাচ্ছেন তৃষ্ণা। তবে আপাতত সকলেই এই গরম থেকে রেহাই পেতে বৃষ্টির জন্য চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষা করছেন তা বলাই বাহুল্য।

সিপিএমের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সিপিএম কর্মী- সমর্থকদের তৃণমূল করতে চাপ দিচ্ছেন থানার ওসি। এমনি মারাত্মক অভিযোগ তুলে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএম। এরপর ছয়দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয় ময়ূরেশ্বর সার্কেল ইন্সপেক্টরের হাতে। সিপিএমের অভিযোগ বিভিন্ন ঘটনায় সিপিএম কর্মীদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে তৃণমূল করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামে গিয়েও একই ভাবে চাপ দিচ্ছেন ওসি পার্থ কুমার ঘোষ। প্রতিবাদে এদিন থানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম। দলের জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জিব বর্মন বলেন, থানার ওসি ময়ূরেশ্বর ২ নম্বর ব্লক এলাকায় তৃণমূলের নেতা হিসাবে কাজ করে চলেছেন। কখন থানায় ডেকে আবার কখন তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গিয়ে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের হুমকি দিয়ে বলছেন তৃণমূল করতে হবে। আমি (ওসি) যতদিন এই থানায় রয়েছি ততদিন দিদির দল করতে হবে। অন্য কোন দল করা যাবে না। এরই বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ। সিপিএম কর্মী দাসপলসা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুনা গ্রামের বাসিন্দা আসারুল শেখ বলেন, আমাদের গ্রামে একটা ঝামেলা হয়েছিল। এরপরেই পুলিশ আমাদের থানায় ডেকে বলছে এখানে তৃণমূল করতে হবে। আমি যতদিন আছি অন্য দল করা যাবে না। মন্টু শেখ নামে আরেক সিপিএম কর্মী বলেন, আমরা গ্রামে পার্টি অফিসে পিকনিক করছিলাম। ওসি গিয়ে বলেন এখানে পিকনিক করা চলবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল করতে হবে। তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এভাবেই হুমকি দিচ্ছেন পুলিশ অফিসার। যদিও সিপিএমের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওসি পার্থ কুমার ঘোষ। সিপিএম ওসির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তৃণমূলের ময়ূরেশ্বর অঞ্চল সভাপতি মুর্শেদ শেখ ওরফে মোশারফ। তিনি বলেন, ওসি খুব ভালো কাজ করছেন। বিরোধীদের সংগঠন নেই তাই বাজার গরম করতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

শহর স্বচ্ছ রাখতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়িকে আবর্জনা মুক্ত করার লক্ষ্যে নামানো হলো পে-লোডার। শহরকে আবর্জনা মুক্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার দুটি পে-লোডার গাড়ি নামানো হলো। এদিন দুটি পে-লোডার গাড়ির সূচনা করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পরিষদ মানিক দে এবং পুরনিগমের কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব জানান শহরকে শূন্য আবর্জনা পরিনত করাই হলো আমাদের লক্ষ্য। ১০৭টি গাড়ি নিয়ে পথচলা শুরু করেছিল তৃণমূল পুরবোর্ড। বর্তমানে গাড়ির সংখ্যা ১৮৯টি। এই সমস্ত গাড়ি সর্বক্ষণ শহরের আবর্জনা পরিষ্কারের সেবায় নিযুক্ত থাকবে।

সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গ্রামের রাস্তা

রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ গতির ধাক্কায় বিপন্ন গ্রাম। যোগাযোগের স্বার্থে জাতীয় সড়ককে ঝাঁ চকচকে করে তোলা হচ্ছে। ওই সড়ক দিয়ে নাকি হু হু গতিতে চলবে যানবাহন! কিন্তু সেই সড়কের জন্যই নীচু হয়ে পড়েছে গ্রামে ঢোকার মূল রাস্তা। সেই রাস্তাটুকু পিচের করে দেওয়ার জন্য জাতীয় সড়ক নির্মাণের ঠিকাদার কর্তৃপক্ষের কাছে বারংবার আবেদন জানিয়েছিলেন গ্রামের মানুষজন। কিন্তু তাঁদের আবেদন তোয়াক্কা করেনি ঠিকাদার কর্তৃপক্ষ। তারই জেরে মঙ্গলবার রাস্তা অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় চাঁচলের সাহুরগাছি বিদ্যানন্দপুরে। এদিকে গ্রামের বুক চিরে তৈরী হয়েছে জাতীয় সড়ক। কিন্তু সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ হলেও গ্রামের রাস্তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যার জেরে সমস্যায় পড়েছেন এলাকাবাসী। সামনেই বর্ষাকাল। খানাখন্দ রাস্তায় চলাচল করলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকছেই।আর খড়ায়ে ধুলোবালির উপদ্রব লেগেই থাকে। সমস্যা সুরাহার দাবিতে জাতীয় সড়কে বসে প্রখর রৌদ্রে অবস্থান বিক্ষোভ করেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা, আসেন চাঁচল থানার পুলিশ কর্মীরাও। ঠিকাদারের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভকারীরা। তাদের দাবি, গ্রামে ঢোকার রাস্তা জাতীয় সড়ক থেকে অনেকটাই নীচু হয়ে পড়েছে এবং খানাখন্দ অবস্থায় রয়েছে। সড়ক কর্তৃপক্ষকে পিচ দিয়ে মেরামতের করার কথা জানানো হলেও কোনো কর্ণপাত করেননি।মাঠ থেকে ফসল কেটে বাড়ি নিয়ে যেতে পারছি না। জমির ফসল মাথায় করে বাড়ি নিয়ে ফেরা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই জাতীয় সড়কের রাস্তা গ্রামের রাস্তার সঙ্গে সংযোগ রাখতে হবে। এই দাবিতে ৪-৫ টি গ্রামের মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। যদিও এবিষয়ে জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী ঠিকাদার শংকর সাধু জানান, গ্রামের রাস্তার সাথে জাতীয় সড়কের যে সংযোগ রাখতে হবে এমন কোনো কাজের নির্দেশ নেই আমাদের কাছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি অনুযায়ী গ্রামের রাস্তা ১০ মিটার করে জাতীয় সড়কের রাস্তর সাথে পিচ দিয়ে সংমিশ্রণ করতে হবে। তবুও আমরা তাদের আশ্বাস দিয়েছি সেই কাজটি করে দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু গ্রামবাসীরা আজ অহেতুক কাজ আটকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। আমি পুলিশকে জানিয়েছি বিষয়টি, পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১১ এপ্রিল ঃ সোমবার গভীর রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, সবই আসলে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফল! ঘটনা ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আরও একটি বোমা। তদন্ত শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের পচাগড়ের অঞ্চল সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস সংবাদমাধ্যমকে জানান, সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তাই সারাদিনই দলের কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে তাঁকে। সোমবার রাতে দলীয় সহকর্মীরা তাঁর বাড়িতে আসেন। প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে সংগঠন ও ভোটের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা চলে। এরপর রাত প্রায় পৌনে একটা নাগাদ শুতে যান সঞ্জয়। ঘুমিয়ে পড়েন। এক বিকট ও ভয়াবহ শব্দে ঘুম ভাঙে রাত পৌনে দু'টো নাগাদ। সঞ্জয়ের দাবি, ঘুম চোখে প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে তিনি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে বের হন। দেখেন, দরজার বাইরে, উঠোনে ধোঁয়া ভরে গিয়েছে! চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সুতলি দড়ি, টিনের টুকরো প্রভৃতি! সঞ্জয় বুঝতে পারেন, বোমা ফেটেছে! তাঁর দাবি, কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে! এর জন্য প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকেই দায়ী করেন তিনি। সঞ্জয়ের অভিযোগ একবাক্যে খারিজ করে দিয়েছেন জেলা বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি শেখর রায়। তাঁর পালটা দাবি, এই এলাকায় তৃণমূলের অন্তত তিনটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন গোষ্ঠীর লোক টিকিট পাবে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে কোন্দল। এই বোমাবাজিও তারই ফসল! এর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।

স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ এপ্রিল ঃ মানিকচক ব্লক প্রশাসনিক চত্বর সৌন্দর্যায়নের উদ্যোগ প্রশাসনের। আর এই সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তির উন্মোচন করলেন প্রশাসনিক কর্তারা। মঙ্গলবার ব্লক প্রশাসনিক ভবন চত্বরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের এই মূর্তির উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা শাসক নিতিন সিংহানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, মানিকচক বিধানসভার বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র, মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিতা মন্ডল, মানিকচক ব্লক বিডিও শ্যামল মন্ডল, মানিকচক থানার আইসি পার্থসারথী হালদার সহ ব্লক প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ভূতনির আগুনে পুড়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি পরিবারের হাতে সরকারি ত্রাণ তুলে দেন প্রশাসনের কর্তারা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ছাত্রীদের হাতে খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এরপর ব্লক চত্বরে গড়ে তোলা স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণমূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়।

DENTAX (INDIA) LIMITED

Registered Office: MMS Chambers, 4A, Council House Street, 1st Floor, Room No.D1, BBD Bag, Kolkata – 700 001
Tel. No. +91-033 1001198I; **E-mail:** dentaxindialtd@gmail.com; **Website:** www.dentaxindialtd.com **CIN:** L51109WB1984PLC037960

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

This Pre-Offer Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is issued by Kunvarji Finstock Private Limited **('Manager to the Offer')**, for and on behalf of Cabana Management Consultancy Private Limited ('Acquirer 1'), Mr. Sumit Govind Sharma ('Acquirer 2'), Ms. Priya Sumit Sharma ('Acquirer 3') and Ms. Koushal Govindprasad Sharma ('Acquirer 4')(Hereinafter Jointly Called As The 'Acquirers')pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended **['SEBI (SAST) Regulations,']**, in respect of the Open Offer to acquire 26,20,363 (Twenty-Six Lakhs Twenty Thousand Three Hundred Sixty Three) Equity Shares of ₹10/- each of Dentax (India) Limited **('Target company' or 'TC')** representing 26% Of Emerging Voting Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement **('DPS')** with respect to the aforementioned Open Offer was made on January 18, 2023, in Financial Express (English), Duranta Barta (Bengali) and Jansatta (Hindi).

Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following:

1. **Offer Price:** The Offer is being made at a Price of ₹10/- (Rupees Ten only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors:** A Committee of Independent Directors of the TC ("IDC") published its recommendation on the offer on April 11, 2023, in Financial Express (English), Duranta Barta (Bengali) and Jansatta (Hindi).The IDC is of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision.
3. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations.
4. The Letter of Offer**('LoF')** was mailed on April 5, 2023,to all the Public Shareholders of the Target Company, who's E-MailsIDs are registered and physical copies were dispatched on April 5, 2023,to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on March 27, 2023.**('Identified Date')**.
5. Please note that a copy of the LOF (which includes the Form of Acceptance) is also available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), the Target Company (www.dentaxindialtd.com.), the Registrar to the Offer (www.purvashare.com), the Manager to the Offer (www.kunvarji.com), CSE (www.cse-india.com), from which the Public Shareholders can download/print the same.
6. There are currently no outstanding convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date. There has been no merger/ de-merger or spin-off in the Target Company during the past three years.
7. As of the date, the composition of the Board of Directors of Dentax (India) Limited are as under:

Sr.	Name	Designation	DIN	Date of Appointment
1	Smt Nita Agarwal	Whole-Time Director	07092762	30/03/2015
2	Shri Kailash Dhanuka	Non-executive- Independent	00983370	30/08/2018
3	Shri Pankaj Dhanuka	Non-executive- Independent	03183386	01/09/2014
4	Shri Ashish Goenka	Non-executive- Independent	06985775	15/03/2019
5	Shri Kiran Thakural	Non-executive- Independent	00329168	24/03/2023

8 **Instructions for Public Shareholders:**

A. **In case of Equity Shares are held in Physical Form:**
The Public Shareholders who are holding Physical Equity Shares and intend to participate in the Open Offer shall approach the seller broker. The seller broker should place bids on the Designated Stock Exchange platform with relevant details as mentioned on physical shares certificate(s). The selling broker shall print TRS generated by the exchange bidding system. TRS will contain the details of the order submitted folio no., certificate no., Dist. no., the number of Equity Shares etc. and such Equity Shareholders should note Physical Equity Shares will not be excepted unless the complete set of documents as mentioned on page 27 is submitted. Acceptance of the Physical Equity Shares for the Open Offer shall be subject to verification by the Registrar & Transfer Agent (RTA). On receipt of the confirmation from the RTA, the bid will be accepted otherwise it would be rejected and accordingly the same will be depicted on the Exchange platform.

B. **In case of Equity Shares are held in the Dematerialized Form:** eligible person(s) may participate in the offer by approaching their respective selling broker and tender shares in the Open Offer as per the procedure mentioned on page 27 of the letter of offer.

C. **Procedure for tendering the Shares in case of non-receipt of the Letter of Offer**

9. In case of non-receipt of the LoF, the Public Shareholders holding the Equity Shares may download the same from the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, Manager to the Offer at www.kunvarji.com, the Registrar to the Offer at www.purvashare.comand CSE at www.cse-india.com. Alternatively, they may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all Shareholder(s), stating name, address, the number of Equity Shares held, client ID number, DP name, DP ID number, Folio No. certificate no., Dist. no., no (In case of physical shares) number of equity shares tendered and other relevant documents and other relevant documents as mentioned on page 28 of the LoF.
10. The Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on January 25, 2023, in accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. All observations from SEBI via letter number SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/12066/1 dated March 23, 2023, which was received on March 23, 2023, have been duly incorporated in the Letter of Offer, according to Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
11. There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on January 11, 2023,saves as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
12. As of date, to the best of the knowledge of the Acquirers, no statutory approvals are required for the Offer except as mentioned in the Letter of Offer.
13. The Open Offer will be implemented through Stock Exchange Mechanism made available by the Stock Exchanges in the form of a Separate Window ('Acquisition Window') as provided under the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and SEBI circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 as amended via SEBI circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016. The Acquirers has through whom the purchases and settlement of the Open Offer shall be made during the Tendering period. The detailed procedure for tendering of shares is given in para – 9 "Procedure for Acceptance and Settlement" of the Letter of Offer.
14. Revised Schedule of Activities:

ACTIVITY	DATE AND DAY (AS MENTIONED IN DLOF)	DATE AND DAY (AS MENTIONED IN LOF)
Public Announcement (PA) Date	11/01/2023 Wednesday	11/01/2023 Wednesday
Publication of Detailed Public Statement (DPS) in the newspapers	18/01/2023 Wednesday	18/01/2023 Wednesday
Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	25/01/2023 Wednesday	25/01/2023 Wednesday
Last date for Public Announcement of a competing offer	09/02/2023 Thursday	09/02/2023 Thursday
Identified Date*	20/02/2023 Monday	27/03/2023 Monday
Letter of Offer to be dispatched to Shareholders	27/02/2023 Monday	05/04/2023 Wednesday
Last Date by which the committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation	02/03/2023 Thursday	11/04/2023 Tuesday
Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	03/03/2023 Friday	12/04/2023 Wednesday
Date of publication of offer opening Public Announcement	03/03/2023 Friday	12/04/2023 Wednesday
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	06/03/2023 Monday	13/04/2023 Thursday
Date of expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	20/03/2023 Monday	27/04/2023 Thursday
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	05/04/2023 Wednesday	15/05/2023 Monday

*Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders of the Target Company as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all the Shareholders holding Equity Shares of the Target Company (registered or unregistered) (except all the Acquirers, Sellers and Promoter and Promoter group of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time before the closure of this Offer.

The Acquirers accepts full responsibility for the information contained in this advertisement and also for the obligations of the Acquireras laid down in SEBI (SAST) Regulations 2011. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the all Acquirers

KUNVARJI
Driven By Knowledge

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Registered Office:Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S.G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad- 380051
Corporate Office:05, Ground Floor & 1208-20, 12th Floor, Summit Business Bay, Opp. PVR Cinema, Near Western Express Highway – Metro Station, Andheri(E), Mumbai, Maharashtra - 400093
CIN: U65910GJ1986PTC008979
Contact Person: Mr. Jiten Patel
Tel No.: +91 22 69850000 | F: +91 79 2970 2196 Email: jiten.patel@kunvarji.com SEBI Reg. No. : INM000012564

Date: 12/04/2023
Place: Mumbai

For and on behalf of the all Acquirers
Sd/-
Mr. Sumit Govind Sharma

NIeT-02/MGP/2023-24

Pradhan, Medinipur Gram Panchayat

Invites E-Tenders of 06 nos construction works in Medinipur GP area within **17/04/2023.** Details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Medinipur Gram Panchayat, P.O.-Medinipurgram, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Medinipur Gram Panchayat

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 17 Memo 321/khal/2023
NIeT 18 Memo 322/khal/2023

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wb.etenders.gov.in** website and Last date of submission **18/04/2023(6.00 pm).**

Sd/- Pradhan
Khalagram Gram Panchayat

গনবিজ্ঞপ্তি

রবি বিজনেস সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫, বেন্টিং স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১,
যোগাযোগ নং.-৯০৭৩৯৮০৭৯৪

এতদ্বারা সূচিত করা যায়, কোম্পানির সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশান (সিওআর নং-বি-০৫-০০৭২০) একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসি) অধীন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) হারিয়ে গেছে এবং পাওয়া যাচ্ছে না, তা কোম্পানির কাছে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে রেজিস্টার ঠিকানায় ৫ বেন্টিং স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায়, যদি পেয়ে থাকেন। কোম্পানি জনগনকে সতর্ক করছে সার্টিফিকেটটির অপব্যবহার না করতে নীতিহীন উপায়ে।

গনবিজ্ঞপ্তি

প্রোচেতা কনসালট্যান্ট প্রাইভেট লিমিটেড
১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং-জি-২,
কলকাতা-৭০০০৬৯, যোগাযোগ নং.-৯০৭৩৯৮০৭৯০

এতদ্বারা সূচিত করা যায়, কোম্পানির সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশান (সিওআর নং-বি-০৫-০০৯৭৯) একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসি) অধীন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) হারিয়ে গেছে এবং পাওয়া যাচ্ছে না, তা কোম্পানির কাছে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে রেজিস্টার ঠিকানায় ১ ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং-জি-২, কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায়, যদি পেয়ে থাকেন। কোম্পানি জনগনকে সতর্ক করছে সার্টিফিকেটটির অপব্যবহার না করতে নীতিহীন উপায়ে।

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender (2nd call) for Purchase of 4 Nos. Bolero Pick up Van vide **ID No. 2023_MAD_507931_1.** eBid submission end date-**03-05-23.** Details information will be available from the website **i) http://wbtenders.gov.in ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Roads), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/273/2022-2023 (1st call)
Name of work : **Repairing of different damaged road surface at Old Post Office Street & Kiran Shankar Roy Road under Br.-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,94,194.30**. Earnest Money: **Rs. 9,900.00.**

2. NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/274/2022-2023 (1st call)
Name of work : **Repairing of different damaged road surface at Madan Mohan Burman Street & Mukta Ram Babu Street under Br.-V.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,93,078.33.** Earnest Money: **Rs. 9,900.00.**

3. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/392 (1st call)
Name of work : **Repairing of Kalikapur Road (West of TP Canal) from 610 to 216, Kalikapur Road in W/106, Br.-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,98,455.37** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

4. NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/361 (1st call)
Name of work : **Patch repairing of road from P. Majumder Road to Purbachal School Road and North Purbachal Main Road near Tarak Bridge in W/106, Br.-XII**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS): **Rs. 4,64,016.07** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money: **Rs. 9,300.00.** Period of Completion: **60 Days** (for Sl. No. 1 to 4). Last date and time of submission of bid(s): **29.04.2023 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **18.04.2023 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2) and **13.04.2023 at 12 noon** (for Sl. No. 3 & 4) in the website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer [Central], Water Supply Department, KMC** invites following work (Submission of Bid through online):

NIT No. : KMC/WS/CENTRAL/HPL/12/2023-24
Name of work : **Repairing and painting of GI reserve tank and other related works for distribution of filtered water at different festivals under Central Division of Water Supply Department.** Estimate Amount: **Rs. 2,67,538.00**. Earnest Money: **Rs. 5,351.00.** Time of Completion: **30 Days.** Last date and time of online submission of tender: **26.04.2023** at **3 p.m.** For full and further details, please visit the website : **http://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Executive Engineer (C), Borough-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No. : KMC/EE-III/014/31/22-23
Name of work : **Repairing of passage at B/38/1A/H/63, Satin Sen Sarani, 16/1/H/3/2 M.P. Road, 3/1D, Satcowrie Mitra Lane and its surrounding areas in ward no.-14 disturbed by C.E.S.C.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 2,31,538.89.** Earnest Money: **Rs. 4,700.00**. Period of Completion: **38 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE-III/30/26/22-23
Name of work : **Repairing of paver block footpath and passage at 218, 224, M.M. Road, 128, N.M. Road, 16/1, 15C, 13/4 S.G. Road and different places in ward no.-30 disturbed by C.E.S.C. & W/S Deptt.** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 4,52,418.14.** Earnest Money: **Rs. 9,100.00**. Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of bid: **24.04.2023** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). Date and time of opening of bid: **26.04.2023** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **12.04.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) from the website : **https://www.etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2)

The **Ex. Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/G.R.U., KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/CM/23-24/01
Name of work : **Engagement of Electrical Night Gang for Emergency Breakdown Restoration disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Borough-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,84,870.32.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **214 Days.** Last date and time of submission of bid: **24.04.2023** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.04.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites tender online two part bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/294/2022-2023
Name of work : **Annual maintenance of 3 nos. Ibiji make passenger lift at Santoshpu Market Complex Baghajatin Unit-III and Unit-IV under Lighting Department, Zone-IV, KMC.** Estimated Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00 LS.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of completion of bid: **24.04.2023** up to **12 noon.** The bid form and other details are available on and from **11.04.2023** from **2 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

33/23-24

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/1995

শাস্ত্রীর বড় বয়ান

কোহলির রেকর্ড ভাঙার একমাত্র দাবিদার গিল

মুম্বই, ১১ এপ্রিলঃ শুধু আইপিএলে একটা অন্যতম সেরা রেকর্ড তৈরি করতে পারেন শুভমন গিল। বিরাট কোহলিকেও পেছনে ফেলে দিতে পারেন তিনি। এবছর না হলেও সামনের বছর, এমনটাই মত রবি শাস্ত্রীর। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং কোচ রবি শাস্ত্রী বিশ্বাস করেন যে, উঠতি তারকা শুভমন গিল, যিনি ২০২৩ আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের হয়ে খেলছেন, তিনিই কোহলির ঐতিহাসিক রেকর্ড ভাঙতে পারবেন। কারণ এই রেকর্ড ভাঙতে যেটা প্রয়োজন, তার সবই রয়েছে শুভমনের মধ্যে। ২০১৬ আইপিএলে ১৬ ম্যাচে মোট ৯৭৩ রান করেছিলেন। এই রেকর্ডটি এখনও অক্ষত রয়েছে। এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর মতে, শুভমন নিয়মিত ওপেন করেন। তাই তিনি কোহলির রেকর্ড ভাঙার বড় সুযোগ পাবেন। কারণ সেক্ষেত্রে তিনি উইকেটে টিকে গেলে অনেক বেশি রান করতে পারবেন। শাস্ত্রী এ কথাও বলেছেন, ‘‘আমার মতে, এই রেকর্ড ভাঙ্গা সত্যিই খুব কঠিন। কারণ ৯০০-এর বেশি রান বিশাল। কিন্তু একটা জিনিস হল, ওপেনিং ব্যাটসম্যানরা দু’টি অতিরিক্ত ম্যাচ এবং দুটি অতিরিক্ত ইনিংস পাবে, তাই ওপেনিং ব্যাটসম্যানরা শুধুমাত্র এই রেকর্ডটি ভাঙতে পারে।’’ রবি মনে করেন গিল যেহেতু ভাল উচ্চতার ব্যাটসম্যান, তাই বাকিদের থেকে তার শর্ট বল খেলার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধা হয়। এটা তার বিরাট অ্যাডভান্টেজ। তবে রবি শাস্ত্রী মনে করেন শেষ ১০ মাস যেভাবে তিনটে ফরম্যাটে গিল নিজেকে প্রমাণ করেছে সেটা একটা মাইলফলক হয়ে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা বয়স কম হলেও শুভমন অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার ক্রিকেটার। লম্বা ইনিংস খেলার মানসিকতা রাখে। প্রতিভার অভাব ছিল না প্রথম থেকেই। কিন্তু অভাব ছিল ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের গিয়ার বদলানো। সেটাও রপ্ত করে ফেলেছেন পাঞ্জাবের এই তরুণ ব্যাটসম্যান। তাই রবি শাস্ত্রীর মনে হচ্ছে যদি আইপিএলে বিরাট কোহলির রেকর্ড ভাঙার কেউ দাবিদার থাকেন সেটা একমাত্র শুভমন গিল। ডেভিড ওয়ার্নার এবং বাটলার কাছে গিয়েও ভাঙতে পারেননি। শুভমন গিল পারবেন কিনা সময় বলবে।

বারপুজোয় মোহনবাগান মাঠে সুনীল গাভাসকর

দুরন্ত বার্ত কলকাতা, ১১ এপ্রিলঃ বারপুজোয় ময়দানে সুনীল গাভাসকর। আরও স্পষ্ট করে বললে, বারপুজোয় মোহনবাগান ক্লাবে পা রাখছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার। মোহনবাগানের নবনির্মিত প্রধান ফটক উদ্বোধন করবেন সুনীল গাভাসকর। তাঁর হাত ধরেই চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত প্রবেশদ্বারের শুভ উন্মোচন হবে। আগেই ঠিক হয়েছিল, নববর্ষেই মোহনবাগানের নতুন গেটের উদ্বোধন হবে। চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত সেই গেট উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন প্রয়াত কিংবদন্তি ফুটবলারের স্ত্রী বাসন্তী গোস্বামীও। রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আর বাবুল সুপ্রিয়ও থাকবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। মঙ্গলবার মোহনবাগানের তরফ থেকে সরকারি ভাবে জানানো হয়, নববর্ষে ক্লাবের প্রধান ফটক উদ্বোধন করবেন সুনীল গাভাসকর। প্রসঙ্গত, তার আগের দিন ইডেনে কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ধারাভাষ্য দেওয়ার কথা সানির। কলকাতার সঙ্গে গাভাসকরের আবেগও ভীষণ ভাবে জড়িয়ে। তাঁর ছেলে রোহন গাভাসকর খেলেছেন বাংলার জার্সিতেই। সুনীল গাভাসকর আর চুনী গোস্বামী দু’জনেই

ভালো বন্ধু ছিলেন। যদিও চুনী গোস্বামী বয়সে অনেকটাই বড় ছিলেন। ফুটবলের পাশাপাশি দাপিয়ে ক্রিকেটও খেলেছেন চুনী গোস্বামী। বাংলার হয়ে নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। ১৯৭১ রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে চুনীর নেতৃত্বেই ফাইনাল খেলেছিল বাংলা। মুম্বইয়ের (তৎকালীন বোম্বে) কাছে হেরে সে বার ট্রফি জয়ের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল বাংলার। ফাইনালে সেঞ্চুরি করেছিলেন সুনীল গাভাসকর। চুনী গোস্বামীর প্রয়াণের পর সমবেদনাও জানিয়েছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। সেই চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত মোহনবাগানের প্রধান প্রবেশদ্বার উদ্বোধনে এ বার হাজির থাকবেন গাভাসকর। চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে সকাল সাড়ে ৯টায় হবে মোহনবাগানের বারপুজো। সকাল সাড়ে ১০টায় চুনী গোস্বামীর নামাঙ্কিত গেটের উদ্বোধন হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন বলাই দে, জেভিয়ার পায়াস, দীপেন্দু বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল সিংয়ের মতো প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। সকাল সাড়ে ১১টায় বাংলা লোকগীতি ব্যান্ড দোহার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে। সুপার কাপ খেলতে এই মুহূর্তে কেরলে রয়েছে মোহনবাগানের কোচ ফুটবলাররা। গত বছর বারপুজোয় মোহনবাগান মাঠে কোচ হুয়ান ফেরান্দো উপস্থিত থাকলেও, এ বারে তা হচ্ছে না। তবে সুনীল গাভাসকরের উপস্থিতি ময়দানের যাবতীয় আকর্ষণ যে কেড়ে নিল, তা বলাই যায়।

ইতিহাসে প্রথম! নতুন ঘটনা দেখা যাবে ভারতে ওডিআই বিশ্বকাপে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চলছে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। এ ছাড়াও নানা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ থাকবে। তবে সব কিছুর মাঝে ক্রিকেট প্রেমীদের অপেক্ষা ওডিআই বিশ্বকাপের। এ বছর ভারতে হবে বিশ্বকাপ। এর আগে ২০১১ সালে ভারতে বিশ্বকাপ হলেও মিলিত ভাবে আয়োজনের দায়িত্বে ছিল বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাও। এ বার একক ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ভারত। আমেদাবাদে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হতে চলেছে বিশ্বকাপ ফাইনাল। সরকারি ভাবে সূচি প্রকাশ হয়নি এখনও। অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ওডিআই বিশ্বকাপ। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে এক অভিনব দৃশ্যও দেখা যাবে। ওডিআই বিশ্বকাপের গত সংস্করণ অর্থাৎ ২০১৯ সালের ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আয়োজক ইংল্যান্ড। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে বাউন্ডারি নিয়মে জিতেছিল তারা। প্রথম বার ওডিআই বিশ্বকাপের স্বাদ পেয়েছিল ইংল্যান্ড। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইয়ন মর্গ্যান। আগামী বিশ্বকাপে অবশ্য মর্গ্যান নেই। ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। তেমনই গত বারের বিশ্বকাপে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই নেই। অনেকে হয়তো খেলবেন দলের একজন সদস্য হিসেবেই। গত বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। আইপিএলে প্রথম ম্যাচেই গুরুতর চোট পেয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ওডিআই বিশ্বকাপে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। ওডিআই বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম বার এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে যে, অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি দলেরই আগের বিশ্বকাপের অধিনায়করা নেতৃত্বে থাকবেন না। ভারতীয় দলকে গত বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তিন ফরম্যাটেই নেতৃত্ব ছেড়েছেন বিরাট। এ বারের বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন রোহিত শর্মা। তেমনই ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন জস বাটলার। মর্গ্যানের পর সাদা বলে পুরোপুরি নেতৃত্ব দেওয়া হয় বাটলার। দায়িত্ব নিয়েই দ্বিতীয়

বার দেশকে টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন করেছেন জস। নিউজিল্যান্ডের নেতৃত্বে দেখা যাবে টম ল্যাথামকে। গত বিশ্বকাপে পাকিস্তানের নেতৃত্বে ছিলেন সরফরাজ আহমেদ। ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপে নেতৃত্বে দেখা যাবে বাবর আজমকে। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। রানার্স হয়েছে পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেতৃত্বে দেখা যেতে পারে শেই হোপকে। গত বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেসন হোল্ডার। সব দলেই ২০১৯’র থেকে পুরোপুরি ভিন্ন অধিনায়ক।

আইপিএলে দাম ১৩২৫০০০০০! ঝুলিতে মাত্র ২৯ রান! ইংলিশ ক্রিকেটারে মোহভঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এই আইপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম কার? ঈশান কিশানের? মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটার কত রান করেছেন? ২ ম্যাচে ৪২। সর্বোচ্চ ৩২। ঈশানের সেই আগ্রাসী ঝলক কোথায় গেল? এ বারের আইপিএলে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারের নাম স্যাম কারান। বাঁ হাতি অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে করেছেন ৪৯। দুটো ম্যাচে ছিলেন অপরাজিত। আর বল হাতে রয়েছে ১ উইকেট। নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন, তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আসলে আইপিএলের মঞ্চে কার দাম বেশি, কার কম, তা দিয়ে পারফরম্যান্স বিচার করা যাবে না। কোটির খাতায় নাম লেখাতে পারেননি, রিঙ্কু সিংয়ের মতো এমন অনেকেই অবিশ্বাস্য পারফর্ম করে যাচ্ছেন। একাই জিতিয়ে দিচ্ছেন টিমকে। দর আছে, ফর্ম নেই-এর তালিকায় আরও এক ক্রিকেটারের নাম জ্বলজ্বল করছে। তিনিও এক ইংলিশ ক্রিকেটার। আইপিএল শুরুর আগে সব ফর্ম্যাটে দারুণ ছন্দে ছিলেন। কিন্তু আইপিএলে পা দিয়েই কেন নিভে গিয়েছে তাঁর আগুন, তা নিয়ে কথা বলছেন

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ভক্তরা। প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি দাম তাঁর। কিন্তু রানের ঝোলায় শুধুই শূন্যতা। কে তিনি? আইপিএলের নিলামে দেড় কোটি টাকা ছিল হ্যারি ব্রুকের বেস প্রাইস। কিন্তু ন’গুণ দামে তাঁকে তুলেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তাতেও সূর্যোদয় হয়নি। পর পর দু’ম্যাচ হারের পর তৃতীয় ম্যাচে জিতেছে হায়দরাবাদ। কিন্তু এইডেন মার্করামের টিম এখনও জমাটই বাঁধেনি। ব্যাটিং-বোলিংয়ে তৈরি হয়নি ভারসাম্য। আর সেই কারণেই কথা উঠছে হ্যারি ব্রুকসকে নিয়ে। আইপিএলে যোগ দেওয়ার আগে ৫টা টেস্টে চারটে সেঞ্চুরি ছিল ব্রুকসের। ইংল্যান্ডের হয়ে জিতেছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। কিন্তু আইপিএলের তিন ইনিংসে ১৩, ৩ ও ১৩ করেছেন। সব মিলিয়ে মাত্র ২৯ রান। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে রবিবারের ম্যাচে ওপেন করতে নেমেছিলেন। অর্শদীপ সিংয়ের স্লোয়ারে ফিরে গিয়েছেন। কেন পারছেন না? হায়দরাবাদের প্রাক্তন কোচ টম মুডি বলছেন, ‘‘ব্রুকসের মতো ক্রিকেটারকে দিয়ে ওপেন করানো ঠিক হচ্ছে না। ও ওপেনার নয়। ওকে বরং চার নম্বরে খেলানো উচিত। এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্রুকস যে সব টিমের হয়ে খেলেছে, চার কিংবা পাঁচ নম্বরেই ব্যাট করেছে। তাতে কিন্তু ও সফলই হয়েছে। ওই জায়গাতেই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’’ সঞ্জয় মঞ্জরেকরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারের কিন্তু মনে হচ্ছে, দু-এক ম্যাচের মধ্যেই রান দেখা যাবে ব্রুকসের ব্যাটে। মঞ্জরেকর বলছেনও, ‘‘আমার মনে হয় খুব শিগগিরি রানে দেখা যাবে ব্রুকস। হয়তো দু-এক ম্যাচের মধ্যেই।’’

এক ওভারে পর পর তিনটে ছয় খেয়েছিলেন বাবা, নিজের গল্প শোনাচ্ছেন ছেলে দয়ালকে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ছুঁতে না পারা স্বপ্ন সন্তানের মধ্যে দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা করেন অভিভাবকরা। ক্রিকেট যে কারও পেশা হতে পারে, এখনও অনেকেই মানেন না। যেমনটা মানতেন না চন্দ্রপাল দয়ালের বাবা। বলেছিলেন, ‘‘ক্রিকেটে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সময় নষ্ট না করে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নাও।’’ বাবার নির্দেশ শিরোধার্য করে আর ক্রিকেটার হয়ে ওঠা হয়নি। সেই তিনিই ছেলের ক্ষেত্রে নিলেন অন্য সিদ্ধান্ত। ছেলের মধ্যে প্রতিভার ঝলক দেখে আর দেরি করেননি চন্দ্রপাল। ছেলের পাশে দাঁড়ান। তাঁকে ক্রিকেট নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। কে এই চন্দ্রপাল দয়াল? তিনি যশ দয়ালের বাবা। আর যশ দয়াল কে? রবিবার আমেদাবাদে ম্যাচে তাঁরই শেষ ওভারে ৫ বলে টানা ৫টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। মাত্র ৬ বছর বয়স থেকে ক্রিকেট-যোগ যশের। বাবাকে বরাবর পাশে পেয়েছেন। এই ৫ বলে ৫ ছক্কার দগদগে ক্ষতেও একদিন প্রলেপ পড়বে, যশকে ভরসা দিয়েছেন তাঁর বাবা। টানা ৫ ছক্কা হজম করে ভেঙে যাওয়া যশকে আর কী বললেন তাঁর বাবা? রবি-রাতে আলিগড়ে যখন রিঙ্কুর জন্য বিজয়োৎসব, এলাহাবাদে টেলিভিশনের সুইচ অফ করে দিয়েছিলেন যশ দয়ালের বাবা। যে ব্যক্তি দিনের শুরুটাই করে সংবাদপত্রের পাতা উল্টে, সেই তিনিই কিনা সোমবার সকালের সংবাদপত্র ছুঁয়ে দেখেননি। ছেলের কষ্টটা টের পেয়েছিলেন চন্দ্রপাল দয়াল। যশের কান্নামাখা ছবি দেখতে চাইছিলেন না চন্দ্রপাল। যশের ম্যাচ দেখতে আমেদাবাদ স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন তাঁর কাকু-কাকিমা, তুতো বোনরা। যশের বাবা তাঁদের বলেন, যশের সঙ্গে যেন টিম হোটেলে গিয়ে দেখা করেন। চন্দ্রপাল জানান, তাঁর ছেলে খুব চাপা স্বভাবের। কথা কম বলেন। যন্ত্রণায় আরও বেশি ডুবে যাবেন যশ, ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন চন্দ্রপাল। যশের বাবা নিজেও একসময় ফাস্ট বোলার ছিলেন। ৮০’র দশকের শেষ দিকে ভিজি ট্রফিতে তিনি খেলেছিলেন। সে সময় যশের মতোই অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। যশকে নিয়ে চন্দ্রপাল বলেন, ‘‘আমিও ক্রিকেটার ছিলাম। তবে বাবা-মার ভূমিকাটা আলাদা। যশের শেষ ওভারটা দেখে আমিও কিছুটা বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলাম। মাথায় ঘুরছিল, কেন এমন ঘটল, কী ভাবে ঘটল। ছেলের জন্য চিন্তা হচ্ছিল।’’ যশকে ফোন করে চন্দ্রপাল বলেন, ‘‘ঘাবড়িও না। ক্রিকেটে এ সব নতুন নয়। বোলাররা মার খায়। বড় বড় বোলারদের কেরিয়ারেও হয়েছে। লাসিথ মালিঙ্গা, স্টুয়ার্ট ব্রডের মতো বড় বড় ক্রিকেটাররাও এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। পরিশ্রম করে যাও। খুঁজে বের করো, কোথায় ভুল হয়েছে।’’ চন্দ্রপাল নিজেও এইরকম ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘‘ভিজি ট্রফিতে একটা সেমিফাইনাল ম্যাচে এক ব্যাটার আমার এক ওভারে পরপর ৩টি ছক্কা মেরেছিল। যশকে সেই গল্প বহুবার বলেছি। ম্যাচটা হেরে যাই। গতকাল রাতে ফোন করে যশকে আমার ম্যাচটা মনে করিয়ে দিয়েছি।’ ছেলেকে বাবা বলে রেখেছেন, মোহালিতে গুজরাটের ম্যাচে স্টেডিয়ামে থাকবেন। ছেলের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। রিঙ্কুর কাছে ৫ ছক্কা হজম করার পর কেকেআর শিবির থেকেও বার্তা পেয়েছেন যশ। কেকেআর টুইটারে লেখে, ‘তোমার শুধু একটা খারাপ দিন গিয়েছে। শক্তিশালী হও। ক্রিকেট মাঠের সর্বসেরাদের সঙ্গেও এমনটা আগে হয়েছে। তুমি চ্যাম্পিয়ন যশ। নিজের উপর আস্থা রাখো এবং দেখতে তুমি ফের দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করবে।’

কাম্প ন্যুয়ে বার্সাকে রুখে দিল জিরোনা

আবারও মেসির নামে মুখরিত গ্যালারি, বার্সেলোনা কোচ জাভি বললেন, ‘দেখা যাক’

পরপর দুই ম্যাচে একই দৃশ্য। ম্যাচের দশম মিনিটে কাম্প ন্যুয়ে ফিরে এলেন লিওনেল মেসি। সশরীরে অবশ্যই নয়। গ্যালারিতে তার নামে শোনা গেল স্লোগান ও গান। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, প্রিয় তারকাকে আবার এই ক্লাবে দেখতে চান বার্সেলোনার সমর্থেকরা। মেসির নামে রোমাঞ্চ জাগছে জাভি হার্নান্দেজের মনেও। তবে কোনো কিছু খোলাসা না করে বার্সেলোনা কোচ বললেন, আপাতত তার ভাবনায় কেবলই লা লিগার শিরোপা।

কাম্প ন্যুও, ১১ এপ্রিলঃ পিএসজির সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হচ্ছে চলতি মরসুমেই। নতুন চুক্তি নিয়ে বাতাসে ভাসছে নানা গুঞ্জন। তার বার্সেলোনায় ফেরা নিয়েও আছে জোর আলোচনা। সেই সম্ভাবনার শিহরণ ছুঁয়ে যাচ্ছে বার্সেলোনার সমর্থকদেরও। লা লিগায়

সোমবার জিরোনার বিপক্ষে বার্সেলোনার ম্যাচে দশম মিনিটে গ্যালারিতে রব ওঠে মেসির নামে। কদিন আগে কোপা দেল রের সেমি-ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচেও দশম মিনিটে ছিল একই চিত্র। দশম মিনিটকে বেছে নেওয়ার কারণটা বুঝতে সমস্যার হওয়ার কথা নয়। বার্সেলোনার ১০ নম্বর জার্সি ও মেসি তো প্রায় সমার্থক। জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনেও এই প্রসঙ্গ উঠে এলো। উত্তেজনা জিইয়ে রেখেই বার্সেলোনা কোচ বললেন, আপাতত তার ভাবনায় শুধুই লিগের ট্রফি জয়। ‘‘লিওর (মেসি) নামটি অবশ্যই রোমাঞ্চ জাগায়। গত দুই ম্যাচ ধরেই তারা লিওর নামে গান ধরছে, তবে দেখা যাক, এটি (মেসির ফেরা) হয় কি না। আপাতত আমাদের মনোযোগ দিতে হবে মরসুমের বাকিটায়, শেষ কাজটুকু যেন ঠিকঠাক করতে পারি। এখনই আমরা লিগ জিতে যাইনি।’’ জিরোনার বিপক্ষে এই ম্যাচে অবশ্য প্রত্যাশিত ফল পাননি জাভিরা। ঘরের মাঠে জিরোনার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে বার্সেলোনা। গত শনিবার ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের হারে বার্সেলোনার সামনে সুযোগ আসে ১৫ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার। কাজে লাগাতে পারল না তারা। ২৮ ম্যাচে ২৩ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৭২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল। এই মাঠেই গত বুধবার কোপা দেল রের সেমি-ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে রিয়ালের বিপক্ষে ৪-০ গালে হেরে প্রতিযোগিতাটি থেকে বিদায় নেয় বার্সেলোনা। জয়ে ফেরার লড়াইয়ে পঞ্চম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় আয়োজকরা। প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে আনসু ফাতি বক্সে ঢুকে পাস দেন রবের্ত লেভানডফস্কিকে। পোলিশ ফরোয়ার্ডের ডান পায়ের শটে বল ক্রসবার ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। দুই মিনিট পর এই তারকার হেডও বাইরে দিয়ে যায়। নবম মিনিটে নিজেদের ভুলে গোল প্রায় খেতে বসেছিল জিরোনা। তাদের ডিফেন্ডার সান্তিয়াগো বুয়েনো ব্যাক পাস দেন গোলরক্ষক পাওলো দিনোর উদ্দেশ্যে, কিন্তু তিনি ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে আসেন পোস্ট ছেড়ে। দারুণ ক্ষিপ্রতায় পেছনে ফিরে শেষ মুহূর্তে স্লাইডে দলকে বিপদমুক্ত করেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক। ৩৬তম মিনিটে আরেকটি সুযোগ পায় বার্সেলোনা। দুরূহ কোণ থেকে রাফিনিয়ার প্রচেষ্টা কর্নারের বিনিময়ে ফেরান গোলরক্ষক। ওই কর্নার থেকে রোনাল্ডো আরাউহোর ক্লিকে জালে যাচ্ছিল বল। এবারও দারুণভাবে ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। বল গোললাইন পেরিয়ে গিয়েছে ভেবে আবেদন করে বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা। রিপ্লে দেখে ধারাভাষ্যকারও বলছিলেন, হয়তো গোল হতে পারে। লা লিগায় গোললাইন টেকনোলোজি নেই। ভিএআরের সাহায্য নিয়েগোল দেননি রেফারি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আরেকটি সুযোগ আসে বার্সেলোনার সামনে। রাফিনিয়ার ফ্রি-কিকে এরিক গার্সিয়ার হেড লক্ষ্যে থাকেনি। ৫৬তম মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন জিরোনার কাস্তিয়ানো। সতীর্থের থ্রু বল ধরে এগিয়ে যান তিনি। তার সামনে একমাত্র বাধা গোলরক্ষক, কিন্তু বল বাইরে মারেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। ৭৮তম মিনিটে সুযোগ পান লেভানদোভস্কি। সের্হিও বুসকেতসের থ্রু বল বক্সে পান তিনি। সেখানে তাকে রুখে দেন জিরোনার ডিফেন্ডাররা। পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে আরেকবার বার্সেলোনার সামনে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁ।ান জিরোনা গোলরক্ষক। কর্নারে গাভির হেডে বল এক হাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান তিনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে লেভানদোভস্কির ব্যাকহিল ফ্লিক রক্ষণে প্রতিহত হলে পয়েন্ট হারানোর হতাশায় মাঠ ছাড়তে হয় জাভির দলকে। ম্যাচ থেকে পূর্ণ পয়েন্ট না পাওয়ার হতাশা আছে জাভির। তবে ফুটবলারদের চেষ্টায় কোনো কমতি দেখেননি তিনি। ‘‘ম্যাচটি কঠিন ছিল। জিরোনা খুব ভালো খেলেছে। হাই প্রেসিংয়ে আমরাও ভালো করেছি, তবে আবারও গোল করতে পারিনি। ব্যাপারটি হতাশার, কারণ আমরা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ১৫ পয়েন্ট এগিয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। তবে এটাই ফুটবল। আমরা এখন লিগের পয়েন্ট তালিকায় যে জায়গায় আছি, এটাকেও মূল্যায়ন করতে হবে। গোল করার দায়িত্ব গোটা দলের। ভালো একটি ম্যাচ খেলেছি আমরা, স্রেফ গোলটাই করতে পারিনি। আমরা সম্ভব সবকিছুই চেষ্টা করেছি, তবে আজকে সম্ভব হয়নি।’’

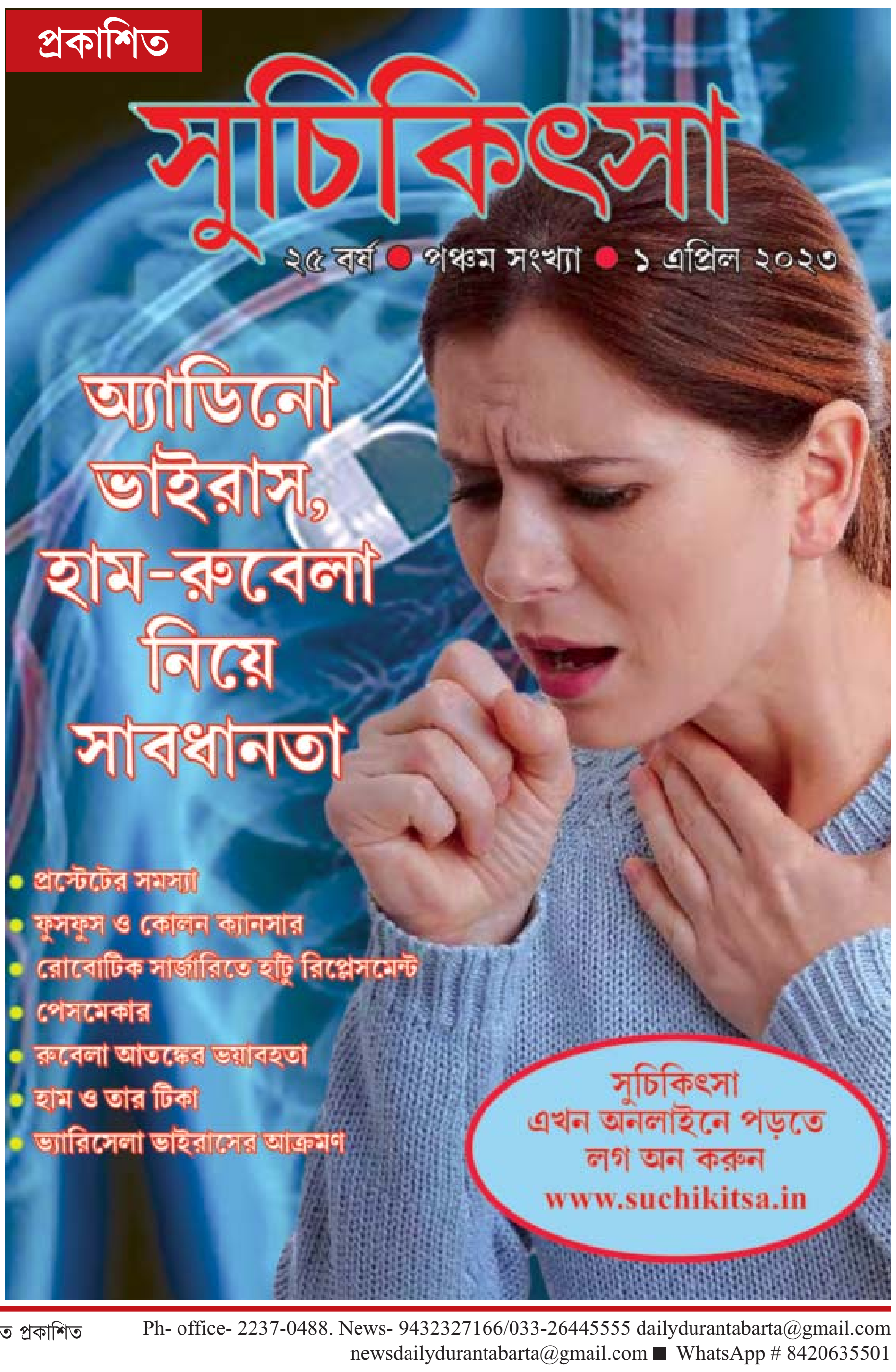

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501